ফিরে-পাওয়া

[১]

বর্ষার অপরাহ্ণ, সেই যে বেলা একটার পর হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার আর বিরাম নাই। দরিদ্র পথিককে নানা প্রকারে পীড়ন করিবার জন্যই যেন কলিকাতার রাস্তার ধূলি ভিজিয়া কর্দ্দমে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এম্‌নি সময়ে সুশীলা তাহার দুই বৎসরের কন্যাটীকে কোলে করিয়া অস্থিরচিত্তে পথের পানে চাহিয়া জানালার ধারে বসিয়াছিল।

খুকী তাহার চিবুক ধরিয়া বার বার আধ-আধ ভাষায় প্রশ্ন করিতেছিল, "মা, বাবা, মা, বাবা?"

গভীর স্নেহে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সুশীলা এক একবার এক এক রকম কথা বলিতেছিল,—"আপিস গেছে, খাবার আন্‌তে গেছে, পুতুল আন্‌তে গেছে।"

সুশীলার সপ্তদশবর্ষীয়া ভগিনী নির্ম্মলা তাহার দিদির পাশেই বসিয়াছিল, কহিল, "আজ জল-কাদায় জামাইবাবুর ভারি কষ্ট হবে, দিদি।"

সুশীলা ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিল, "ওঁর কষ্টের কথা ভাব্‌লে বুক ফেটে যায়। আমাদের জন্যেই ত চাক্‌রী চাক্‌রী ক'রে, এর দুয়ারে, তার দুয়ারে, ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, না হ'লে ওঁর অভাব কিসের, ওঁর টাকা খায় কে!"

নির্ম্মলা কহিল, "আমাদের এত কষ্ট জেনেও জামাইবাবুর বাবার দয়া হবে না?"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বড়লোকের হৃদয়ে কি দয়া-মায়া আছে?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া নির্ম্মলা কহিল, "বোধ হয়, বৃষ্টির জন্যে জামাইবাবুর আস্‌তে দেরী হচ্ছে, না দিদি?"

খুকী দুই হাতে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বড় বড় চোখে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, বাবা যাব।"

সুশীলা অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই কোন্ সকালে তাহার স্বামী দু'টী ভাত মুখে দিয়া বাহির হইয়াছে, বেলা একেবারে পড়িয়া আসিল, কৈ সে ত ফিরিল না? ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় সুশীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এমন ত মাঝে মাঝে তাহার স্বামীর ফিরিতে দেরী হয়। কিন্তু তাহার মন ত এত ব্যাকুল হয় না। আজ একটা কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনটা এত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাল বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাহার স্বামীর মুখের ভাব ও ব্যবহারের অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সুশীলা লক্ষ্য করিয়াছে। সে খায় নাই, খুকীকে আদর করে নাই, সুশীলাকে দেখিবামাত্র মুখ ফিরাইয়া

লইয়াছে। সারা রাত্রির মধ্যে সুশীলার সঙ্গে একটী কথাও বলে নাই, সকালে উঠিয়া খুকী 'বাবা, বাবা', করিয়া কাছে ছুটিয়া গিয়াছে, সে অতি নিষ্ঠুরের মত তাহাকে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। সুশীলা ভয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। তার পর অনিচ্ছাসত্বে কোন রকমে দু'টী ভাত মুখে দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় সুশীলা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কখন্ ফিরবে ?" উত্তর পাইয়াছিল 'জানি না'। তাই, সুশীলার আশঙ্কা হইতে লাগিল, সে হয় ত আর ফিরিবে না।

বৃষ্টি থামিয়া গেল। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, কিন্তু সুশীলার স্বামী গৃহে ফিরিল না। সুশীলার মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। সদাহাস্যমুখী নির্ম্মলার মুখের উপর চিন্তার কালো ছায়া পড়িল। ব্যথিতকণ্ঠে সে কহিল, "কি হবে দিদি, জামাই-বাবু ত এখনও এলো না ?"

সুশীলা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলার ভাসা-ভাসা দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার বন্দনা করিয়া চারি দিক হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। দুই ভগিনী অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সে রাত্রে সুশীলা উঠিল না, খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া সেই অন্ধকার কক্ষে মেঝের উপর পড়িয়া রহিল।

নির্ম্মলা খানিকক্ষণ দিদির গায়ে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার পাশেই শুইয়া পড়িল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কল্পনাতীত সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে যে কথাটা এক দিনের জন্যও সুশীলার মনে পড়ে নাই, আজ এই নিদারুণ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সূচনায় সেই কথাটাই সুশীলার এইবার প্রথম মনে পড়িল, তাহার যে আর কেহ নাই; যদি স্বামী সত্যই না আসে, তাহা হইলে এই শিশু কন্যাটী, এই ভগিনীটীকে লইয়া সে কোথায় দাঁড়াইবে? কেন সে শিশুটীকে গর্ভে ধরিয়াছিল, কেন সে তাহার ভগিনীটীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল? তাহার এই সরলা ভগিনীটী যে তাহার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে,—সে যখন তাহার নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা উপলব্ধি করিবে, তখন কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না সে ভোগ করিবে! সুশীলার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তার ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল। এইভাবে কখন্ যে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। যখন ভোরের বাতাস তাহার দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল, যখন ভোরের আলো তাহার দুই নিমীলিত চোখের উপর আসিয়া পড়িল, তখন ধীরে ধীরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অতি কষ্টে সে চোখ চাহিল। দেখিল, খুকী তাহার স্তনটী মুখে করিয়া ঘুমাইতেছে এবং নির্ম্মলার একখানি কোমল হাত তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া আছে। সুশীলা কিছুক্ষণ সেই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া অতি সন্তর্পণে নিজেকে নির্ম্মলার স্নেহবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া খুকীকে বুকের উপর তুলিয়া উঠিয়া বসিল। খুকীর ঘুম ভাঙ্গিয়া

গেল, চোখ মেলিয়া কয়েক ঢোক্ দুধ টানিয়া খাইয়া মুখ তুলিয়া ডাকিল, 'বাবা।'

নির্ম্মলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "জামাইবাবু কখন এলো দিদি?"

সুশীলা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে নীলা, তোর জামাইবাবু আর আসবে না রে!"

নির্ম্মলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "জামাইবাবু কোথায় গেছে, দিদি, কেন আসবে না, দিদি?"

সুশীলা বুকের মধ্যে বিষাক্ত বৃশ্চিকের অতি তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। নির্ম্মলার এ সব প্রশ্নের যে উত্তর দিবার কিছু নাই! তাহার জীবনের অনেক কথা আজ এক সঙ্গে তাহার মনের দুয়ারে ঘা দিতে লাগিল। জননীর মৃত্যু, বিমাতার আগমন, পিতার বিষদৃষ্টি, খাওয়া-পরার নিদারুণ কষ্ট, বৃদ্ধের সহিত তাহার, ও মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষয়কাশগ্রস্ত এক যুবকের সহিত নির্ম্মলার পরিণয়, উভয়ের বিধবার বেশে, নিরাশ্রয় অবস্থায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং দিবারাত্র পিতার তীব্র ভর্ৎসনা, বিমাতার অমানুষিক গঞ্জনা ও প্রহার, তার পর ধনীর পুত্র বিমানের দয়া, আশ্রয়দান এবং বিবাহ করিয়া দুঃখ-নিবারণ করিবার আশা-প্রদান, বিমানকে মনে মনে স্বামী বলিয়া গ্রহণ—এই ঘটনাগুলি তাহার চোখের সামনে জল্‌জল্ করিতে লাগিল।

প্রথম যখন তাহার বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। বৃদ্ধ স্বামীকে দেখিলে ভয়ে তাহার বুক কাঁপিত। অল্প

দিন পরে তার স্বামীটী যখন পরপারে চলিয়া গেল, তখন অন্যা সকলের সহিত সেও কাঁদিল, কিন্তু কোন দুঃখ বা বেদনা অনুভব করিল না। তাই চারি বৎসর পরে পূর্ণ ষোল বৎসর বয়সে যে দিন বিমান তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন তাহার সারা দেহের ভিতর দিয়া পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তার পর একদিন রাত্রে সে নির্ম্মলার হাত ধরিয়া গৃহত্যাগ করিল এবং বিমানের সহিত কালীঘাটের এই বাড়িতে আসিয়া উঠিল। অনাদর, উপেক্ষা ও নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সে যখন এই অনাস্বাদিত সুখের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল, তখন তাহার মনে হইল, এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব সৌভাগ্যের জন্যই বোধ করি ভগবান্ প্রথম বয়সে তাহাকে এত দুঃখ কষ্ট দিয়াছিলেন। সে সব ভুলিল। সামাজিক প্রথা বজায় রাখিয়া পুরোহিত ডাকিয়া মন্ত্র পড়িয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া পরস্পরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সে ভুলিয়া গেল। অকলঙ্কচরিত্র লঘু-চিত্ত বিমানেরও মনে পড়িল না যে, সুশীলাকে শুধু স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই তাহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না।

তিনটা বৎসর হাওয়ার মত উড়িয়া গেল। তার পর খুকী জন্মগ্রহণ করিল। সে কি আনন্দের দিন! ক্রমে খুকী বড় হইল, হাঁটিতে আরম্ভ করিল, কথা বলিতে শিখিল। সুশীলার হঠাৎ মনে হইল—সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে; বিভ্রান্তের মত চারি দিকে সে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এই ত তাহার খুকী, এই ত তাহার নির্ম্মলা, এই ত সেই কালীঘাটের বাড়ী, সেই ত তেমনই

রহিয়াছে, কেবল যাহারই দয়ায় এই সৌভাগ্য, সে নাই! তবে কি সত্যই তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে? সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিয়া তাহার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যথিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি।"

সুশীলা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। খুকী এতক্ষণ জননীর কোলে বসিয়া আপন মনে খেলা করিতেছিল। কান্নার শব্দে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া জননীর বুক বাহিয়া উঠিয়া দুই হাতে তাহার গাল ধরিয়া মুখের কাছে মুখ নিয়া কহিল, "মা, বাবা চল।"

এমন সময় উঠানে দাঁড়াইয়া গয়লা হাঁকিল, 'দুধ!'

সুশীলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অন্য চিন্তা আসিয়া তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল। দুধ, খুকীর জন্যে ত দুধ চাই। খুকীকে ত বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু দুধের দাম সে কোথায় পাইবে? তার হাতে ত একটী পয়সাও নাই!

গয়লা কহিল, "শীগ্‌গির বাটী দাও মা, বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ যায়গায় ত দুধ দিতে হ'বে। আজ আমার দাম চুকিয়ে দেওয়ার কথা, টাকাটাও নিয়ে এস, মা।"

সুশীলার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আজ এক মাসের উপর বিমানের হাতের কড়ি ফুরাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে দেনা করিয়া সংসার চলিতেছে। আজ কালের মধ্যে দেনা মিটাইয়া না দিলে কেহ জিনিষ দিবে না, সে কি করিবে, কি বলিবে?

গয়লা রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি দাঁড়িয়ে থাকব না কি? দুধ না নেবে আমার টাকা ক'টা ফেলে দাও, তা হলেই ত আমি চলে যাই।"

সুশীলা কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, "বাবু বাড়ী নেই, দু'দিন পরে দাম দেব।"

গয়লা কহিল, "এ কথা ত আগে বল্লেই হ'ত। পরশু দিন কিন্তু আমার টাকা দিতে হবে। আজ দুধ নেবে কি?"

সুশীলা কন্যার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটু দাঁড়াও, আমি বাটী এনে দিচ্ছি।"

গয়লা দুধ মাপিয়া দিয়া চলিয়া গেলে, সুশীলা দুধের বাটীর দিকে চাহিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। দুধ ত লইল, কিন্তু দাম দিবে কোথা হইতে? বাড়ী ভাড়াও ত একমাস বাকী পড়িয়াছে। ভাড়া না পাইলে বাড়ীওয়ালা তাদের হাত ধরিয়া টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিবে। হঠাৎ তাহার অন্ধকার মনের কোণে আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দিল। এ অবস্থায় তাহার স্বামী কখনও তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। টাকার চেষ্টায়ই সে বাহির হইয়াছে, হয় ত কোন বিশেষ কারণে কাল আসিতে পারে নাই, আজ টাকা লইয়া নিশ্চয়ই ফিরিবে। সুশীলা আশায় বুক বাঁধিয়া দুধের বাটী লইয়া উঠিয়া গেল। কাল সারা রাত্রির মধ্যে খুকীর পেটে এক ঝিনুক দুধও যায় নাই, নির্ম্মলা জলবিন্দু অবধি স্পর্শ করে নাই। আজ ইহাদের দুইজনের পেটে কিছু দিবার ব্যবস্থা ত সে করুক, তার পর যাহা হয় হইবে।

[২]

সেই আশার ক্ষীণ আলোকটী চোখের সামনে রাখিয়া সুশীলা সারাদিন কেবলই ঘর-বাহির করিয়া কাটাইয়া দিল। এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, বিমানের হয় ত কোন বিপদ হইয়াছে। এই ত পথে কত অভাগা, ধনীর মোটরের নীচে পড়িয়া প্রাণ হারায়! সে শিহরিয়া উঠিল। তবে কি তাহারই জন্য ধনীর সন্তান বিমান সামান্য চাকরীর সন্ধান করিতে গিয়া এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল! সঙ্গে সঙ্গে কল্য প্রাতের এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রের বিমানের সেই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা মনে পড়িয়া এই ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে বিদূরিত করিয়া দিল। এমনই ভাবে দিন শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যা-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার চারি দিক হইতে প্রতি দিনকার মত শঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু বিমান ফিরিল না। যে আশার আলোটুকু সুশীলা এতক্ষণ মনের অন্ধকার কোণে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, বিমান আর ফিরিবে না। কেনই বা বিমান তাহাকে পায়ে স্থান দিল, এবং এমনই অকূল পাথারে ফেলিয়া চলিয়া গেল? পিতৃগৃহে সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যেও ত তাহার মাথা রাখিবার এতটুকু স্থান ছিল, এখন তাহার এ কি হইল? হঠাৎ সে তাহার মনের মধ্যে নিদারুণ ধাক্কা পাইল। বিমান তাহাকে যথা-

রীতি বিবাহ করিবে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহা ত করে নাই। তাই কি সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল? কিন্তু মন্ত্র-পড়া স্বামীকেও ত সে বিনা কারণে স্ত্রীত্যাগ করিতে দেখিয়াছে, তবে? অদৃষ্ট, তাহার পোড়া অদৃষ্ট। হায়! তাহার এই অদৃষ্টের সহিত যে আর দুইটী নিরীহ প্রাণীর অদৃষ্ট জড়িত হইয়া আছে।

অবস্থা মানুষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে। নির্ম্মলা সপ্তদশবর্ষীয়া কিশোরী। পিতৃগৃহের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে ছোট ছেলেটীর মত হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। নিজের বা দিদির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে একটা দিনও কোন কথা ভাবে নাই। কিন্তু এক দিনে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে সে হাসি নাই, শিশু-সরল চাঞ্চল্য নাই, সে মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, তাহাতে চিন্তারেখা পরিস্ফুট। আজ সারা দিনের মধ্যে তাহার দিদিকে বিমানের সম্বন্ধে একটী প্রশ্নও সে করে নাই, খুকী 'বাবা, বাবা' করিয়া কাঁদিলে সে তাহাকে দিদির কোল হইতে তুলিয়া লইয়া কত রকম করিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই মাত্র খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া সে সুশীলার পাশে আসিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

সুশীলার চোখে এক ফোটাও জল ছিল না, স্থির দৃষ্টিতে নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া সে কহিল, "নীলা, আজ যে চা'ল আছে, তাতে রাতটা চলবে, না রে?"

নির্ম্মলা কহিল, "তা' চলবে দিদি। কিন্তু দিদি, তুমি যে

আজও কিছু মুখে দিলে না,—সন্ধ্যে উত্‌রে গেছে, ভাত ক'টী বেড়ে আনি।"

সস্নেহে ভগিনীর মাথা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সুশীলা কহিল, "খাব বই কি ভাই, বাঁচতে হবে যে। ও বেলা চারটী ভাত বেশী রেঁধেছিলাম আজ আর না রাঁধলেও চলবে, না নীলা ?"

নির্ম্মলা কহিল, "তা' খুব হবে দিদি ; বরং চারটী থাকবে।"

সুশীলা কহিল, "যাক্, আর একটা বেলাও তাহ'লে চলবে। নীলা, তারপর কি করব, ভাই ?"

আজ নির্ম্মলাই তাহার একমাত্র বল-ভরসা, পরামর্শদাত্রী। সুশীলার শুষ্ক চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। নির্ম্মলা, দিদির বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ভগিনীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুশীলা কহিল, "নীলা, কাঁদিস্‌নি ভাই।"

নির্ম্মলা উঠিয়া বসিল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটী ফুলিয়া উঠিয়াছে। দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "আর কাঁদ্‌ব না, দিদি। হ্যাঁ দিদি, কাল গয়লার দুধের টাকা দিতে হবে, না ?"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা' ত হবে। তা' ছাড়া বাড়ী-ভাড়া বাকী, মুদীর দেনা—কি করব তাই ভাব্‌ছি।"

নির্ম্মলা নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার রুলী-জোড়া বেচলে সব দেনা শোধ হবে না, দিদি ?"

সুশীলার নিজের হাতে একজোড়া লাল শাঁখা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে চুড়ি ও হার, বিমান তাহাকে দিয়াছিল, তাহা বন্ধক দিয়া তাহাদের শেষের কয়টা মাস চলিয়াছে। নির্ম্মলার রুলীর কথা তাহার একবারও মনে পড়ে নাই। এখন নির্ম্মলা সে কথা মনে করিয়া দেওয়াতে, সে বুঝিল এই বিপদের মধ্যে ঐ রুলী দু'গাছিই তাহাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু কি করিয়া সে ভগিনীর হাত খালি করিয়া রুলী খুলিয়া লইবে!

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নির্ম্মলা কহিল, "বিধবার ত খালি হাতেই থাকতে হয়, দিদি।"

"নীলা, তুই কি নিষ্ঠুর রে" এই বলিয়া সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল, কান্না ছাড়া তাহার যে এক পাও চলিবার উপায় নাই। সে কান্নাকে জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে?

সুশীলা যে কত বড় আঘাত পাইয়াছে নির্ম্মলা তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাই সে কহিল, "তুমি কেঁদ না, দিদি। আমি খালি হাতে থাকব না।"

সুশীলাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই এক ঘর স্যাক্‌রা ছিল। সকালে উঠিয়া সুশীলা রুলী দুইগাছা লইয়া স্যাকরা-গিন্নীর নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করিয়া স্যাকরা-গৃহিণীর প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়া অর্দ্ধেক মূল্যে রুলী দু'গাছি বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া গৃহে ফিরিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, সুশীলা সেই বাবুটীর বিবাহিতা স্ত্রী নয়। দুই ভগিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া

সেই চরিত্রহীন যুবক কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। সুশীলা এ কথা শুনিল, নির্ম্মলাও এ কথা শুনিল।

নির্ম্মলা কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "এরা ত ভারি বদ্‌লোক, আমাদের নামে এই সব মিথ্যে কথা বল্‌ছে।"

সুশীলা কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে তীব্র আঘাত সহ্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কথা যে তাহাকে শুনিতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে কুলটা, তাহার ভগিনীও কুলটা, সে তাহার অশান্ত আহত মনকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল—'সে কি কুলটা, সে কি ভ্রষ্টা?' তাহার মন কিছুতেই সে কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। নির্ম্মলা ঠিকই বলিয়াছে—দুষ্ট লোকে মিথ্যা করিয়া তাহাদের নামে কলঙ্ক রটাইতেছে। বিমান যে স্বহস্তে তাহার সিঁথেয় সিঁদুর ও হাতে শাঁখা পরাইয়া দিয়া তাহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে! কিন্তু সেই বিমান যখন এমন নিঃসহায় ভাবে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে কথা কে বিশ্বাস করিবে। এখন উপায় কি? এ কথা হয় ত এতক্ষণ বাড়ীওয়ালার কানে গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে।

এমন সময় বাহিরে বাড়ীওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, 'কোথায় গো?'

বাড়ীওয়ালার নাম তারক সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখিতে বেশ সুশ্রী, বয়স বোধ করি এখনও ত্রিশ পার হয় নাই, এই গলিরই

অপরাংশে একটী নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় সে সপরিবারে বাস করে।

তারকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুশীলার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিল বাড়ীওয়ালা নিশ্চয়ই তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিতে আসিয়াছে। সুশীলা প্রাণপণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিপদবারণ নারায়ণের নাম স্মরণ করিতে করিতে বাক্স হইতে বাড়ী ভাড়ার টাকা কয়টী বাহির করিয়া লইয়া রুদ্ধদ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

তারক দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে কহিল, "আমি তারক, বাড়ীওয়ালা।"

সুশীলা কম্পিতহস্তে অর্গল মুক্ত করিয়া দরজা ঈষৎ খুলিয়া মাথায় অনেকখানি আঁচল টানিয়া দিয়া নীচু হইয়া হাত বাড়াইয়া টাকা কয়টী চৌকাঠের কাছে রাখিয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সেই দিকে চাহিয়া তারক হাসিল। সে হাসি সুশীলা দেখিতে পাইল না। তারক কহিল, "আমি ভাড়া আদায় করতে আসিনি, ও টাকা ক'টা তুমি তুলে রাখ। আমি সব শুনেছি। তোমাদের ভাবনা কি, আমার আশ্রয়ে থাকবে। আমি এখনই তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার জিনিষ-পত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুশীলা তারককে দয়ার অবতার মনে করিয়া টাকা কয়টী তুলিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিমানের সমস্ত দেনা তারক পরিশোধ করিয়া দিল, সুশীলা

হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহাকে আর পথে দাঁড়াইতে হইবে না, নির্ম্মলা আর খুকী খাইতে পাইবে। এইবার সুশীলা নিশ্চিন্ত হইয়া বিমানের জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার অবসর পাইল। চোখের জলের মধ্যে সেই পাঁচ বৎসরের অনেক কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। প্রথম যে দিন তাহারা এই ঘর সংসার পাতিল, সে দিন কি উৎসাহ কি আনন্দের দিন গিয়াছে! তার পর, বিমানের সহিত কবে কি কথা হইয়াছে, কত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় দুই জনের অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, মান অভিমান কলহ, সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্পত্তি, হাস্য পরিহাস, আদর যত্ন, আরও কত কথা তাহার মনে পড়িল এবং সেই সুখস্মৃতি পাথেয় করিয়া সে কোন রকমে জীবন কাটাইয়া দিবার সংকল্প করিল।

[৩]

এই ভাবে দিন দুই কাটিয়া গেল। বৈকালে সুশীলা খুকীকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল; নির্ম্মলা তাহার খোলা পিঠের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় বাহিরের দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিয়া দুই ভগিনী বসন সংযত করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বসিল। বাহির হইতে তারক কহিল, "আমি, একবার দরজাটা খুলে দাও।"

এ যে তাহার আশ্রয়দাতার কণ্ঠস্বর! সুশীলা খুকীকে নির্ম্মলার কোলে দিয়া ঘোমটা টানিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর

হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। তারক উঠানে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া চাহিতেই দেখিল, সুশীলা ঘরের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। তারক হাসিমুখে কহিল, "পালাচ্ছ কেন গো? খুকীর জন্যে এই খেলনা ক'টী এনেছি, নিয়ে যাও। ও কি দরজায় মুখ লুকোচ্ছ কেন? খুব লজ্জা যা' হক্ তোমার।" এই বলিয়া একেবারে উঠান পার হইয়া সুশীলার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "আর লজ্জা করতে হবে না, এগুলো ধর।"

সুশীলা নিরুপায় হইয়া অতি কষ্টে তাহার কম্পিত হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিল। তারক খেলনা কয়টী তাহার হাতে দিয়া সহসা তাহার মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি, গয়নাগাটী সব নিয়ে পালিয়েছে দেখচি। খুব ধড়িবাজ লোক বটে! ভেজা বেড়ালটী, চেন্‌বার উপায় ছিল না। যা'ক্ গয়নার জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। কি বলে তোমায় ডাকবো?"

সুশীলা কোন উত্তর দিল না। তার চোখ মুখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। থর থর করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল। তারক ভাবিল, সুশীলা এ পথের নূতন পথিক। তাই এই সঙ্কোচ, এই লজ্জা, এই ভয়। দু'দিন পরে সব ঠিক হইয়া যাইবে। তাই, আর কিছু না বলিয়া তারক সে দিনকার মত চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খেলনাগুলি তাকের উপর ফেলিয়া রাখিয়া মেঝেয় পড়িয়া সুশীলা কাঁদিতে লাগিল।

তারক আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, তাই বলিয়া তাহার স্বামীকে তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া গালিগালাজ করিবে, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারচে না।

নির্ম্মলা কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি কেন বল্লে না, দিদি, জামাইবাবু ও রকমের লোকই ছিলেন না। তিনি আমাদের সত্যই কত ভাল বাসতেন, কত আদর করতেন। উনি কি জানেন যে, মিছেমিছি লোকের নামে দোষ দেন!"

সুশীলা তেমনই নিঃশব্দে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। সে কেবলই বিমানের এই অপমানের কথা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কেন যে তারক এই অপমান-সূচক কথা বলিল এবং তারকের এই অযাচিত অনুগ্রহের পশ্চাতে যে কোন কদর্য্য বাসনা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, এ কথার পরেও সুশীলা তাহা বুঝিতে পারিল না।

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তারক প্রতিদিন সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায় সুশীলার খোঁজ করিতে আসিয়াছে এবং সুশীলা, খুকী ও নির্ম্মলার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছে এবং সুশীলাকে কথা বলিতে বাধ্য করিয়াছে।

সে দিন সন্ধ্যার একটু পরেই তারক সুশীলার রোয়াকে বসিয়া কহিল, "সুশীলা, আজ বাড়ী থেকে রাগ ক'রে চ'লে এসেছি। তুমি আমায় চারটী খেতে দেবে?"

সুশীলা অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি যে ব্রাহ্মণ, আমাদের হাঁড়িতে কি ক'রে খাবেন?"

তারক হাসিয়া কহিল, "তা খাব! আচ্ছা, সুশীলা, নির্ম্মলা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন, বল দেখি?"

সুশীলা সে কথার কোন উত্তর দিল না। তারক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুশীলার একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা দু' বোন্ আর কত দিন আমায় এম্‌নি করে কষ্ট দেবে?"

তারকের সেই স্পর্শে সুশীলার সারা দেহ অসহ্য ঘৃণায় ও লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নারীত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাহার হৃদয়ে বলসঞ্চার করিল, সে সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান আপনি।"

তারক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি এতদিন সুশীলাদের সম্বন্ধে ভুল শুনিয়াছে, ভুল বুঝিয়াছে? কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উঠানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এই একটা আঘাতেই সুশীলার চোখ খুলিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! বিপদ যে এ দিক্ দিয়া আসিতে পারে, সে কথাটা তার একবারও মনে পড়ে নাই। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় কুলটার আখ্যা লইয়া সে তাহার নিজের, এবং তাহার ভগিনীর মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম কেমন করিয়া রক্ষা করিবে, তাহাই সুশীলার একমাত্র

চিন্তার বিষয় হইল। উভয় ভগিনীর নারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে এ গৃহে তাহাদের স্থান হইবে না, তাহাদের আহারও জুটিবে না, ইহা সে স্পষ্ট বুঝিল। এই জন্যই কি সে তাহার ভগিনীর হাত ধরিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল? এমন সময় নির্ম্মলা খুকীকে কোলে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই খুকী জননীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নির্ম্মলা কহিল, "দিদি, এ বাড়ীতে আর আমাদের থাকা হবে না।"

সুশীলা খুকীকে চুম্বন করিয়া কহিল, "তা' আর বল্‌তে, কিন্তু কোথায় যাই বল্‌ দিকি?"

নির্ম্মলা কহিল, "রাস্তায় পড়ে থাক্‌ব, ভিক্ষে করে খাব, সেও ভাল, দিদি।"

সুশীলা আহত কণ্ঠে কহিল, "ওরে, পথে বেরুলে কি আমাদের

সুশীলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নির্ম্মলা কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তার চেয়ে চল আমরা বাড়ী যাই। এখন মা বাবার মার্‌ খুব সহ্য কর্‌তে পার্‌ব, দিদি।"

সুশীলা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা যে গৃহত্যাগিনী, কুলটা। সেখানে কে আমাদের জায়গা দেবে, বোন্‌!"

নির্ম্মলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে আমরা কোথায় যাব, দিদি?"

সুশীলা নিজেই সে কথা জানে না, সে কি উত্তর দিবে! কিন্তু এই রাত্রির মধ্যে যাহা হউক্ একটা স্থির করিয়া ফেলিতেই হইবে। চরিত্রহীন বাড়ীওয়ালা এ অপমান নীরবে সহ্য করিবে না। প্রতিশোধ ত লইবেই, এমন কি, তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিতেও হয় ত কুণ্ঠা-বোধ করিবে না। সুশীলা শিহরিয়া উঠিল!

দিদির মুখের দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল দিদি?"

সুশীলা ব্যথিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওরে নীলা, কি করে তোকে রক্ষে কর্‌ব? কেন এ কথা তখন ভাবিনি রে? আমি যে মনে করেছিলাম তোকে বিয়ে থাওয়া দিয়ে সুখী কর্‌ব। কিন্তু ভগবান্ এ কি করলেন! ওরে সব গেল রে, নীলা, সব গেল।"

নির্ম্মলা আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "আমরা ত কোন অন্যায় করিনি, দিদি। ভগবান্ কি আমাদের শুধু শুধু শাস্তি দেবেন?"

সুশীলা চুপ করিয়া রহিল। সে যে কোন অন্যায় করিয়াছে, এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। ভগবান্ ত অন্তর্য্যামী, তিনি ত সবই জানিতেছেন। তবে তাঁহার করুণা হইতে কেন তাহারা বঞ্চিত হইবে। প্রকাশ্যে সে কহিল, "নীলা, তুই ঠিক বলেছিস্, ভগবানই আমাদের উপায় করে দেবেন। আর, ভাব্‌ব না, বোন্।"

সে রাত্রি তাহাদের নিরুপদ্রবে কাটিল। প্রত্যূষে উঠিয়া

সুশীলা কহিল, "চল্ নীলা, গঙ্গা নেয়ে মাকে দর্শন করে আসিগে।" গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। বিমান চলিয়া যাওয়ার পর হইতে এ কয় দিন তাহারা গৃহের বাহির হয় নাই। আজ মায়ের পায়ে দুঃখ নিবেদন করিতে দুই ভগিনী বাহির হইয়া গেল।

স্নান সারিয়া মাকে প্রণাম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সুশীলা কহিল, "নীলা, একবার বনমালীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চল্। বুড়ো মানুষ, আমাদের খুব আদর-যত্ন করে। সে অনেক দিন এখানে আছে। কাছাকাছি একটা ছোট-খাটো বাড়ীর সন্ধান ক'রে দিতে পারে।"

নির্ম্মলা আগ্রহভরে কহিল, "তাই চল দিদি।"

[৪]

বনমালীর একটী ছোট শাঁখার দোকান ছিল। দুই ভগিনী সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বনমালী সবে মাত্র দোকান খুলিয়া বসিতেছে। তাহাদের দেখিয়া বনমালী কহিল, "এই যে মা তোমরা এসেছ। এ ক'দিন তোমাদের দেখিনি যে?"

সুশীলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "বনমালী দাদা, আমাদের ছোট খাটো একটা বাড়ী খুঁজে দিতে পার?"

বনমালী আগ্রহভরে কহিল, "আমার বাড়ীর আধখানা

ভাড়া দিয়ে থাকি। কাল ভাড়াটে উঠে গেছে, ভাড়াও বেশী না, মাসে পাঁচ টাকা, কিন্তু মাটীর ঘর, তোমরা কি তাতে থাক্‌তে পারবে মা?"

সুশীলা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। তাহার মনে হইল ইহা মার পায়ে দুঃখ নিবেদন করিবার প্রত্যক্ষ ফল, সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কহিল, "বাড়ী ত খালি রয়েচে, আমরা এ বেলা থেকেই থাকব, বনমালী দা।"

বনমালী কহিল, "তা' থেকো মা। কিন্তু বাবু একবার বাড়ীটে দেখে গেলে হ'ত না?"

কি উত্তর দিবে সুশীলা প্রথমটা তা' ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্বামী যে না বলিয়া কহিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ কথা শুনিলে হয় ত বনমালীও অন্য পাঁচ জনের মত তাহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসিবে, তাহাদের বাড়ীতে স্থান দিবে না। তাই সে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে কহিল, 'মা, তুমিই ত পথ দেখিয়ে এখানে এনেছ। তুমি ত সবই জান মা। অভাগিনীকে ক্ষমা কর।' তবুও সে কথাটা বলিতে সুশীলা প্রথমটায় ইতস্ততঃ করিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "উনি পশ্চিমে গেছেন, ফিরতে কিছু দিন দেরী হবে। ও বাড়ীতে একলা থাকতে আমাদের কেমন ভয়-ভয় কচ্ছে।"

বনমালী কহিল, "তা ত করবারই কথা। এখানে, মা, আমি তোমাদের সব সময় দেখতে পাব। তোমাদের কোন

অসুবিধে হবে না। আমি সব পরিষ্কার করেই রেখেছি, তোমরা যখন ইচ্ছে আসতে পারব।"

সুশীলা কহিল, "গেল মাস আর এ মাসের ক'টা দিনের ভাড়া দিতে হ'বে ত, টাকা আমার কাছেই আছে। তুমি গিয়ে বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে এসো, বনমালী দা।"

বনমালী তাহার বালক ভৃত্যটীকে দোকানে বসাইয়া রাখিয়া সুশীলার অনুগমন করিল। সুশীলাদের গলির মোড় পার হইতেই তারকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনা গেল, 'পালালো না কি? অনেকগুলি টাকা যে আমার মারা যায়।' তারকের সঙ্গে আরো চার পাঁচ জন সঙ্গী ছিল। তাহাদের একজন সুশীলা ও নির্ম্মলাকে উদ্দেশ করিয়া এমন কথা বলিল, যাহা শুনিয়া সুশীলার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বনমালী কহিল, "ওরা সব ঐ রকম চরিত্রেরই লোক, ওদের কথায় তুমি কান দিও না, মা।"

এমন সময় তারকের দৃষ্টি তাহাদের দিকে পড়িল। সে কহিল, "পালায় নি, ঐ যে আসচে।"

বনমালী অগ্রসর হইয়া কহিল, "আপনারা একটু সরে দাঁড়ান। তারকবাবু, আপনার ভাড়া মারা যাবে না, ভয় নেই, আপনার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ওরা এখনই এ বাড়ী থেকে উঠে যাবেন! মা'রা আসতে পাচ্ছেন না, আপনারা তবু দাঁড়িয়ে রইলেন!"

তারকও তাহার সঙ্গিগণ কিছু না বলিয়া খানিকটা সরিয়া

দাঁড়াইল। সুশীলা কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া তালা খুলিয়া নির্ম্মলাকে লইয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া বনমালীর হাতে দিয়া কহিল, "এই পঁচিশটা টাকা ওকে দিও। পনর টাকা বাড়ী ভাড়া, আর বাকি জিনিসের দাম।"

টাকা ও টাকার হিসাব বুঝিয়া পাইয়া, কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গীদের লইয়া, তারক সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বনমালী কহিল, "মা, আমি গাড়ী নিয়ে আসি। তাহ'লে জিনিষ-পত্তর সব এক সঙ্গে যাবে।"

খানিক পরে গাড়ীতে জিনিষ-পত্র তোলা হইলে বনমালী কহিল, "দেখে আসি, কিছু পড়ে রইল না কি, মা।" এ ঘর সে ঘর দেখিয়া বনমালী ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিল, "চাল, দাল, তরিতরকারী কিছু যে পড়ে রয়েছে, মা!"

সুশীলা কহিল "ও আমি ফেলে রেখে এসেছি, বনমালী ও থাক্।"

বনমালী আর কিছু না বলিয়া কোচ্‌বাক্সে যাইয়া উঠিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুশীলা এতক্ষণ অতিকষ্টে চোখের জল রোধ করিয়াছিল, আর তাহা বাধা মানিল না। নির্ম্মলাও কাঁদিতে লাগিল, এ গৃহ যে তাহাদের নিকট আনন্দ-নিকেতন ছিল, এ গৃহ ছাড়িয়া যাইতে তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু খুকীর আর আনন্দ ধরে না। সে মায়ের মুখ ধরিয়া টানিতেছিল আর বলিতেছিল "মা দেখ, দেখ।"

দোকানের পিছনেই বনমালীর বাড়ী। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। নির্ম্মলা ও সুশীলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া স্থির হইয়া বসিল। খুকী জননীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, বাবা?"

সুশীলা কম্পিত হস্তে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বনমালীর গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়া সুশীলা বারংবার মা কালীর উদ্দেশে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

এটা ওটা এমন কি থালা ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বেঁচিয়া বনমালীকে নিয়মিত ভাড়া দিয়া সুশীলাদের কোন রকমে তিনটা মাস কাটিয়া গেল। যখন বিক্রয় করিবার আর কিছুই রহিল না এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের বাকী যাহা হাতে ছিল, তাহাতে আর দুইটা দিন চলিলেও চলিতে পারে, তখন রাত্রে সুশীলা নির্ম্মলাকে কহিল, "ভাই নীলা, কালীঘাট কিন্তু বেশ জায়গা, এখানে ভিক্ষে করেও অনেকের দিন চলে। আমি দেখেছি, কত ভদ্রঘরের সধবা-বিধবারাও এখানে ভিক্ষে করে।"

কেন যে তাহার দিদি আজ এই কথা উত্থাপন করিল, তাহা বুঝিতে নির্ম্মলার বিলম্ব হইল না, সে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

সুশীলা কহিল, "তাতে আর লজ্জা কি, ভাই নীলা? ছেলেমেয়ে ভাই-বোনদের খাইয়ে বাঁচাতে হবে ত?"

নির্ম্মলা বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিল, "তুমি কি ক'রে লোকের কাছে হাত পেতে দাঁড়াবে দিদি?"

সুশীলা আজ কিছুতেই কাঁদিবে না স্থির করিয়াছিল; সে জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "তুই ত সব জানিস্, নীলা; আমাদের যে আর কোন উপায় নেই ভাই।"

নির্ম্মলা সবই ত জানে! চোখ মুছিয়া সে কহিল, "তা হ'লে কাল সকালেই আমি ভিক্ষেয় বেরুব দিদি।"

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সুশীলা তাহার সঙ্কল্প বজায় রাখিতে পারিল না। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া তাহার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। দুই হাতে নির্ম্মলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে কহিল, "ওরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ও কথা তুই মুখে আনিস্‌নি, নীলা। আমি বেঁচে থাকতে তোকে কিছুতেই ভিক্ষে কর্‌তে পাঠাতে পার্‌ব না।"

নির্ম্মলা দিদির মুখের দিকে জলভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুমিই ত বল্‌ছিলে, দিদি, ওতে কিছু লজ্জা নেই। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বারণ করো না, দিদি।"

সুশীলা অনেক বুঝাইল, অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু নির্ম্মলাকে কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে স্থির হইল, দুই ভগিনী পালা করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে।

পরদিন কম্পিত পদে, স্পন্দিতবক্ষে সুশীলা ভিক্ষা করিবার জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সমবয়সী তাহারই মত কপালে সিঁদূর ও হাতে শাঁখাপরা মেয়েদের ভিক্ষা করিতে দেখিয়া সুশীলা মনে করিয়াছিল, ভিক্ষা করার মধ্যে কোন অপমান বা গ্লানি নাই এবং কাজটা অতি সহজ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া

যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সে গৃহে ফিরিল, তাহাতে সে নিজের ভুল স্পষ্ট বুঝিল। সমব্যবসায়ীরা নূতন লোককে ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সুশীলাকে ধাক্কা মারিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। সুশীলা সামলাইতে না পারিয়া যাত্রীদের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়া গালি খাইয়াছে, তাহাও সুশীলা সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু সমব্যবসায়ীর দল এবং ভদ্রবেশধারী কয়েক জন যুবক তাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ ও ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তাহা সুশীলার হৃদয়ে শূলের মত বাজিয়াছে। তাই গৃহে পৌঁছিয়াই নির্ম্মলাকে দেখিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিল, "ওরে নীলা, তোকে কিছুতেই আমি ওদের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারব না রে।"

"কি হয়েছে দিদি, কেন যেতে দেবে না দিদি," নির্ম্মলার এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সুশীলা কহিল,"যদি তুই না খেয়ে মরিস্, খুকী না খেয়ে মরে, তবুও আমি কিছুতেই তোকে ভিক্ষেয় বেরুতে দেব না। তুই আর কোন কথা আমায় জিজ্ঞেস করিস্‌নে।"

নির্ম্মলা এখন অনেক কথা বুঝিতে শিখিয়াছিল, তাই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পর দিন সুশীলা ভিক্ষা করিবার জন্য বাহির হইল না সত্য, কিন্তু দুই দিন পরে চোখের উপর তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভগিনী ও শিশুকন্যাটী অনাহারে শুকাইয়া মরিবে, তাহা দেখা অপেক্ষা অপমান, গ্লানি, কদর্য্য ইঙ্গিত সহ্য করিয়া ভিক্ষায় বাহির হওয়াই সে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিল। সুশীলা আবার ভিক্ষায় বাহির হইল। ক্রমে সব সহিয়া যায়, সুশীলারও সহিয়া গেল। "আমি বড় দুঃখী, বাবা, কাঙ্গালের

হাতে একটা পয়সা দাও, মা, কাঙ্গালের হাতে একটা পয়সা দাও" বলিয়া সুশীলা এখন যাত্রীদের পিছনে পিছনে বেশ ছুটিতে পারে, তাহার মুখে আর কথা বাধে না, বুকও আর ফাটিয়া যায় না। ভিখারীর দল যখন বুঝিল যে, ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে সুশীলাকে তাড়াইয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব, তখন তাহারাও সুশীলার উপর কুৎসিত গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইল। তবে পরিপাটী-তেড়িকাটা ও লম্বা-পাঞ্জাবী-আঁটা তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলেদের কুৎসিত ইঙ্গিত ও অকস্মাৎ দেহের উপর পতন ও সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাস্যের আঘাত প্রায় প্রতিদিনই সুশীলাকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমে সারমেয়ের স্পর্শ ও চীৎকার মনে করিয়া সে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না। এমনি করিয়া সুশীলার দিন চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক মাসেরও উপর কাটিয়া গেল।

[৫]

নরেশ যখন সরোজিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না। বিবাহের পর হইতে তাঁহার অবস্থার ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মী যখন কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন এতটুকু কার্পণ্য করেন না। অর্থ যখন একবার আসিতে আরম্ভ করে, তখন কোন্ দিক্

দিয়া, কেমন করিয়া আসে, তাহা কেহই ভাবিয়া পায় না। নরেশেরও তাহাই হইল। যে দিন তিনি ভবানীপুরে এক বিঘা জমীর উপর সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুসজ্জিত করিয়া প্রথম গৃহপ্রবেশ করিলেন, সে দিন পত্নীর দিকে চাহিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, "এ সব তোমারই ভাগ্যে।"

সরোজিনী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। সে অনেক দিনের কথা।

নরেশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র যোগেশ এখন বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ পড়িতেছে, এবং তাঁহার একমাত্র কন্যা সুহাসিনীর মাস তিনেক পূর্ব্বে খুব ধূম-ধাম করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুত্রের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু বিবাহে পুত্রের মত নাই জানিয়া তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। নরেশের এক বিধবা ভগিনী ছাড়া তাঁহাদের আপনার বলিবার আর কেহ না থাকিলেও বাড়ীতে খাইবার লোকের অভাব ছিল না। সে দিন বিধবা ননদ, অমলা, সরোজিনীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "বউদি, আজ ক'জনের বেশী চাল দেব, আর ক'জনেরই বা সিধে ঠিক করে রাখ্‌ব। তুমি এতও পার বউদি। রোজ যে কোত্থেকে রাজ্যের লোক জুটিয়ে আন, তা ত আমি বুঝতেই পারিনে।"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, আমিও ত এক দিন ওদের মত অনাথা ছিলাম। ভগবান যখন দয়া করেছেন

তখন পাঁচ জনকে দু'টো খেতে দেওয়ার মত সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে! আমার ত ইচ্ছে হয় পৃথিবীতে যেন কেউ অনাহারে না থাকে। গরীব ভদ্রলোকের ঘরের অনাথাদের যে কি কষ্ট, তা মনে করলে আমার বুক কেঁপে ওঠে।"

অমলা কহিল, "এর চেয়ে বড় কাজ কিছু নেই তা' আমি বুঝি, বউদি, কিন্তু অনেকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সেই জন্যেই ত আমার রাগ হয়।"

সরোজিনী কহিলেন, "তা' সত্যি কথা ঠাকুরঝি। দেওয়া-থোয়ার ভার ত সবই তোমার ওপর; তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তুমি ঠকিয়ে নিতে দেবে কেন?"

অমলা প্রসন্নমুখে কহিল, "ঐ ত তুমি আমায় মুস্কিলে ফেল বউদি। কার সত্যি অভাব, কার নয় তা' বোঝা কি সহজ, বউদি?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তা' হ'লে আর কি করবে ঠাকুরঝি, সবাইকেই দিতে হবে।"

অমলা কহিল, "সেই জন্যেই ত চুপ করে থাকি, বউদি। তোমার ঐ কুড়োন মেয়েটা আবার সবাইর ওপর দিয়ে চলে। কারু পাতে এতটুকু কম জিনিষ পড়বার উপায় নেই, কাউকে ভুলে এক মুটো কম চাল দেবার জো নেই। অমনি পিসি মা বলে ছুটে আসবে।"

এমন সময় বিভা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মা কালীঘাটে যাবে না? আমায় কিন্তু আজ নিয়ে যেতে হবে।"

সরোজিনী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "আজ যে বড্ড ভিড় হ'বে, মা।"

বিভা কহিল, "তা' হোক্। তুমি কষ্ট সহ্য করতে পারবে আমি বুঝি পারব না, মা? আমি বাবাকে বলে আসি।" এই বলিয়া আবার ছুটিতে ছুটিতে বিভা বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

অমলা কহিল, "আচ্ছা বউদি, তুমি মেয়েটাকে কিছু বলবে না? ওর বয়েস ত কম হ'ল না, চৌদ্দ বছর পার হ'য়ে পনেরয় পড়েছে, দেখতেও ত ছোট খাটো নেই! বয়সের চেয়ে ওকে ঢের বড় দেখায়। এখনও অমনি ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে?"

সরোজিনী হাসিয়া বলিলেন, "ছেলে মানুষ! যে দু'দিন পারে, হেসে খেলে বেড়াক্। সংসারের চাপ পড়লে তখন আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অমলা এ উত্তরে খুসী হইল না, কহিল, "এই ত আমাদের 'হাসি'। সে আর ওর থেকে কত বড়, জোর না হয় ছ' মাসের, কেমন শান্ত শিষ্ট বল দেখি! এই ত ওর তিন মাস বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কেমন গিন্নী-বান্নী হয়ে গেছে।"

সরোজিনী কহিলেন, "সবাইর স্বভাব কি এক রকম হয়?"

অমলা কহিল, "না বউদি, ওকে শাসন করা দরকার।"

সরোজিনী হাসিমুখে কহিলেন, "শাসন করতেও তুমি, আদর দিতেও তুমি। আমায় তা' জিজ্ঞেস কর কেন ঠাকুর-

ঝি? আমি কি সংসারের কোন কাজ পারি ঠাকুরঝি? তুমি ভার নিয়ে আছ তাই সংসারটা রয়েছে।"

অমলা উজ্জ্বলমুখে কহিল, "না বউদি, তোমার সঙ্গে আর পারি না। ওকে কি শাসন করবার জো আছে! ধমক দিতে গেলে এমনি করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে, মুখে আমার কথাই বেরোয় না। যাই, কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল, বউদি।"

একবার সরোজিনী কাশী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহার ঠিক পাশের বাড়ীতেই বিভার মা থাকিত। সরোজিনীর চরিত্রের মধ্যে প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি অতি সহজে পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেন। চিরদুঃখী বিভার জননী অতি অল্প দিনের মধ্যে সরোজিনীর আপনার জন হইয়া পড়িল। বিভার জন্মের পর হইতে তাহার জননী সূতিকায় ভুগিতেছিল এবং সেই ব্যাধি লইয়াই তাহাকে গৃহের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। তাহাকে ঔষধ আনিয়া খাওয়াইবে বা যত্ন করিবে এমন আত্মীয়-পরিজন কেহ ছিল না। প্রতিবেশীমহলে বিভার জননীর অখ্যাতি ছিল এবং সেই অখ্যাতি যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা বলা যায় না। একদিন সরোজিনীকে তাহার বাড়ী যাইতে দেখিয়া একজন প্রতিবেশিনী কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, কিন্তু সরোজিনী সে কথা একেবারেই কানে তুলিলেন না। তিনি ভাল কবিরাজ আনাইয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না, মাস তিনেক পরে বিভার জননী পরলোকে চলিয়া গেল। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে অভাগিনী তাহার জীবনের অপবিত্র কাহিনী অকপটে সরোজিনীর নিকট ব্যক্ত করিল এবং বিভাকে সরোজিনীর হাতে সঁপিয়া দিল। সেই হইতে বিভাকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেছেন। তিনি এবং তাঁহার স্বামী ছাড়া বিভার জন্মের কাহিনী আর কেহ জানিত না। এমন কি, আজ পর্য্যন্ত অমলার নিকটেও সে-কথা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।

সে দিন বেলা দশটার সময় সরোজিনী অমলা ও বিভাকে সঙ্গে লইয়া মোটরে করিয়া কালীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশ তাঁহাদের সাথী হইয়া গিয়াছিল। খুব ভিড়, সে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু বেশী অর্থব্যয় করিতে পারিলে ভিড়ের মধ্যেও কোন রকমে পথ করিয়া লওয়া যায়। নরেশের যিনি পাণ্ডা ছিলেন, সরোজিনী যখনই কালীঘাটে আসিতেন, পাণ্ডা আশাতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাইতেন। তাই, সরোজিনীর আগমন-সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি তিন চারি জন বলিষ্ঠ অনুচর সহ সরোজিনীর মোটরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন।

পিছনে এবং দুই পাশে অনুচরদের মোতায়েন করিয়া নিজে সম্মুখে থাকিয়া হাঁক্ ডাক্ করিয়া লোক সরাইয়া পথ করিয়া স্নানের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং স্নানের পর তেম্‌নি ভাবে তাঁহাদের লইয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভিখারীর দল চারিদিক হইতে তাঁহাদের ঘেরিয়া ধরিল। সুশীলাও সেই দলের মাঝখানে

ছিল, সে কিছুতেই সরোজিনীর নিকটে আসিতে পারিতেছিল না, কোন রকমে ভিড়ের মধ্যে হাতটা উঁচু করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "মা, আমি বড় কাঙ্গাল,—" আর কিছু সে বলিতে পারিল না। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য হইতে একটা আর্ত্ত স্বর শুনা গেল, 'মা গো।'

সেই দিকে চাহিয়া সরোজিনী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যোগেশ, মেয়েটা বুঝি মারা গেল।"

যোগেশ চাহিয়া দেখিল, ভিড়ের পেষণে একটী যুবতীর দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে এবং তাহার মুখখানি মড়ার মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যোগেশ তৎক্ষণাৎ ভিখারীর দল ঠেলিয়া সেই মুমূর্ষু পতনোন্মুখী সুশীলাকে ধরিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঠাকুরমশাই, শীগ্‌গির জল আনুন!"

ঠাকুর মহাশয় কোনরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, ছোট বাবু। এই ত আমার দোকান, আমরা নিয়ে যাচ্ছি ওকে ধরাধরি ক'রে।"

সুশীলাকে ধরাধরি করিয়া পাণ্ডার আড্ডায় লইয়া যাওয়া হইল। সরোজিনী অমলা ও বিভাকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুশীলার অচৈতন্য দেহ মেঝের উপর শোয়ান রহিয়াছে। সরোজিনী অন্য সকলকে সরাইয়া দিয়া নিজেই শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া, পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে ঠাকুর মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়েটার সঙ্গে লোক জন কেউ নেই?"

ঠাকুর মশাই কহিলেন, "ওর আর সঙ্গে কে থাকবে মা? ও ত রোজই এখানে ভিক্ষে করে। এই কাছেই ও থাকে।"

সরোজিনী বেদনাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "এখনো ত জ্ঞান হ'ল না! ওর বাড়ী ত আপনি চেনেন বল্লেন! সেখানে একবার খবর পাঠিয়ে দিন।"

ঠাকুর মশাই কহিলেন, "আমি নিজেই যাচ্ছি, বনমালীকে খবর দিয়ে আস্‌চি।"

সরোজিনী অমলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঠাকুরঝি, আর একটু জলের ছিটে দাও। আহা! মেয়েটী দেখচি সধবা। নিশ্চয়ই খুব কষ্টে পড়েছে, না হ'লে এই ভিড়ের মধ্যে ভিক্ষে করতে বার হয়!"

এমন সময় সুশীলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে কোথায়, কি ভাবে পড়িয়া আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইল সে বুঝি এখনও ভিখারিণীদের দলের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছে। তাই সে ক্ষীণকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল, "আমি বড় দুঃখিনী, কাঙ্গালকে একটা পয়সা দাও মা।" এই বলিয়া সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই সরোজিনী তাড়াতাড়ি নিজের চোখের জল মুছিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "উঠো না মা।"

সুশীলা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল। তার পর এদিক ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে নিজের অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করিল। এমন সময় নির্ম্মলা খুকীকে

কোলে লইয়া বনমালীর সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। সুশীলার শিয়রে বসিয়া পড়িয়া সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

ঠাকুর মশাই সরোজিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এটি ওর ছোট বোন্, আর, ঐটি ওর মেয়ে।"

তাহাদের দিকে চাহিয়া সরোজিনীর পরদুঃখকাতর কোমল-হৃদয় স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

সুশীলা তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

ঠাকুর মশাই কহিলেন, "আজ এই মা'র দয়ায় বেঁচে গেলে!"

সুশীলা সরোজিনীর পায়ের ধূলা লইতে হাত বাড়াইতেই, তিনি তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "হয়েছে, থাক্ মা।"

সুশীলা নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "নীলা, তুই খুকীকে নিয়ে বাড়ী যা।"

নির্ম্মলা অতি মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমিও বাড়ী চল!"

সুশীলা কহিল, "আমি বেশ সেরে গেছি। এখন ভিক্ষে করতে পারব।"

এত লোকের সম্মুখে নির্ম্মলা আর বেশী জেদ্ করিতে পারিল না; চুপ করিয়া রহিল।

পাইবার উপায় নাই; কহিলেন, "কেউ যে সুখী হয় না বা হয় নি, এমন কথা ত আমি বল্‌তে পারি না বাবা।"

বিজন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "কেমন এই বার হেরে গেছ ত?"

যোগেশ পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহে, সে বলিয়া উঠিল, "হারটা হ'ল কিসে, শুনি? এমন এক আধ জন লোক হয় ত সুখী হ'লেও হতে পারে, কিন্তু এক আধ জন লোক নিয়ে ত আর সমাজ নয়?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "এ তর্কের তোমাদের কোন দিন শেষ হয় নি, আজও হবে না। ঠাকুরঝি কখন্ থেকে খাবার নিয়ে বসে আছে, কারু কি ক্ষিধেও পায় না? নে যোগেশ, খাবি চল। বিজন, তোমার ছাত্রীটি এতক্ষণ যে রাগে ফুল্‌ছে।"

সেদিনকার মত তর্ক এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল। জল-যোগের পর বিজন ছাত্রীর সন্ধান লইতে গিয়া দেখিল হার-মোনিয়ম বাক্‌সে বন্ধ করিয়া তাহার ছাত্রীটী খাতা পেন্সিল লইয়া খুব মনোযোগের সহিত কি লিখিতেছে। বিজনের পদ-শব্দ শুনিয়া বিভার মনোযোগের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল এবং হাতের পেন্সিল খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। বিজন বুঝিল বিলম্বহেতু বিভার রাগ হইয়াছে। সে হাসিয়া কহিল, "তা' হ'লে আজও কিন্তু গান শেখা বন্ধ রইল।"

এবারও বিভা মুখ তুলিল না। তবে তাহার পেন্সিলের

গতি অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল। সে কোন উত্তর না দিয়া একই জায়গায় আঁচড় কাটিতে লাগিল।

বিজন তাহা লক্ষ্য করিয়া তেম্‌নি হাসিয়া কহিল, "তা' হ'লে আমি চল্লাম।"

বিভা লেখা বন্ধ করিয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, "বেশ ত যান না; আমিও নতুন মাষ্টার ঠিক করেছি।"

বিজন কহিল, "তা' হ'লে আজ থেকে আমার ছুটি ত?"

এমন সময় যোগেশ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "কিসের ছুটি হে?"

বিজন হাসিয়া কহিল, "বিভার নতুন মাষ্টার ঠিক হয়েছে যে! আমায় আর গান শেখাতে হবে না, বাঁচা গেল!"

বিভা গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা' হ'লে আপনাকে একটা দায় থেকে উদ্ধার করলাম বলুন? দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে, বিজন বাবু কিন্তু ইচ্ছে করে কাজ ছেড়ে দিলেন।"

বিজন কহিল, "যোগেশ, তুমি আমারও সাক্ষী রইলে, বিভা আমায় বরখাস্ত করেছে।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "বাঃ, একজন বুঝি আবার দু'পক্ষে সাক্ষী দেয়? বিভা, আমি তোর হ'য়ে সাক্ষী দেব।"

বিজন কহিল, "তা' দিও। তা' হ'লেও দেখো আমি জিতে যাব। আচ্ছা, বিভা, তোমার নতুন মাষ্টারটী কে, শুনি?"

বিভা দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "কেন, যামিনী বাবু।"

বিজন সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। যামিনীকে সে কিছুতেই

সহ্য করিতে পারে না। এই যামিনী যে এ বাড়ীতে যাতায়াত করে, এটা বিজন একেবারেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও কোন উপায় নাই। তাহার দাদার বিবাহের পর হইতেই ত তাহার সহিত এ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। আর এই যামিনী যোগেশরই প্রতিবাসী ; ছেলেবেলা হইতে এই গৃহে যাতায়াত করিতেছে। এ গৃহের সকলেই যামিনীকে যথোচিত সমাদর করে। তবে, সে সমাদরের মধ্যে যে বিশেষ অন্তরঙ্গতা আছে, তাহা ত বিজনের কোন দিন মনে হইত না। বরং বিভা যে যামিনীকে একেবারেই প্রীতির চক্ষে দেখে না, ইহাই বিজনের বরাবরের ধারণা ছিল। আজ বিভা সেই যামিনীর কাছে গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

সরোজিনী কক্ষমধ্যে আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কিরে, আজ যে দেখছি তোদের সাড়াশব্দই নেই। আমি যে গান শুনতে এলাম।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "বিভার রাগ হয়েছে, সে আর বিজনের কাছে গান শিখবে না মা।"

সরোজিনী বিজনের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বিভা বুঝি এর মধ্যে গানে খুব পণ্ডিত হয়ে গেছে যে আর শেখবার দরকার নেই।"

বিভা কহিল, "তা' কেন মা? যামিনী বাবু বলেছেন কাল থেকে তিনি আমায় গান শেখাবেন।"

সরোজিনী তেমনিভাবে হাসিয়া কহিলেন, "ও হরি, তবেই হয়েছে! সে নিজেই গাইতে জানে না, আবার আর একজনকে গান শেখাবে।"

বিভা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "যামিনী বাবুর গলাটা মোটা, কিন্তু সুর টুর বেশ। তা' ছাড়া তিনি নিজেও বেশ ভাল গান বাঁধ্‌তে জানেন। আমাকে একটা গান লিখে দিয়ে মুখস্থ করতে বলে গেছেন।"

বিজন সরোজিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি তা' হ'লে আজ যাই।"

সরোজিনী কহিলেন, "না খেয়ে কি যাওয়া হয় বাবা?"

বিজন কহিল, "খেয়ে যেতে হ'লে ট্রাম্‌ পাব না মা। তা' ছাড়া খাওয়ার কি আর জায়গা আছে? যা খাবার খেয়েছি রাত্রে আর খেতেই হবে না। আমি চল্লাম, মা।" এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিভা সরোজিনীর আরো নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমাকে গান শেখাতে গিয়ে বিজন বাবুর ফিরতে কত রাত হয় বল দেখি মা! তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো, মা, আমি তাঁর উপর রাগ করিনি।"

সরোজিনী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "তুই ভারি দুষ্টু, বিভা। কুটুমের ছেলের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করতে হয়।"

এমন সময় অমলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিয়া

উঠিল, "বুড়ো মেয়েকে আবার কোলে ক'রে আদর করা হচ্ছে যে, বউদি ?"

বিভা সরোজিনীর বুক হইতে মুখ তুলিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাঃ! পিসি মা, তুমি বেশ ত। আমি যে মার ছোট মেয়ে। আমি আবার বুড়ো কোন্ খানটায় ? মা আমায় কোলে নেবে না ?"

অমলা কহিল, "তুই হলি কি রে বিভা, তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি হ'বে না ? কার ঘরে পড়বি তার ঠিক আছে !"

বিভা সরোজিনীর গলা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া অমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমি কোথাও যাব না পিসি মা, তোমার কাছে থাক্‌ব।"

অমলা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, "না বাপু, তোর সঙ্গে আমি আর পারব না; এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি।"

সরোজিনী হাসিতে লাগিলেন, তারপর কহিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, ভাই।"

অমলা ঠাট্টা করিয়া কহিল, "কালীঘাটের সেই ভিখিরী মেয়েটাকে বুঝি মাসোহরা পাঠা'তে হ'বে বউদি ?"

সরোজিনী উজ্জ্বলমুখে কহিলেন, "তা' নয়, ঠাকুরঝি। তবে মেয়ে দু'টীর জন্যে সত্যি আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। ভদ্দর লোকের মেয়েরা কি সহজে ভিক্ষে করতে পারে, ঠাকুরঝি ?"

অমলা তাহার বউদিদিকে ভাল রকমেই চিনিত। তাই

তাঁহার ইচ্ছাটা কি তাহা অনুমান করিয়া কহিল, "অর্থাৎ তাদের এখানে এনে রাখতে চাও, এই ত বউদি ?"

এমন সময় নরেশ বাবু, কি কারণে, সরোজিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সরোজিনী যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি এসে তোমার এ কথার জবাব দেব ঠাকুরঝি।"

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া সরোজিনী কহিলেন, "তুমি মুখে যাই বল না কেন ঠাকুরঝি, তোমার মনটা জানতে ত আমার বাকী নেই। আমি ঠিক বলতে পারি, ঠাকুরঝি, তুমি কালীঘাট থেকে ফিরে আসা অবধি সেই মেয়ে দু'টীর কথাই কেবল ভাব্চ।"

অমলার চিত্ত বিগলিত হইয়া সমস্ত মুখ-চোখ আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া গেল। সরোজিনী কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেখ, ঠাকুরঝি, আমাদের এত বড় বাড়ী, কত ঘরই ত খালি পড়ে রয়েছে। তারা দু'টো মেয়ে এসে যদি থাকে, তাতে আর আমাদের কি এমন অসুবিধে হবে ? তা' ছাড়া ঝি চাকর দিয়ে ত তোমার এতটুকু পরিশ্রমেরও লাঘব হয় না, আমি ত কাজেরই বাইরে। ও দু'টো মেয়ে যদি তোমার কাছে থাকে, তা' হ'লে তোমার কত সাহায্য হ'বে ঠাকুরঝি! আমি তাদের সে কথা বলেছি।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "তুমি যখনই তাদের খোঁজ নিতে গেছ বউদি, তখনই আমি বুঝেছি এ রকম একটা কিছু মতলব

ক'রেই তুমি গেছ। সত্যি বউদি, মেয়ে দু'টীকে দেখলে ভারি দুঃখ হয়। তবে তাদের আনবার আগে একবার ভাল ক'রে খোঁজ নেওয়া দরকার।"

বিভা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "কাল সকালেই তাদের নিয়ে এস মা, আমার একজন খেলার সাথী হ'বে।"

অমলা কহিল, "তুই আর কতকাল আইবুড় থাক্‌বি, শ্বশুর বাড়ী যেতে হ'বে না?"

বিভা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা বুঝি তুমি জান না, পিসি মা? আমি লেখা-পড়া শিখব, গান-বাজনা শিখব, মার কাছে থাক্‌ব, আমি আবার কোথায় যাব, পিসি মা?"

অমলার বিস্ময়াভিভূত মুখের দিকে চাহিয়া সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "বিভা যদি শ্বশুর বাড়ী চলে যায়, তা' হ'লে আমি কাকে নিয়ে থাকব, ঠাকুরঝি?"

অমলা গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি অবাক কল্লে বউদি, এমন কথাও ত কোথাও শুনিনি। হিন্দুর মেয়ে চিরকাল আইবুড় থাকবে!"

সরোজিনী কহিলেন, "তা' থাকলেই বা ঠাকুরঝি, তাতে দোষ কি? অন্য সমাজের মেয়েরা যদি আইবুড় থাক্‌তে পারে, তা' হ'লে আমাদের সমাজের মেয়েরা থাকতে পারবে না কেন?"

অমলা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ও তোমার খৃষ্টানী মত,

বউদি, ও কিছুতেই চলবে না। মাঘ ফাল্গুনে বিভার বিয়ে দিতেই হবে।"

এমন সময় বাহিরে নরেশের চটীজুতার শব্দ শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নরেশ কক্ষ-মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অমলা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দাদা, তোমরা কি বিভার বিয়ে দেবে না ব'লে ঠিক করেছ ?"

নরেশ হাসিয়া কহিলেন, "আমি ত কিছুই ঠিক করিনি !"

বিভা তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অমলা কহিল, "তুমি বুঝি শোননি দাদা, বউদি যে বিভাকে আইবুড় ক'রে রাখতে চায় ?"

নরেশ কহিলেন, "আমি আর কি ক'রে শুনব, বল ? তোর বউদি আমায় কিছু বলে, না আমার মতের অপেক্ষা রাখে ?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তুমি ত বেশ মিথ্যেবাদী যা' হোক্। বোনের কাছে অমনি আমার নামে দোষ দিচ্ছ। তোমার অমতে কোন কাজ করবার কি আমার যো আছে ?" নরেশ কি বলিতে যাইতেছিলেন, সরোজিনী বাধা দিয়া কহিলেন, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, খেতে যেতে হ'বে না ?"

অমলা কহিল, "দাদা, তুমি আর একটা কথা শোননি বুঝি ? বউদি যে বাড়ীতে অনাথ-আশ্রম খুলছে।"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তুমি ত কম লোক নও, ঠাকুরঝি ? কেবল ঝগড়া বাধাবার মতলব। বেশ ত দাদার কাছে যত পার লাগাও, আমি চল্লাম।" এই বলিয়া সরোজিনী

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নরেশ কহিলেন, "কে একটী ভদ্রলোকের বউ না-কি খেতে না পেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে, শুন্‌লে ভারি কষ্ট হয়, না রে অমলা ?"

অমলা কহিল, "কষ্ট আবার হয় না দাদা ! আমার ইচ্ছে ছিল, তাদের বাড়ীতে না এনে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা।"

নরেশ কহিলেন, "বেশ ত তোর বৌদিদির সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে যা হয় স্থির করিস্।"

অমলা কহিল, "তাই যাচ্ছি দাদা, বৌদিদিকে একবার বলে দেখি। কিন্তু বৌদিদির তাদের ওপর যে রকম মন পড়েচে, তাকে কি ফেরান যাবে !"

পরদিন সরোজিনী নিজে গিয়া সুশীলা ও নির্ম্মলাকে কালী-ঘাটের পর্ণকুটীর হইতে তাঁহার বাড়ী লইয়া আসিলেন। বহু-দাস-দাসী-পরিবৃত প্রকাণ্ড গৃহের সাজসজ্জা দেখিয়া দুই ভগিনী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। যাহারা কালীঘাটের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, পর্ণকুটীরে মাথা গুঁজিয়া থাকিত, তাহারা যে এত বড় বাড়ীতে আশ্রয় পাইবে, ইহা যে তাহাদের কল্পনারও অতীত ছিল। দুই জনেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। এ সৌভাগ্য কি তাহাদের সহ্য হইবে ? উভয় ভগিনীর মন আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল। খুকী একবার মায়ের দিকে, একবার বাড়ীর এদিক ওদিক, চঞ্চল-সকৌতুক দৃষ্টিপাত

করিতে করিতে সরোজিনীর দিকে চাহিতেই তিনি তাহাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। খুকী তাড়াতাড়ি মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইল।

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "খুকুমণি, আমি যে তোর দিদি রে।"

খুকী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, দিদি ?"

সুশীলা আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "দিদি। যাও, কোলে যাও।"

খুকী আর একবার সরোজিনীর মুখের দিকে চাহিল। তিনি হাত বাড়াইতেই খুকী তাঁহার কোলের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি মুখচুম্বন করিলেন। 'ভারি লক্ষ্মী মেয়ে ত।'

এমন সময় অমলা ও বিভা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। অমলা কহিল, "দেখলে বউদি, বিভা চুল বাঁধতে বাঁধতে ছুটে এল। এত করে বল্লাম, ফিতেটা জড়িয়ে দি, কিছুতেই শুনলে না। বল্লে দিদিরা এসেছে।"

সরোজিনী সুশীলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ইনি তোমাদের পিসি মা।"

প্রথমে সুশীলা, পরে নির্ম্মলা গলায় আঁচল দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িয়া অমলার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিভা উভয়ের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল।

সন্ধ্যার পর সুশীলা অমলার কাছে বসিয়া তরকারী কুটিতে-ছিল। বিভা নির্ম্মলাকে লইয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যামিনী হারমনিয়মের সম্মুখে বসিয়া আছে। নির্ম্মলা জড়সড় হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বিভা যামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে একলা গান শেখালে হ'বে না যামিনী বাবু, নীলাদিদিকেও শেখাতে হ'বে।"

যামিনী নির্ম্মলার লজ্জারুণ মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কৈ একে ত এ বাড়ীতে আগে কোন দিন দেখিনি ?"

বিভা কহিল, "এরা যে কালীঘাটে থাকত, আগে দেখবেন কোথেকে ? আজ এখানে এসেছে। এইবার থেকে এখানেই থাকবে, কালীঘাটে আর যাবে না।"

যামিনী কহিল, "তা' বেশ ত, উনি যদি শিখতে চান, শেখাব। হ্যাঁ বিভা, বিজন বাবু খুব রাগ করেছেন, না ?"

বিভা কহিল, "রাগ করবেন কেন, বিজন বাবু শুধু শুধু কারুর ওপর রাগ করেন না।" এই বলিয়া বিভা ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল নির্ম্মলা কক্ষ হইতে কখন্ চলিয়া গিয়াছে। যামিনীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ রে, নীলাদি এর মধ্যে কখন পালিয়েছে! দাঁড়ান আমি তাকে ধরে আনি।" এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া যেখানে অমলা ও সুশীলা তরকারী কুটিতেছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিভা দেখিল,

নির্ম্মলা তাহার পিসিমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে গিয়াই নির্ম্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি যে বড় পালিয়ে এলে, নীলাদি ?"

অমলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "পালিয়ে আসবে না ত কি করবে ? ও কি যামিনীর কাছে গান শিখবে না কি ? তোর কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কোন দিন হ'বে না ?"

বিভা নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া দিয়া অমলার পায়ে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি, পিসি মা, তুমি বল্লেই নীলা দিদি যাবে।"

অমলা সস্নেহে বিভার হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "নে আর জ্বালাস্ নে, আমি অমন কথা কখ্খনো বলতে পারব না।"

বিভা রাগ করিয়া কহিল, "আমি একলা কিছুতেই গান শিখতে যাব না।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "ভালই ত। হিন্দুর মেয়ের গান শেখ্বার এত দরকার কি লা ?"

বিভা কহিল, "আমি কি গান শিখতে চেয়েছিলাম না কি ? মা-ই ত বল্লে গান শিখতে। তোমার নাম করে আমি যামিনীবাবুকে তা' হ'লে বলে আসি যে, আমি আর গান শিখব না।" এই বলিয়া বিভা সে স্থান ত্যাগ করিয়া যামিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি আর গান শিখব না যামিনীবাবু।"

যামিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এর মধ্যে মত বদ্‌লে গেল যে ?"

বিভা কহিল, "পিসি মা বল্লে যে,: হিন্দুর মেয়ের গান শিখে কি হ'বে ?"

যামিনী হাসিয়া কহিল, "পিসিমার ওপর রাগ করা হয়েছে বুঝি ? বেশ, রাগ থামলেই শিখো। আজ তা' হ'লে আমি চল্লাম।"

কক্ষের বাহিরে পা দিতেই যামিনী যোগেশ ও বিজনকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ কহিল, "কিহে যামিনী এর মধ্যে গান শেখান হ'য়ে গেল ?"

যামিনী কহিল, "তোমার বোন্‌টী যে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, সে আর গান শিখবে না।" তারপর বিজনের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "বোধ করি, আমার কাছে গান শেখার তার ইচ্ছে নেই।"

বিভা কক্ষমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "তা কেন দাদা, আমি যদি আবার গান শিখিই, তা' হ'লে যামিনীবাবুর কাছেই শিখব।" এই বলিয়া বিজনের দিকে চাহিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। যামিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভারি খুসী হইল।

কাল হইতে বিভা কেন যে তাহাকে এই ভাবে আঘাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া বিজনের চিত্ত অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে ত উপযাচক হইয়া বিভাকে গান শিখাইতে আসে নাই। মাতৃসমা সরোজিনীর উপরোধেই সে নিজের পড়া-শুনার ক্ষতি করিয়া বিভাকে গান শিখাইতেছিল,

এই কি তাহার পুরস্কার? যামিনী যেন এতক্ষণ বিজনকে দেখিতে পায় নাই, এমনই ভাবে বিজনের দিকে চাহিয়া ছোট্ট একটী নমস্কার করিয়া কহিল, "এই যে বিজনবাবু! ভাল আছেন? অনেক দিন যে আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?"

বিজন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিল, "আমি ত রোজই সন্ধ্যের পর একবার ক'রে আসি। কৈ আপনাকে ত একদিনও দেখতে পাইনে?"

যামিনী মৃদু হাসিয়া কহিল, "সন্ধ্যের সময় পড়াশুনো একটু করতে হয়, তাই বড় আসতে পারিনে। এই দেখুন না, বিভা আবার ধ'রে বসেছে, গান শেখাতে হ'বে। কি করি, বলুন, এক ঘণ্টা ক'রে না হয় ক্ষতিই হ'বে। এক ঘণ্টা কম ক'রে বেড়ালেই চলবে।"

যোগেশ কহিল, "দেখ যামিনী, বিভা ছেলেমানুষ, তার কথায় যে তুমি পড়া-শুনোর ক্ষতি করবে, এ শুনলে বাবা ভারি রাগ করবেন। হিন্দুঘরের মেয়ে গান না শিখলে তার কোন ক্ষতি হ'বে না। আমার মনে হয় মেয়েদের গান শেখার কোন দরকারই নেই।"

যামিনী কহিল, "ঐটে যোগেশ, তোমার মস্ত বড় একটা ভুল ধারণা। মেয়েদের আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি না, তাদের দাসী বাঁদী ব'লে মনে করি, তাই তাদের কোন রকম শিক্ষার কথা উঠলেই আমরা হা হা ক'রে উঠি।"

তর্কপ্রিয় যোগেশ কহিল, "এ ভাবে কথাটা উড়িয়ে দিলে ত

চলবে না। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরোধীও না, তাদের দাসী বাঁদী বলেও মনে করি না, তাদের অশ্রদ্ধার চোখেও দেখি না। ও কথা তুমি জোর ক'রে বলছ।"

পথশ্রান্ত বিজন তুমুল তর্কের সূচনা দেখিয়া কহিল, "তোমরা তর্ক কর, আমি মার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।"

যোগেশ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাঃ! পালালে চলবে না।"

যামিনী কহিল, "আজ অনেক রাত হ'য়ে যাচ্ছে। আমিও চল্লাম, আর একদিন এসে তর্ক করা যাবে।"

বিজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

যোগেশ প্রায়-প্রত্যহ কলেজের ছুটির পর বিজনদের গৃহে গিয়া সুহাসিনীর সহিত দেখা করিয়া আসিত এবং কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া বিজনকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিত। আজ কলেজে যাইবার সময় সে শুনিয়া গিয়াছিল যে, সেই দুইটী মেয়েকে আনিবার জন্য তাহার জননী কালীঘাটে যাইবেন। কিন্তু সে কথা তাহার একেবারেই মনে ছিল না। তাই, নির্ম্মলার হাত ধরিয়া বিভাকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া যোগেশ হঠাৎ দুই পা পিছাইয়া গেল।

বিভা হাসিয়া কহিল, "এ যে নীলাদিদি!" তারপর নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি যে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হ'য়ে আছ নীলাদিদি? এ যে দাদা। উনি আমার জামাইবাবুর ভাই যে।

নির্ম্মলা কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া উভয়কে নত হইয়া প্রণাম করিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ বুঝিল যে, এ মেয়েটী কালীঘাটের সেই ভিখারিণীরই ছোট বোন! সে দিনকার করুণ দৃশ্য তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। এই মেয়েটীর ঢল্-ঢলে সুন্দর মুখখানি সে দিন গভীর আশঙ্কায় ও বেদনায় পীড়িত হইয়া কিরূপ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, আজ সে তাহাও যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে মনে মনে তাহার করুণাময়ী জননীর উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল।

বিভা কহিল, "নীলা দিদির ভারি লজ্জা, দাদা। গান শিখবে বলে যামিনীবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম, তা' নীলাদিদি কি না সেখান থেকে পালিয়ে গেল।"

গভীর লজ্জায় নির্ম্মলার মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল। যোগেশ কোন উত্তর না দিয়া বিজনকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে যোগেশ কহিল, "বিভাকে বারণ ক'রে দিও মা, সে যেন ঐ মেয়েটীকে যার তার সামনে টেনে নিয়ে না যায়। ওদের যখন তুমি আশ্রয় দিয়েছ মা, তখন ওদের সুবিধে অসুবিধেও ত তোমায় দেখতে হ'বে?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তা দেখতে হ'বে বৈ কি, বাবা। ওরা আসা অবধি বিভা নির্ম্মলাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। এক দণ্ডও কাছ ছাড়া করে না, যেখানে যাবে, সেখানে টেনে নিয়ে যাবে। বিভার গান শিখতে এত আগ্রহ, নির্ম্মলার জন্য গান শেখাই বন্ধ ক'রে দিলে।"

[৭]

এ গৃহে সুশীলার দিনগুলা বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। সরোজিনীর আন্তরিক যত্ন ও স্নেহে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইল না যে, সে পরের গৃহে বাস করিতেছে। তাহার গর্ভধারিণীর যে স্নেহ সে বহুদিন হারাইয়াছে, সেই দুর্লভ আকাঙ্ক্ষিত মাতৃস্নেহ সে সরোজিনীর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পাইল; তাহার মনে হইল, সে যেন তাহার জননীকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে। আহা, বেচারী নির্ম্মলা! জননীর যখন মৃত্যু হয়, সে যে তখন নিতান্ত শিশু ছিল, মাতৃস্নেহ যে কি বস্তু তাহা সে জানিতে পারে নাই। বিমাতাকে মা জানিয়া সে যখন মা মা বলিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইত, বিমাতা তাহাকে গালি দিয়া দূর দূর করিয়া দূরে সরাইয়া দিতেন। তাহার এই নূতন মাকে পাইয়া নির্ম্মলার মনের আনন্দ তাহার মুখে চোখে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া সুশীলার অন্তর গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। খাওয়া-পরা আদর-যত্ন কিছুরই অভাব তাহাদের নাই, বরং তাহার প্রাচুর্য্য এত বেশী যে, সময় সময় সুশীলার আশঙ্কা হইত, বুঝি বা এত সুখ তাহার পোড়া অদৃষ্টে সহিবে না!

সে দিন অপরাহ্নে সুশীলা একাকী নিজের শয়নকক্ষে বসিয়াছিল। তাহার মনটা কেমন হু হু করিতেছিল। ভগিনীর হাত ধরিয়া গৃহত্যাগের পর কালীঘাটের সেই পাঁচ বছরের সুখময় স্মৃতি তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে কেবলই ভাসিয়া উঠিতে-

ছিল। সে দিনগুলি কি আর ফিরিয়া আসিবে? সে যে কত সুখের কল্পনা করিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছিল। সে ত বেশী কিছু চাহে নাই। সে শুধু চাহিয়াছিল, স্বামী-সোহাগিনী হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, একমাত্র ভগিনীকে সুপাত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া সুখী করিতে।

এতদিন নিজের ভগিনী ও কন্যাকে কি করিয়া খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবে অহঃরহঃ এই চিন্তায় সুশীলা অভিভূত ছিল, অন্য কথা ভাবিবার অবসরও তাহার ছিল না। আজ সে' চিন্তার সমাধান হওয়ায় অন্য চিন্তা তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল। বিমান কোথায় গেল, কেন গেল, বার বার এই প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি অপরাধে বিমান তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল! সে ত সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইয়া দেবতার ন্যায় তাহার পূজা করিয়াছে। স্বামীর ভালবাসা ও করুণা ছাড়া আর কিছু ত সে চাহে নাই। বার বার করিয়া সেই কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। একবার সে যদি বিমানের দেখা পায়, একটী বারের জন্য! তাহা হইলে তাহার পায়ে ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ অপরাধে সে তাহাকে এমন কাঙ্গাল করিয়া ফেলিয়া গেল,—তাহার এই নিরপরাধ ভগিনী ও কন্যাকে অকূল পাথারে ভাসাইল, কিন্তু ইহ জন্মে আর কি সে তাহার দর্শন পাইবে? অভাগিনী সে,—সে যে কিছুই আশা করিতে পারে না!

সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীর দয়ার কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি যে তাহাদের কোন পরিচয়ই গ্রহণ করিলেন না। স্বজাতির মেয়ে দুঃখে পড়িয়া ভিক্ষা করিতেছে মাত্র, এই কথা শুনিয়া পরদুঃখকাতর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি নিজে গিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়া আনিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট প্রকৃত পরিচয় গোপন করা কি অন্যায় হয় নাই? সে ত নিজের জন্য কিছু করে নাই, অভাগিনী ভগিনী ও কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াই যে, সে প্রকৃত পরিচয় গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদি এখন কোন কারণে সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে? সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার দেহ-মন যেন কেমন অসাড় হইয়া আসিল! তাহার মনে হইল ভিখারিণীর বেশে সে আবার কালীঘাটের পথে পথে যাত্রীদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা বিরক্তিভরে একটা আধ্‌লা তাহার দেহের উপর ছুঁড়িয়া মারিতেছে, কেহ বা তাহাকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি বর্ষণ করিতেছে। সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, রক্ষে কর, রক্ষে কর। সেই নির্জ্জন কক্ষে নিজের ব্যথিত আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে তাহার লুপ্তপ্রায় বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। খানিকক্ষণ শূন্য মনে সে বসিয়া রহিল। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া সে স্থির করিল, আর এ সব কথা সে ভাবিবে না। পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা অন্তর্য্যামীর করে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিল।

আরও মাস দুই কাটিয়া গেল। খুকী সোনার হার ও চুড়ি

পরিয়া নূতন নূতন জামা গায় দিয়া, হাসিয়া খেলিয়া কলধ্বনি তুলিয়া সমস্ত গৃহ মুখরিত করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, সরোজিনীর কোলে চড়ে, যোগেশের কোলে চড়ে, অমলার কোলে চড়ে, বিভার কোলে চড়ে, নরেশকে জ্বালাতন করে, এখানকার জিনিষ সেখানে ছড়াইয়া ফেলে, সুশীলা কুণ্ঠিত হয়, আনন্দ পায়। নির্ম্মলার যে যৌবনশ্রী এতদিন দুঃখের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, এই অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মলার দেহে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সশঙ্ক-আনন্দে সুশীলার মন ভরিয়া গেল।

একদিন সরোজিনী সুশীলাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ মা, তোমাদের দু'টো খেতে পরতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকলে ত চলবে না, শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই ত মানুষের জীবন নয়? আমার ইচ্ছে, নির্ম্মলার বিয়ে দিই, তুমি কি বল মা?"

ভগিনীকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া সুখী করাই ত তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ ছিল। এখন সেই সাধ পূর্ণ হইবার এমন সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সরোজিনীরও দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "মা, যোগেশ যে একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, বলে, বিয়ে করবে না, না হ'লে

নির্ম্মলাকে আমি পরের ছেলের হাতে দিতে চাইতাম না। তবু, মা, আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব, যোগেশকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েতে মত করাতে পারি।"

সুশীলা চমকিয়া উঠিল। তার পর গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া সরোজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এক অজ্ঞাতকুলশীলা ভিখারিণীকে সরোজিনী নিজের পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে চাহেন! বিস্ময়ের প্রভাব কোন রকমে কাটাইয়া উঠিয়া সে স্থির করিয়া ফেলিল, যাঁহার কাছে তাহারা জননীর অধিক স্নেহ পাইয়া আসিতেছে, তাঁহার প্রতি কিছুতেই সে এত বড় অন্যায় করিতে পারে না। তাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আর সে কোন কথা গোপন করিয়া রাখিবে না।

এমন সময় যোগেশ সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "মা!"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সরোজিনী শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে রে, যোগেশ?"

যোগেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "যখন পরের মেয়ে এনে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ, মা, তখন চোখ বুজে থাক্‌লে ত চলবে না। যে-সে যখন-তখন বাড়ীর ভেতরে আসবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।"

সরোজিনী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "ঠিকই ত। সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হ'বে বৈ কি?"

যোগেশ কহিল, "এই দেখ না, মা, যামিনী আগে ত এমন ঘন ঘন বাড়ীর ভেতরে আসত না, এখন ওকে ত প্রায়ই দেখতে পাই। আসতে ত আমি মানা কচ্ছি না, কিন্তু বাইরের ঘর আছে, এসে বসুক না, যতক্ষণ ইচ্ছে গল্প-গুজব করুক। বিভাও ত এখন ছেলেমানুষ নেই. বড় হয়েছে। তারও ত এখন বিয়ে থাওয়া দিতে হ'বে? তা ছাড়া, হিন্দুগৃহের একটা স্বাতন্ত্র্য ত আমাদের রক্ষে করতে হ'বে। আমি আজ যামিনীকে স্পষ্ট ক'রেই মুখের ওপর বলে দিতাম, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে ত তা পারি না, মা।"

সরোজিনী প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "বলিস্‌নি ভালই করেছিস্ বাবা। কাউকে রূঢ় কথা বলতে নেই! যামিনীকে বুঝিয়ে বললে, সে না ব'লে ক'য়ে, কেনই বা বাড়ীর ভেতরে আসবে!"

যোগেশ শান্তভাবে কহিল, "তুমি বাবাকে বলো মা, উনিই ডেকে ব'লে দেবেন।"

যোগেশ যে যামিনীর উপর এতটা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে যোগেশ প্রায় প্রতিদিনই কলেজের ছুটির পর সুহাসিনীকে দেখিতে যাইত এবং এখানে সেখানে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিত। কিন্তু এক মাস হইতে সে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখন সে সপ্তাহে মাত্র একদিন সুহাসিনীর খবর লইতে যায় এবং মিনিট দশেক সেখানে থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। অন্য ছয় দিন কলেজের ছুটির পর সে সোজা গৃহে ফিরে এবং প্রতিদিনই সে দেখিতে পায়,

যামিনী বিভার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে। তাহাতে বিরক্ত হইলেও এত দিন সে কিছু বলে নাই। আজ গৃহে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, বিভার পড়িবার ঘরের দরজা দুই হাতে আগুলিয়া যামিনী দাঁড়াইয়া আছে। বিভার হাস্যধ্বনি ও তাহার কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে যোগেশের কানে আসিয়া বাজিল, "কেমন জব্দ, নীলাদিদি? আজ কি ক'রে পালাবে পালাও দেখি?"

যোগেশ যে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যামিনী তাহা লক্ষ্য করে নাই, সে হাসিয়া কহিল, "আজ আর পালাতে পাচ্ছেন না!"

নির্ম্মলা জড়সড় হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশের অসহ্য হইল। কিন্তু যামিনীকে কিছু না বলিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল, "বিভা।"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া যামিনী থতমত খাইয়া হাত নামাইয়া ফেলিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যোগেশের দিকে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, "আজ একলা যে হে, বিজনবাবু আসেন নি?"

যোগেশ প্রথমে স্থির করিল, সে কোন উত্তর দিবে না, কিন্তু কি ভাবিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "বিজন ত এখন আর আমার সঙ্গে আসে না, সে সন্ধ্যার পরে আসে। বিভা একবার শুনে যাস্," বলিয়া যোগেশ নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

যামিনী যেন হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল। নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া বলিল, "ক'দিন পালাবেন? গান আপনাকে শিখতেই হবে। তা' না হ'লে বিভারও যে গান শেখা হ'বে না।"

যোগেশ বারান্দা হ'তে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিভা, তুই এখন ও এলিনে, ভারি দুষ্টু হয়েছিস্ ত?" বিভা তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলে যোগেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "না, কিছু না।"

বিভা অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা কোন রকমে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে কেবলই বলিতে লাগিল, বিভার এ ভারি অন্যায়, কেন সে তাহাকে আটকাইয়া রাখিল? যামিনীবাবুও ভারি অসভ্য, তিনি কেন অমন করিয়া দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইলেন! বিভা বলিলেও সে আর কোন দিন যামিনীবাবুর সামনে বাহির হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, বিভার কথা না শুনিলে মা যদি রাগ করেন? মার কাছে মুখ ফুটিয়া সে ত কোন কথা বলিতে পারিবে না। রাত্রে দিদির কাছে সে লুকাইয়া বলিবে, দিদি যেন বিভাকে বুঝাইয়া বলে।

রাত্রে সুশীলা নির্ম্মলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই নীলা, মা আজ তোর বিয়ের কথা বলেছিলেন।"

নির্ম্মলা শুষ্কমুখে সকরুণভাবে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, দিদি।"

সুশীলা সস্নেহে ভগিনীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "তোর বিয়ে দিতে পারলে আমি যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি, ভাই। মা যখন বিয়ে দেবেন তখন ভাল পাত্র দেখেই দেবেন, এটা আমি নিশ্চয় জানি।"

ভাল পাত্র? একজনের মূর্ত্তি নির্ম্মলার তরুণ হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশ হইতে সহসা জাগ্রত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সারা দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে সে কহিল, "আমরা ত এখানে বেশ আছি, দিদি। আর ত খাওয়া-পরার ভাবনা আমাদের নেই।"

সুশীলা তাহার হৃদয়ের ভিতরের কোন খবর পাইল না। সে মনে করিল, তাহার দিদির বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনার কথা স্মরণ করিয়া নির্ম্মলার বিবাহে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সব কথা বুঝাইয়া বলিলে নির্ম্মলা, বোধ করি, বিবাহে অমত করিবে না। কিন্তু যে কথা সে নির্ম্মলাকে বলিতে আসিয়াছে, তাহা ত এখনও বলা হইল না। সত্য প্রকাশ করা যে একান্ত আবশ্যক, না করিলে যে আর চলিবে না। নির্ম্মলার বিবাহের বয়ঃক্রম অতিক্রম হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার পরেও সত্য কথা গোপন করিয়া যদি সে তাহার বিবাহে আপত্তি করে, তাহা হইলে সরোজিনীর মনে নিশ্চয়ই একটা সন্দেহ জন্মিবে

এবং তাহার ফলও শুভ হইবে না। কাজেই এই সন্দেহ জন্মিবার পূর্ব্বে সত্য কথা প্রকাশ করাই প্রধান কর্ত্তব্য, তার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

সব কথা শুনিয়া নির্ম্মলা কহিল, "তুমি দিদি, মাকে সব কথা খুলে বলো, না হ'লে সত্যিই অন্যায় হ'বে।"

সুশীলা খুসী হইয়া কহিল, "আমিও তাই ঠিক করেছি নীলা। না হয়, আবার ভিক্ষে ক'রেই খাব।"

নির্ম্মলা কহিল, "ভিক্ষে করতে কেন হ'বে, দিদি! মার দয়ার শরীর, তিনি কখনই আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। আমরা ত কোন দোষ করিনি, দিদি।"

সুশীলা মনে মনে কহিল, "তাহারা দোষ করে নাই সত্য, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিবে কি? তাহারা কি বিনা দোষে শাস্তিভোগ করিতেছে না?" কিন্তু সে প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

সে দিন রাত্রে আহারের পর সরোজিনী যোগেশের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগেশ চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, ঘুমায় নাই। পদশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া সম্মুখে জননীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কি মা?"

সরোজিনী পুত্রের নিকটে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "তুই কি সত্যিই বিয়ে করবিনে, বাবা?"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "আজ হঠাৎ এ কথা কেন, মা?"

ন, "একটী ভাল পাত্রীর সন্ধান

তোমার ছেলে যদি বিয়ে করে, ভাল
ব মা ?"

, "তা' হ'বে না, কিন্তু সব সময় মনো-
না বাবা।"

ব হাসিয়া কহিল, "বিয়ে দিলে ছেলে
তোমার ছেলেকে পর ক'রে দেবে মা ?"
কহিলেন, "আমার ছেলে কখনও পর

ল হইয়া উঠিল। সে জননীর কোলের
ল, "তুমি যদি বল মা, তা'হ'লে আমি
কিন্তু এখন বিয়ে করতে আমার
।।"

মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "তোর
থাক্।"

বসিয়া জননীর পায়ে হাত দিয়া কহিল,
ল মা।"

তাহাকে তুলিয়া কহিলেন, "এ কি রাগ
য় থাওয়া কি ছেলে-খেলা ? যে দিন
তোরই মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তোর
গেছে. শো।"

ফিরে-পাওয়া

অতি প্রত্যুষে নির্ম্মলা শয্যাত্যাগ করিয়া ভিতরের বারান্দার এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখখানি অত্যন্ত ম্লান! উষার প্রথম আলোকসম্পাতে সেই ম্লান মুখখানি এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। যদিও কাল রাত্রে সে তাহার দিদিকে বলিয়াছিল, মার দয়ার শরীর, মা কিছুতেই তাহাদের তাড়াইয়া দিবেন না, কিন্তু আজ ঘুম ভাঙ্গিবার পর হইতে তাহার মনটা হঠাৎ অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। যদি এ গৃহ ছাড়িয়া তাহাদের যাইতে হয়, তাহা হইলে সে যে আর বাঁচিবে না। এখানে আশ্রয় না পাইলেই ভাল ছিল। দিদিকে কি সে নিষেধ করিয়া আসিবে,—'থাক্ দিদি কিছু ব'লো না'। কিন্তু না বলিলেও ত উপায় নাই, তাহার যে বিবাহের কথা উঠিয়াছে!

যোগেশ যে কখন বারান্দার আর এক ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নির্ম্মলা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ সেই দিকে চোখ পড়িতেই তাহার দেহ-মন প্রবলভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। যোগেশের সহিত ত তাহার সর্ব্বদাই দেখা হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এরূপ চাঞ্চল্য সে ত কখনও অনুভব করে নাই? আজ তাহার একি হইল? যোগেশ নির্ম্মলার সেই চাঞ্চল্যে-অপূর্ব্ব-সুন্দর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া এক অভিনব অনুভূতি লইয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

[৮]

সর্ব্বাঙ্গীন্ সুখ বোধ করি মানুষের অদৃষ্টে ঘটে না। সরোজিনী একমাত্র কন্যা সুহাসিনীর বিবাহ দিয়া তেমন সুখী হইতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি ধনীর গৃহেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কন্যারও আদর-যত্নের কোন অভাব ছিল না, কিন্তু সরোজিনী যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল একমাত্র জামাতাকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিবেন এবং স্বহস্তে নানাবিধ ভোজ্য রন্ধন করিয়া সাম্‌নে বসিয়া পরিতৃপ্তিসহকারে খাওয়াইবেন, কিন্তু তাঁহার জামাতা নিমন্ত্রণ করিলে আসে না। বিবাহের পর মাত্র সে একবার আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া কাহারও সহিত বিশেষ কথা-বার্ত্তা বলে নাই, সব সময়ই যেন কেমন বিমর্ষ, কেমন অন্যমনা। ইহার কারণ কেহই অনুমান করিতে পারিত না। তবে সরোজিনীর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, জামাতা তাঁহার কন্যাকে কোনরূপ অযত্ন করিত না, বরং স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টা করিত, স্ত্রীকে এক দণ্ডও কাছ ছাড়া করিত না।

সুশীলা আসিবার পর সুহাসিনী কয়েকবার বেড়াইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ সে এ বাড়ীতে থাকিত, খুকীকে সব সময় কোলে করিয়া বেড়াইত। সুশীলার সহিত হাসিয়া গল্প করিয়া তাহার দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া একেবারে অভিভূত করিয়া

ফেলিত। সুহাসিনী চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য গৃহ যেন নিরানন্দময় হইয়া থাকিত।

সুশীলা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, মধ্যাহ্নে আহারের পর, সকলে বিশ্রাম করিতে গেলে, নির্জ্জনে সরোজিনীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে, কিন্তু তাহা হইল না। বেলা নয়টার সময় সুহাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়া গোল বাধাইয়া দিল।

সরোজিনী কন্যাকে প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "হাসি, আজ যে বড় সকালেই এলি ?"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "এলাম, মা, জমিদারীর কি কাজে শ্বশুর ওঁকে সঙ্গে নিয়ে সকালেই বেরিয়ে গেলেন, ঠাকুরপোর আজ ন'টার সময় কলেজ, খেয়ে দেয়ে চলে গেল, আমিও চলে এলাম। আমার শ্বশুরের ফিরতে এবার পাঁচ দিন দেরী হবে। এ ক'দিন আমি তোমার কাছে থাকতে পা'ব মা।"

সরোজিনী খুসী হইয়া কহিলেন, "বিয়ের পর ত আর এক বেলার বেশী কোন দিন থাকিস্ নি, এবার তবু ক'দিন থাকতে পাবি।"

সুহাসিনী সলজ্জ হাস্যে কহিল, "থাকতে ত খুব ইচ্ছে করে মা, থাকতে দেয় কৈ ? মা, দেখ দেখ, আমার কোলে আসবার জন্যে খুকী ওখান থেকে কি রকম হাত বাড়াচ্ছে।"

খুকী তখন নির্ম্মলার কোল হইতে নামিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সুহাসিনী নিকটে যাইতেই খুকী তাহার কোলের

পাইয়া পড়িল। তাহাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া
রয়া হাসিয়া সুহাসিনী কহিল, "মেয়েটা আমাকে যেন
। পেয়ে বসেছে, আমাকে দেখতে পেলেই ঝাঁপিয়ে
গলা জড়িয়ে থাকবে, কেউ ডাকলে যা'বে না,—এক
মার কাছ ছাড়া হ'বে না।"

ারের পর সুহাসিনী সুশীলার পাশে গিয়া শয়ন করিল।
স কথার পর সুহাসিনী কহিল, "বিয়ের পর আমরা
কখনও ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাকি নি। তুমি, কি ক'রে
আছ আমি ভাই কেবলই তাই ভাবি।"

া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ব্যথিত-
াসিনী কহিল, "তুমি কি করবে ভাই, তুমি ত আর
র থাকছ না? যে তোমায় একলা ফেলে রেখে গেছে
ভাই, ভারি নিষ্ঠুর।"

া বেদনাভরাকণ্ঠে কহিল, "তিনি বোধ হয় চাকরীর
বিধে করতে পারেন নি—"

সিনী বাধা দিয়া কহিল, "চাকরীর সুবিধে করতে পারে
কি তোমাদের একবার খোঁজ নিতেও পারে না।
তোমরা বেঁচে আছ কি মরে গেছ, সে খোঁজটাও নিতে
পারে না। তুমি যাই কেন বল না, সুশীলা দিদি, আমি এ রকম
মানুষকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। মানুষ এত নিষ্ঠুরও
হয়! হ্যাঁ গা সুশীলা দিদি, শ্বশুরবাড়ীর কেউ তোমার
খোঁজ নেয় না?"

সুশীলা বেদনা চাপিয়া কহিল, "তেমন অদৃষ্ট ক'রে কি এসেছি ভাই।"

সুহাসিনী কহিল, "এই ত কত বার তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, হেসে খেলে গল্প ক'রেই চ'লে গেছি, এমন ভুলো মন! আচ্ছা, সুশীলা দি, শ্বশুরবাড়ী তোমার কে আছে?"

সুশীলা বিব্রত হইয়া পড়িল। এ সব প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে? শ্বশুরগৃহে যাইবার সৌভাগ্য তাহার কোন দিন হয় নাই, কোন দিন হইবেও না। কিন্তু উত্তর ত যাহা হউক্ একটা দিতে হইবে? ক্ষণকাল ভাবিয়া সে কহিল, "শুনেছি, শ্বশুর আছেন, দেবর আছেন।"

সুহাসিনী অবাক্ হইয়া কহিল, "সে কি গো, সুশীলা দিদি, শুনেছ কি গো? বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাও নি?"

সুশীলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রশ্নের গতি যে দিকে চলিয়াছে, উত্তর দিতে গেলে সব কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সরোজিনীর নিকট যে কথা সে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, সুহাসিনীর নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে সে দ্বিধাবোধ করিল এবং সত্যকে কতকটা বিকৃত করিয়া বলিবার জন্য সে প্রস্তুত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "তিনি তার বাবার অমতে আমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলেন তাই শ্বশুরবাড়ী যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটেনি, ভাই।" তাহার গলা কাঁপিতেছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুহাসিনী

কহিল, "তোমার মত বউ পাওয়া ত ভাগ্য, সুশীলা দিদি। তবে তোমার শ্বশুর অমত করলেন কেন ভাই ?"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া কহিল, "আমরা যে গরীব" ইহার বেশী আর সে কিছু বলিতে পারিল না।

সুহাসিনী কহিল, "তোমার শ্বশুর কি মস্ত বড়লোক না-কি ?"

সুশীলা কহিল, "শুনেছি খুব বড় লোক, অনেক টাকা, কল্‌কাতায় মস্ত বাড়ী, বিষয়-আশয়।"

সুহাসিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অমন বিষয়-আশয়ের মুখে ছাই ; যে বউকে দু'টো খেতে দিতে পারে না, তার টাকা পয়সা থাক্‌লেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ! তুমি রাগ করো না, সুশীলা দিদি, তোমায় যিনি বিয়ে ক'রেছেন, তিনি ত সেই বাপেরই ছেলে, না হ'লে তোমায় এমনি দুরবস্থার ভেতর ফেলে পালিয়ে যায়।" অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুহাসিনী সুশীলার আর একটু নিকটে সরিয়া গিয়া কহিল, "একটা কথা বল্‌বে ভাই সুশীলাদিদি ? আচ্ছা তোমার স্বামী কি তোমায় সত্যিই ভালবাসতেন ?"

সুশীলা ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "খুব ভালবাসতেন, এত ভাল-বাসতেন; ভাই, যে আমার মনে হ'ত"—সহসা তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল ; দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, সুহাসিনীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর সুহাসিনী কহিল, "তাঁর কোন বিপদ আপদ হয় নি ত, ভাই ?"

এ আশঙ্কা যে সুশীলার মনে সময় সময় পীড়া দেয় নাই, তাহা

নহে, তবুও, কি জানি কেন, সুশীলার মনে হইত তাঁহার স্বামী ভাল আছে এবং অভাবের তাড়নায় পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। সেই সঙ্গে একটা আশার কথা তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিত—সেখানে তাহার স্বামী হয় ত পিতার সম্মতি আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পিতার মনটা একটু নরম করিতে পারিলেই তাহাদেরও সেখানে লইয়া যাইবে। সুহাসিনীর প্রশ্নের উত্তরে সুশীলা তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল :

সুহাসিনী কহিল, "তোমার অনুমানই যদি সত্যি হয়, তা' হ'লে তোমার স্বামীটিকে আমি একটা হৃদয়হীন পশু বল্‌তে বাধ্য। তোমাদের কি অবস্থায় ফেলে রেখে গেছেন, তা' ত তিনি জানেন—জেনে শুনেও যে বাড়ী ব'সে রাজভোগ খেতে পারে, তাকে কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় ?"

সুশীলার অন্তরে যে পুঞ্জীভূত বেদনা সরোজিনীর মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ প্রলেপে এত দিন চাপা পড়িয়া ছিল তাহা আবার নূতন করিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল, সে নিঃশব্দে বসিয়া প্রাণপণে তাহা সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুহাসিনী কহিল, "তাঁর যদি একবার দেখা পাই, তা' হ'লে মজাটা দেখিয়ে দিই।"

সুশীলা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে কহিল, "ইহজীবনে তার কি আর দেখা পাব, ভাই ? সে আশা কর্‌তে আর আমার সাহস হয় না।" বোধ করি সুশীলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই

সুহাসিনী কহিল, "আমি বলছি, ভাই সুশীলা দিদি, দেখা এক দিন পাবেই।"

সুশীলার পীড়িত অন্তর তাহাতে সান্ত্বনা পাইল না। সুহাসিনী হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, কহিল, "তোমার বাপের বাড়ী কে আছে ভাই?"

সুশীলা আবার শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পিতা ও বিমাতার নির্য্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া কহিল, "তাই ত নীলাকেও সঙ্গে ক'রে এনেছি। সেখানে থাক্‌লে সৎমার মার খেতে খেতে সে মরে যেত।"

সুহাসিনীর কোমল অন্তরে ভারি ব্যথা বাজিল। তাহার মনে হইল, এ সব প্রশ্ন না করাই ছিল ভাল। কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না। সুহাসিনী সেই প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিয়া কহিল, "সুশীলা দিদি, তুমি আমার একটু উপকার করবে ভাই?"

নিজেকে এ বাড়ীর কাহারও এতটুকু কাজে লাগাইতে পারিলে সুশীলা যে বাঁচে। সরোজিনী তাহাদের বাড়ীর কোন কাজেই হাত দিতে দেন না। অনেক বলিয়া কহিয়া সে তরকারী-কোটা ও ভাঁড়ারের ভার পাইয়াছে, কিন্তু সে নামমাত্র। অমলাই অধিকাংশ কাজ নিজের হাতে করিয়া থাকেন। তাই সুহাসিনীর এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সুশীলা খুসী হইয়া কহিল, "এমন ক'রে কেন বলছ, ভাই? তুমি যা' আদেশ করবে তাই আমি খুসী হ'য়ে পালন করব।"

সুহাসিনী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার কিছু ক'র্‌তে হবে না।"

সুশীলা সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ কর না ভাই।"

সুহাসিনী কহিল, "রাগ কর্‌ব না ত কি! কেন তুমি অমন কথা বল্‌লে?"

সুশীলা গাঢ়স্বরে বলিল "আর কখনও ব'ল্‌ব না। এখন কি কর্‌তে হ'বে বল ভাই।"

সুহাসিনী কহিল, "আমার সঙ্গে গিয়ে ক'দিন থাকবে ভাই? অত বড় বাড়ীর মধ্যে আমি এক রকম একলাই থাকি,—এক পিস্‌-শাশুড়ী ছাড়া আর কোন মেয়েছেলেই নেই! একলা থাকতে ভারি কষ্ট হয়।"

সুশীলা হাসিয়া কহিল, "একলা কি রকম,—বরং সেখানে গিয়ে আমাকে একলা থাক্‌তে হ'বেই, তোমার সঙ্গে আর কতক্ষণ থাক্‌তে হ'বে বল?"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল, "তা' বৈ কি! তিনি বুঝি সব সময় ঘরে ব'সে থাকেন? কাজ-কর্ম্ম দেখতে বুঝি তাঁকে বাইরে যেতে হয় না? তা ছাড়া, আমরা তিন জনে বসে বেশ গল্প করব।"

সুশীলা হাসিয়া কহিল, "এই সব মতলব আঁটা হ'য়েচে বুঝি তার সাম্‌নে বেরুতে আমার লজ্জা করবে না?" হঠাৎ তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল! ভিখারিণী সে! যে পথে পথে

ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে, হয় ত কত দিন এই সুহাসিনী ও তাহার স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে 'কাঙ্গালকে একটী পয়সা দাও মা, আমি বড় দুঃখী, কাঙ্গালকে একটী পয়সা দাও বাবা' বলিয়া ছুটিয়াছে, তাহার মুখে এ কি কথা! সুশীলা তৎক্ষণাৎ কথাটা আবার ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি ত বল্লে। তিনি তা' পছন্দ কর্‌বেন কেন ভাই?"

সুহাসিনী জোর দিয়া কহিল, "পছন্দ কর্‌বে না বৈ কি। তোমাকে যেতে হ'বে কিন্তু, সুশীলা দিদি, আমি মাকে ব'লে রাখব।"

রাত্রে সুহাসিনী তাহার জননীর নিকট শয়ন করিল। যোগেশ, বিভা ও নির্ম্মলার বিবাহ লইয়া জননী ও কন্যার মধ্যে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় সুহাসিনী যখন জানিতে পারিল যে জননীর একান্ত ইচ্ছা—নির্ম্মলাকে পুত্রবধূ করিয়া গৃহে রাখেন, সে প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "আমি ঠিক দাদার মত করাব। বিয়ে কর্‌বে না বল্‌লেই হ'ল! অমন বউ, দাদা পাবে কোথা?"

সরোজিনী কহিলেন, "ঠিক বলেছিস্, এমন লক্ষ্মী মেয়ে! মুখের দিকে চাইলে বুকখানা যেন ভরে ওঠে।"

সুহাসিনী মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া কহিল, "দেখি না মা একবার চেষ্টা ক'রে, দাদার পণ ভাঙ্গতে পারি কি না। আমার ঠাকুরপোটীও ত বেঁকে বসে আছে। তাকে ত আমি রাত দিন জপাচ্ছি। ওদের সব, মা, সাহেবি মত। বিভার

সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হ'লে বেশ হয়, মা, দুই বোনে এক সঙ্গে থাকি ; ঠাকুরপোকে রাজি করাতেই হ'বে।"

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য সরোজিনী কহিলেন, "বিভা বিজনকে যে রকম জ্বালাতন করে, বিজন আবার ওকে বিয়ে করতে রাজী হ'বে ; তোরও যেমন কথা !"

সুহাসিনী কহিল, "দু'টো ঘটকালিই ক'রে, দেখি না, মা, কি হয়।"

সরোজিনী কহিলেন, "একটাই আগে কর, বিভার বিয়ের কথা পরে হ'বে।"

[৯]

পর দিন বেলা তিনটার সময় সুহাসিনী নির্ম্মলাকে লইয়া পড়িল। পরিপাটীরূপে চুল বাঁধিয়া দিয়া তাহার কপালে একটী সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দিল, নিজের অলঙ্কার খুলিয়া তাহাকে সাজাইল, যে কাপড় জামা পরিলে তাহাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখাইবে, তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে পরাইল।' নির্ম্মলা নির্ব্বাক বিস্ময়ে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হইয়া তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সুহাসিনী তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া একখানি বড় আর্শীর সামনে দাঁড় করাইয়া কহিল, "একবার চেয়ে দেখ্ দেখি।"

নির্ম্মলা মুখ নত করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুহাসিনী সস্নেহে তাহার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁরে নীলা, দাদাকে তোর পছন্দ হয়?"

নির্ম্মলার স্বভাবসুন্দর মুখের উপর সহসা এক ঝলক রক্ত দেখা দিল, তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।"

সুহাসিনী তেমনি ভাবে হাসিয়া কহিল, "যদি আজ জিত হয়, তবে এর উত্তর দেব। এখন ঐ চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া কহিল, "আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ এখানে বসে থাক্‌বি, উঠবিনি বল্‌ছি।"

সুহাসিনীর এই দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারের মর্ম্ম নির্ম্মলা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া গভীর লজ্জায় অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে. এ ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইয়া যায়; কিন্তু পলাইলেও ত নিস্তার নাই। তাহাতে সুহাসিনীর স্নেহের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

যোগেশের ঘরে উপস্থিত হইয়া সুহাসিনী কোন রকমে হাসি চাপিয়া কহিল, "দাদা, আমার সঙ্গে একবার এস ত।"

তাহার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য হইয়া যোগেশ কহিল, "কোথায় রে?"

সুহাসিনী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "ক'নে দেখতে।"

যোগেশ স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "দূর হ'য়ে যা, পোড়ামুখী।"

সুহাসিনী তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল, "একবার এস না আমার সঙ্গে, বেশী দূর যেতে হ'বে না।"

যোগেশ ক্রোধের ভাণ করিয়া কহিল, "আবার দুষ্টুমি!"

সুহাসিনী মিনতির স্বরে কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, ারটি আমার সঙ্গে এস।"

যোগেশ বুঝিল—না যাইলে তাহার উপায় নাই, সুহাসিনী কিছুতেই ছাড়িবে না, শেষে জোর করিয়া টানিয়াও তাহাকে লইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া সুহাসিনীর কণ্ঠস্বর ও দুষ্ট হাসিতে তাহার মনে কৌতূহলেরও উদ্রেক হইয়াছিল, তাই সে কহিল, "চল্, কোথায় যেতে হ'বে।"

যে ঘরে নির্ম্মলা বসিয়াছিল, সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া চাপা গলায় কহিল, "ঐ ঘরে গিয়ে একবার দেখে এস, দাদা।"

যোগেশের কৌতূহল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল, সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিতেই সুহাসিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নির্ম্মলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত আভা তাহার মুখের উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি-সঞ্চার করিয়াছিল। সুহাসিনীর হাসির শব্দে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই যোগেশের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। সে কম্পিতদেহে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জায় মরিয়া গিয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

যোগেশ মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সুহাসিনী তাহার আগেই পলাইয়াছিল।

খানিক পরে অমলা সরোজিনীর নিকটে গিয়া কহিল, "এ সব কি কাণ্ড, বউদি? পরের মেয়েকে বাড়ীতে জায়গা দিয়ে তাকে এ ভাবে অপমান করা ভারি অন্যায়।"

সরোজিনী কহিলেন, "হাসির যে সত্যি ইচ্ছে ঠাকুরঝি, নির্ম্মলার সঙ্গে যোগেশের বিয়ে হয়।"

অমলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তা' হ'লে হাসি তোমায় ব'লেই এ কাণ্ড করেছে?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "না, এ কাণ্ডটা আমায় না জানিয়েই সে করেছে। তবে তার ইচ্ছে—"

অমলা বাধা দিয়া কহিল, "শুধু তার ইচ্ছে কেন বলছ, বউদি, আমি ত জানি, তোমারও সেই ইচ্ছে।"

সরোজিনী কহিলেন, "তাতে দোষ কি ঠাকুরঝি? বউ করার মত মেয়ে কি নীলা নয়?"

অমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি কি বলছ, বউদি? ওদের বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিয়েছ, খেতে দিচ্ছ, আদর যত্ন করছ, তাতে ত আমি কিছু বলি না? কিন্তু ওরা কার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই যখন জান না, তখন কেমন ক'রে ঘরের বউ করতে চাইছ, তা' ত আমি ভেবেও পাইনে বউদি, যার তার সঙ্গে অমনি বিয়ে দিলেই হ'ল!"

সরোজিনী কহিলেন, "ওদের যদ্দুর পরিচয় পেয়েছি, তাতে ত আমি কোন দোষ দেখি না, ঠাকুরঝি।"

অমলা কহিল, "তোমার ত ওই সব চেয়ে বড় দোষ, বউদি। তুমি কারু দোষ দেখতেই পাও না। নীলা ত একেবারে খুকী নয়, বয়স হয়েছে, সে কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বসে আছে। সুশীলার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে, যোগেশ এদিকে রাগ ক'রে শুয়ে আছে। এখন কত দিক সামলাবে, বল দেখি বউদি?"

সরোজিনী কহিলেন, "হাসির সত্যিই ভারি ছেলেমানুষি হয়েছে। সে কি আর এত ভেবেচে ঠাকুরঝি! কিন্তু তুমি যখন রয়েছ, ঠাকুর ঝি, আমি কিছু ভাবিনে। তুমি ও সব সামলিয়ে নিতে পারবে।"

অমলা উজ্জ্বল মুখে কহিল, "তোমার কি বউদি, তুমি ত আমার ওপর সব চাপিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে পার। হাসিকে ধরতে না পারলে হচ্ছে না, সে তখন থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যাই, আবার এক কাজ বেড়ে গেল।"

অমলা চলিয়া গেল। সরোজিনী বুঝিলেন সুহাসিনী একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। যোগেশের জন্য কোন চিন্তা নাই, তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করা বিশেষ শক্ত হইবে না, কিন্তু পরাশ্রিতা নির্ম্মলার মনে এই অপমান ও লজ্জার আঘাত কিরূপ বাজিবে তাহা কল্পনা করিয়া সরোজিনী মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সুহাসিনী অপরাধীর মত অতি সন্তর্পণে শুষ্ক-মুখে জননীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরোজিনী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী ভয়ে ভয়ে কহিল, "মা, আমি কি জানি যে দাদা একেবারে ধনুর্ভঙ্গ-পণ করে বসে আছে? এমন জানলে কখনও আমি এ কাজে হাত দিতাম না, নীলার জন্য আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে, মা।"

সরোজিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "নীলাকে বুঝি আর ক'নে সাজ্‌তে হ'বে না, একবার ক'নে দেখালেই কি বিয়ে হয় না কি? এই ত তোকে কত লোক দেখতে এসেছিল, বল্‌ দেখি।"

সুহাসিনী কহিল, "নীলা হয় ত মনে করেছে, আমি তাকে ইচ্ছে ক'রে অপমান করেছি।"

সরোজিনী জোর দিয়া কহিলেন, "কখ্‌খনো তা সে মনে করবে না। সে তেমন মেয়ে নয়!"

সুহাসিনী আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া কহিল, "আর আমি ঘটকালী করতে যাচ্ছি না, মা, যেমন দাদা, তেমনি আমার ঠাকুরপোটী।"

"আমার নামে কি লাগান হচ্ছে, বউদি?" বলিয়া বিজন কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া কহিল, "আমি আর তোমাদের বিয়ের কথায় থাকব না, তাই মাকে বলছিলাম।"

বিজন হাসিয়া কহিল, "তোমার হঠাৎ যে এমন সুমতি হ'ল, বউদি ?"

সুহাসিনী গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমরা যখন কথা রাখবে না, তখন কেন অপমান হ'তে যাব ?"

বিজন হাসিয়া যোগেশের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে দিন আর এক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। যামিনী বিভার পড়িবার ঘরে সবে মাত্র বসিয়া গানের খাতাটী বাহির করিয়া বিভাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নরেশ তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ আহ্বানে যামিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। খাতাখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া তখনই সে বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইল। নরেশ শান্তভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, দুইটি পরের মেয়েকে তাঁহারা গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, তাই যামিনী যখন তাহাদের বাড়ী আসিবে, তখন পূর্ব্ব হ'তেই যেন সংবাদ দিয়া আসে এবং বিভা যদি গান শিখিতে চায় তাহা হইলে এই বৈঠকখানায় বসিয়াই সে শিখিবে।

যামিনী মুহূর্ত্ত গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিল। বিভার সহিত তাহার একবার দেখা হইল, সে তাহার দিকে চাহিল না, একটী কথাও বলিল না, পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

কেন যে যামিনী এই ভাবে চলিয়া গেল, বিভা তাহা না বুঝিতে পারিয়া হতবুদ্ধির মত সেই স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় বিজন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিভার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি যে চুপ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মাষ্টার মশাই আসেন নি?"

অকারণে বিজনের উপর বিভার রাগ হইল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "তিনি রোজ আসেন, আজও এসেছিলেন। আমি আর গান শিখি না, তাই সকাল সকাল চলে গেলেন।"

বিজন তাহাকে আরও রাগাইবার জন্য কহিল, "তাই বুঝি মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছ?"

বিভা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "আছিই ত। তা'তে আপনার কি?"

বিজন কোন রকমে হাসি চাপিয়া কহিল, "না, আমার কিছু না; তাই বলছিলাম। তোমার মাষ্টার মশাইয়ের ভারি অন্যায়, ছাত্রীকে ফেলে এত সকাল সকাল চলে যান্।"

এতদিন বিভাই বিজনকে নানাভাবে আঘাত দিয়া আসিয়াছে, বিজন তাহার কোন উত্তর দেয় নাই। আজ এইভাবে যে বিজন তাহার প্রতিশোধ লইবে তাহা বিভা ভাবে নাই, তাই সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে-ও ছাড়িবার পাত্রী নয়, বিজনকে আঘাত দিতে পারিলে সে মনে মনে যেন আনন্দলাভই করে।

খোঁচা দিয়া সে কহিল, "তাই ব'লে আপনাকেও আর মাষ্টারীতে বাহাল করছি না, জানবেন।"

বিজন হাসিয়া উঠিল, আজ তাহাকে রাগাইতে না পারিয়া বিভা নিজেই রাগ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

বিজন ধীরে ধীরে যোগেশের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "এ সময় শুয়ে আছ যে?"

যোগেশ উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এম্‌নি শুয়ে আছি, বসো।"

বিজন তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেছে যে? জ্বর টর্‌ হয়নি ত?"

যোগেশ কহিল, "জ্বর হবে কেন? আজ যেন কিছুই ভাল লাগ্‌চে না, চল দুই জনে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।" এই বলিয়া যোগেশ উঠিয়া গিয়া আল্‌না হইতে জামা পাড়িয়া গায় দিতে যাইবে, এমন সময় সরোজিনী সেখানে আসিয়া বলিলেন, "এখন যে বড় জামা গায় দিচ্ছিস্‌?"

যোগেশ জামা গায় দিতে দিতে কহিল, "একটু বেড়া'তে যাব মা।"

সরোজিনী কহিলেন, "কলেজ থেকে এলি, কিছু খেলিনি দেলিনি, এর মধ্যে আবার কোথায় যাবি? ছেলেমানুষের ওপর বুঝি রাগ করতে হয়?"

বিজন হাসিয়া কহিল, "ওঃ! যোগেশের বুঝি আজ রাগ হয়েছে? কার ওপর রাগ হ'ল, মা?"

সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য যোগেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "রাগ আবার কিসের, তুমি খাবার পাঠিয়ে দাও মা, আমরা খেয়ে বেড়াতে যাই।"

সরোজিনী খুসী হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে আমি হাসিকে বলি, সে তোদের খাবার দিয়ে যাক্।"

যোগেশ সহজ ভাবে কহিল, "তা বল না, মা!"

সরোজিনী চলিয়া গেলেন, যোগেশ যেন হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বিজন আবার সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল, কহিল, "ব্যাপার কি বল দেখি যোগেশ? যে বউদি 'বিয়ে কর, বিয়ে কর' ব'লে দিন রাত আমায় জ্বালাতন করে, আজ দেখা হতেই বল্লে, 'আর তোমাদের বিয়ের কথায় থাকব না। বিভা, দেখলাম, মুখ ভার ক'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তুমি রাগ ক'রে বিছানায় শুয়ে আছ; আজ তোমাদের সব হয়েছে কি?"

যোগেশ সে কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কহিল, "কিছুই হয়নি।"

বিজন হাসিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।"

যোগেশ বড় মুস্কিলে পড়িল। বিজন না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। সে না বলিলেও বিজন নিশ্চয়ই হাসির কাছ হইতে এ কথা বাহির করিয়া লইবে। তখন ব্যাপার আরও বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার পূর্ব্বেই কথাটা প্রকাশ করিয়া বলাই যোগেশ সঙ্গত বলিয়া মনে করিল।

ব্যাপার শুনিয়া বিজন হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদি ত ভাল ঘটকালীই করেছে, আর দেরী করো না, তুমি বিয়ে ক'রে ফেলো, যোগেশ।"

যোগেশও হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তুমিও এর মধ্যে

আছ, বিজন। বেশ, তোমার বিয়েটাই আগে হোক্ না কেন?"

বিজন কহিল, "তা হ'লে তোমার মতটা বদলে গেছে দেখ্‌চি। তবে আর চক্ষুলজ্জা কেন? আমি মাকে বলি, বিয়ের আয়োজন করতে।"

বিজন যে অনায়াসে জননীর নিকট সে কথা বলিতে পারে, তাহা বুঝিয়া যোগেশ ব্যগ্র হইয়া কহিল, "পাগলামো করো না, বিজন। মতটা বদলে যাওয়া বুঝি এতই সহজ!"

বিজন কহিল, "কিন্তু পরোপকার করবার এমন সুযোগ আর পাবে না, যোগেশ।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "সে উপকারটা না হয় তুমিই ক'রে ফেলো না, বিজন?"

বিজন হাসিয়া কহিল, "আমাকে ত কেউ উপকার করতে ডাকে না। গায়ে পড়ে কি উপকার করা চলে?"

ক্রমে তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিল। এক সময় যোগেশ স্বীকার করিয়া ফেলিল, যে যদি বিবাহ করিতে হয়, তা হ'লে গরীবের মেয়েকেই বিবাহ করা উচিত। তবে, যোগেশ যখন বিবাহ করিবেই না, তখন ও প্রসঙ্গ লইয়া আর আলোচনা না করাই ভাল।

বিজনও কহিল, "আমি যদি কোন দিন বিবাহ করি, তা' হ'লে বিধবাবিবাহই করব।"

সন্ধ্যার পর সুহাসিনী অতি সঙ্কুচিত ভাবে সুশীলার কাছে

গিয়া বসিল। কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অপরাধীর মত নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সুশীলা ব্যথা পাইল। সুশীলা এটা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল যে, অকারণে শুধু অপমানকর কৌতুক করিবার জন্য নির্ম্মলাকে সযত্নে সাজাইয়া সুহাসিনী তাহাকে যোগেশের সম্মুখে উপস্থিত করে নাই; ইহার মধ্যে সুহাসিনীর শুভেচ্ছাই নিহিত ছিল। সুশীলা সস্নেহে সুহাসিনীর হাত ধরিয়া কহিল, "এতে ত তোমার হৃদয়ের মাহাত্ম্যই প্রকাশ পেয়েছে ভাই।"

সুহাসিনীর মন হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। সুশীলার মুখের দিকে সহজভাবে চাহিয়া সে কহিল, "আমি তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আমার সত্যই ইচ্ছা ছিল সুশীলা দিদি—"

সুশীলা তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "আমাকে ও কথা বলছ কেন; আমি কি জানি না, ভাই?"

সুহাসিনী প্রফুল্ল মুখে কহিল, "মা বলেছেন সুশীলা দিদি, নীলাকে খুব বড়-ঘরে তিনি বিয়ে দেবেন।"

বড় লোকের কথা উঠিতেই সুশীলার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "আমরা যে গরীব! আমাদের তা' সহ্য হ'বে কেন, ভাই! তুমি মাকে এ কথা বুঝিয়ে বলো, তিনি যেন দয়া ক'রে কোন গেরস্তর ঘরেই নির্ম্মলার বিয়ে দেন, দু'টী খেতে পরতে পেলেই যথেষ্ট।"

এ প্রসঙ্গ এই খানেই বন্ধ হইয়া গেল। তখন সুহাসিনী শ্বশুরের

কথা, স্বামীর কথা বিস্তারিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুরের অনেক বিষয়-সম্পত্তি, কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী, তাহাদের এ বাড়ী হইতে সে বাড়ী আরও বড়, মাত্র দুইটী পুত্র রাখিয়া তাহার শ্বশ্রূ আজ সাত বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, শ্বশুর আর বিবাহ করেন নাই, সুহাসিনী এখন বাড়ীর গৃহিণী, সংসারের সমস্ত খরচপত্রের ভার তাহার হাতে; তাই, সে একবেলার বেশী পিতৃগৃহে আসিয়া থাকিতে পারে না, শ্বশুর তাহাকে নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, যত্ন করেন, আদর করেন, কাছে বসাইয়া কত গল্প করেন, সঙ্গে করিয়া নানাস্থানে বেড়াইয়া আনেন, তার পর স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসার কথা, সে কথা যেন আর ফুরাইতে চাহে না! সুশীলা তন্ময় হইয়া নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টে সুহাসিনীর উজ্জ্বলমুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া গেল, তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নির্ম্মলার চোখে ঘুম আসিল না। অপরাহ্নের সেই আকস্মিক ঘটনার কথা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না। এক একবার সুহাসিনীর উপর তাহার ভারি রাগ হইতেছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সানন্দ কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিতেছিল। এ গৃহের বধূ হইবে, এমন আশা সে কোন দিন করে নাই, তাই, প্রত্যাখ্যানের আঘাত তাহার বুকে বাজিবার কোন কারণ ছিল না, তবুও একটা বেদনা তাহার বুকে বাজিয়াছিল! আজ অনেক কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল; যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স মাত্র দশ

বৎসর ছিল। বিবাহের পর এক মাস যাইতে না যাইতেই তাহার পীড়িত স্বামী সেই যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, আর উঠে নাই; স্বামীকে জানিবার, বুঝিবার মত বয়সও তাহার হয় নাই, সে অবসরও সে পায় নাই। তার পর, যখন উদ্দাম যৌবনশ্রীতে তাহার দেহ মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল, সেই সময়—সে আর ভাবিতে পারিল না, গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্য মনে সে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় সে স্থির করিয়া ফেলিল,—যদি কখনও বিবাহের কথা উঠে, সে তাহার দিদির পায় ধরিয়া কাঁদিবে, সরোজিনীর পায় ধরিয়া কাঁদিবে অমলার পায় ধরিয়া কাঁদিবে, সুহাসিনীর পায় ধরিয়া কাঁদিবে, এ গৃহ ছাড়িয়া আমায় কোথাও যাইতে বলিও না। ভাবিতে ভাবিতে কোন্ এক সময় নিদ্রার কোলে আশ্রয়লাভ করিয়া সে সমস্ত চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

[৯]

যে দিন সন্ধ্যার পর সুহাসিনীর শ্বশুর ও স্বামীর ফিরিবার কথা, সেই দিন অপরাহ্নে সুহাসিনী সুশীলাকে লইয়া শ্বশুরগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা সরোজিনীর নিকটই রহিল। গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিয়া সুশীলা অবাক্ হইয়া গেল। সুহাসিনীর বর্ণনা ত এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে। হস্হাসিনী ধনীর কন্যা। এ গৃহের বধূ হইবার সৌভাগ্য তাহার কেন হইবে না! সুশীলা যদি গরীবের কন্যা না হইত, তাহা হইলে তাহার শ্বশুর ত বিবাহে

অমত করিতেন না, সেও এক দিন এত বড় ঘরের বধূ হইতে পারিত। তাহার স্বামী পিতৃগৃহের যে গল্প করিতেন, সেই গল্পের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সে গৃহ ত সাজ-সজ্জা বা আয়তনে এ গৃহ অপেক্ষা এতটুকু ছোট বলিয়া মনে হয় না। এক দিন সে মনে করিয়াছিল, পুত্রের উপর পিতার রাগ পড়িয়া যাইবে, পুত্রকে তিনি ক্ষমা করিবেন, সেও বধূরূপে শ্বশুরগৃহে আশ্রয় পাইবে। কিন্তু স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন সে আশাও সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে! তবুও এ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সেই সব কথাই তাহার মনে পড়িল।

উপর-নীচের সমস্ত ঘর ঘুরিয়া দেখাইয়া সুহাসিনী কহিল, "এইবার চল সুশীলা দিদি, আমার শোবার ঘরে গিয়ে বসি।"

মস্ত বড় ঘর। শ্বেত পাথরের মেঝের উপর সুকোমল গালিচা পাতা, তাহারই উপর ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানি বহুমূল্যের খাট, খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা, ঘরে আর কোন আসবাব-পত্র নাই।

সুশীলা একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই শয্যার দিকে চাহিয়া, কুণ্ঠিতচরণে অতি সন্তর্পণে গালিচার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া সুহাসিনীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

সন্ধ্যার পরই সুহাসিনীর স্বামী ও শ্বশুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুশীলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সুহাসিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিল, "ভগিনীপতিকে দেখে বুঝি কেউ লজ্জা করে? তা' ছাড়া তিনি এ ঘরে আসবেন

না। খাওয়া-দাওয়ার পর এ ঘরে এসে শোন।" তারপর একটু থামিয়া সলজ্জহাস্যে সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি এলাম বলে, সুশীলা দিদি।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া কহিল, "খুকীকে আমার কোলে দাও, সুশীলাদি, আমি নিয়ে যাই। তিনি ছোট ছেলে-মেয়ে ভারি ভালবাসেন।"

সুহাসিনীর স্বামী তাহার উপরের বসিবার ঘরে কৌচের উপর বসিয়া সবে মাত্র সিগারেট ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সুহাসিনী খুকীকে কোলে লইয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ হাসিতে ভরা। সুহাসিনী অগ্রসর হইয়া গিয়া খুকীকে কৌচের অন্যধারে বসাইয়া উভয়ের মাঝখানে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর বুকের উপর মাথাটী রাখিল।

স্বামী তাহার দেহলতা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি কখন বাপের বাড়ী থেকে এলে? ক'দিন যে কি কষ্টে কাটিয়েছি, তা' তোমায় কি বলব।"

সুহাসিনী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমারও এ ক'দিন কিছুই ভাল লাগেনি, রাত্তিরে একেবারে ঘুমুতেই পারিনি।"

খুকী তখন আপন মনে খেলা করিতেছিল। পাঁচ দিন বিচ্ছেদের পর স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে কাছে পাইয়া বিমল আনন্দে এমনি অভিভূত হইয়াছিল যে, কিছুক্ষণের জন্য খুকীর কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। খুকীর দিকে লক্ষ্য

করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। খানিক পরে সুহাসিনীর চূর্ণ কুন্তল লইয়া আদরে নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার স্বামী কহিল, "তোমার কোলে কার একটী ছেলে দেখলাম না?"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "ছেলে নয়, মেয়ে। তুমি ছোট ছেলে-মেয়ে খুব ভালবাস, তাই খুকীকে আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি।" এই বলিয়া স্বামীর স্নেহ-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া খুকীর দিকে ফিরিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি সুন্দর মেয়ে দেখ দেখি।"

খুকীর মুখের দিকে চাহিতেই তাহার স্বামীর দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল। সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার হাত হইতে জলন্ত সিগারেট মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সুহাসিনী হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। খুকীও একদৃষ্টে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল, "বাবা।"

সুহাসিনীর স্বামীর অসাড় দেহ ধরিয়া কে যেন প্রবলবেগে নাড়া দিয়া গেল। সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া আবার কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইল। হঠাৎ এক সময় তাহার মনে হইল, অপর একটী মেয়েকে তাহার সেই খুকী বলিয়া ভ্রম হওয়া ত বিচিত্র নয়! কিন্তু মেয়েটী যে তাহাকে স্পষ্ট 'বাবা' বলিয়া ডাকিল। সে আর একবার খুকীর মুখের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত

করিল। এ যে সেই মুখ! এমন সময় খুকী আবার ডাকিল, "বাবা"। এ যে সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর,—যে কণ্ঠস্বরে একদিন তাহার বুকখানি ভরিয়া যাইত! কেমন করিয়া, কোথা হইতে সুহাসিনী ইহাকে পাইল? তবে কি তাহার সেই নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতা নৃশংস হৃদয়হীনতার কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, প্রকাশ হইয়া পড়িলেই সে রক্ষা পায়। আর এ ভাবে সে জীবন বহন করিতে পারে না! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক!

সুহাসিনী এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল। এবার উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিল, "তোমার অসুখ কচ্চে?"

বিমান জোর করিয়া মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠেছে।"

সুহাসিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "মাথায় একটু গোলাপ জল দিয়ে দিই, ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে বলি?"

তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিমান ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কিছু কত্তে হ'বে না, মাথা ধরেছিল, সেরে গেছে।"

সুহাসিনীর চিন্তাভারাক্রান্ত মন এই কথায় হাল্‌কা হইয়া গেল। প্রফুল্লমনে সে কহিল, "আঃ বাচ্‌লাম, আমার এম্‌নি ভয় কচ্ছিল!"

সুহাসিনীর কথাবার্ত্তা ও মুখের ভাবে বিমান বুঝিল যে, খুকীর পরিচয় সুহাসিনী পায় নাই। তাই তাহার কৌতূহলও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আর এক জনের কথা জানিবার

জন্য তাহার উৎসুক্য বাড়িয়া উঠিল, সুশীলা কোথায় আছে, কেমন আছে?

সুহাসিনী কহিল, "তুমি ছেলে-মেয়ে এত ভালবাস, কৈ খুকীকে ত একবারও কোলে নিলে না? তোমার অসুখ নিশ্চয়ই সারেনি।"

জোর করিয়া হাসিয়া বিমান কহিল, "নিশ্চয়ই সেরেছে।"

খুকী আবার ডাকিয়া উঠিল, "বাবা"।

সে কথায় কান দিবার মত মনের অবস্থা এতক্ষণ সুহাসিনীর ছিল না। এইবার সে খুকীর গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, "দূর পোড়ারমুখী, কাকে বাবা বলছিস্?" এই বলিয়া বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আহা! ওর বাবাকে কত দিন দেখেনি, তবু এখনও ভুলতে পারেনি। এ কি ভোলবার জিনিষ? তোমার কোলে যাবার জন্যে কি রকম ছট্‌ফট্‌ কচ্চে, দেখ না? মনে কচ্চে, এই বুঝি আমার বাবা এসেছে। একটু কোলে নাও, আমি আর ধ'রে রাখতে পাচ্ছি না।"

বিমান কম্পিতহস্তে খুকীকে কোলে তুলিয়া লইল; আনন্দ, বেদনা, লজ্জা ও ভয়ে তাহার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

খুকী তাহার কোলের উপর দাঁড়াইয়া দুইখানি কচি হাত তাহার গালের উপর রাখিয়া কহিল, "বাবা, মা? তাহার ইচ্ছাটা, তাহার বাবা তাহাকে কোলে করিয়া এখনই তাহার মা'র নিকট লইয়া যায়।

সুহাসিনী হাসিতে হাসিতে তাহার স্বামীর দেহের উপর

চলিয়া পড়িল। হাসি থামিলে খুকীর পিঠের উপর ছোট্ট একটা চড় মারিয়া কহিল, "চল্ একবার সুশীলা দিদির কাছে!"

বিমান চমকিয়া উঠিল, তাহা হইলে সুশীলা বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে এবং এই গৃহে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ কি অদৃষ্টের কঠোর নিদারুণ পরিহাস!

সুহাসিনী এইবার মেয়েটীর পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। স্বামীপরিত্যক্তা সুশীলা দিদি তাহার এই মেয়েটী ও ছোট বোন্‌টীকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কি নিদারুণ কষ্ট, কি মর্ম্মঘাতী অপমান। সহ্য করিয়া কালীঘাটের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে। অতি করুণভাবে তাহারই বর্ণনা করিয়া গেল। বিমানের হৃদয়মধ্যে কি ঝড় বহিতেছিল, তাহার কোন সংবাদই সুহাসিনী পাইল না, সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন সুশীলা দিদি ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তাহার জননী উপস্থিত না থাকিলে সুশীলা দিদির সে দিন পথে পড়িয়াই অপঘাতে মৃত্যু হইত। খুকী ও নীলা না খাইয়া শুকাইয়া মরিত। সুশীলা দিদির দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া জননী তাহাকে গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। বিমান হৃদয়ের ভিতর এক সঙ্গে শত বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, হাসি রক্ষা কর, রক্ষা কর। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। একটু থামিয়া সুহাসিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিল,

"আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, যে লোকটা এম্‌নি করে স্ত্রী ও কন্যা ফেলে পালায়, সে মানুষ, না পশু? তার মত নিষ্ঠুর হতভাগা লোক কি আর আছে? কিন্তু স্বামীর ওপর সুশীলা দিদির এতটুকু রাগ দেখলাম না। সে বলে, তিনি কি আমার জন্য কম কষ্ট সহ্য করেছেন। সুশীলা দিদি যা-ই বলুক না কেন, আমি যদি একবার তার দেখা পাই, তবে আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দিয়ে দিই। সে না-কি আবার বড়-লোকের ছেলে, বাবার অমতে বিয়ে করেছিল। অমন বড়-লোকের মুখে ছাই। ছেলে বউ দু'টি ভাতের জন্যে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাবে, আর উনি বাড়ী ব'সে রাজভোগ খাবেন। আমি সুশীলা দিদির মুখের ওপর ব'লেছি এত বড় অন্যায় ভগবান কিছুতেই সহ্য করবেন না। আচ্ছা, তুমিই বল না, কথাটা কি অন্যায় বলেছি?"

বিমান কোন রকমে খুকীকে ধরিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে কথা-গুলি শুনিয়া গেল। এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। সুহাসিনী জানে না যে, তাহার শ্বশুর ও স্বামীকেই সে গালি গালাজ করিতেছে, অভিসম্পাত দিতেছে! এখন কি করিবে, বিমান তাহাই ভাবিতে লাগিল। সুশীলাও নিশ্চয় জানে না সে কোথায় আসিয়াছে, কিন্তু অবিলম্বেই সে জানিতে পারিবে। তখন তাহার অবস্থা কি হইবে? বিমানের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় তাহার পিতা কি কাজের জন্য তাহাকে ডাকাইয়া

পাঠাইলেন। বিমানের মনে হইল সে যেন একটা ভীষণ বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল।

সুহাসিনী খুকীকে কোলে লইয়া সুশীলার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ভাই সুশীলাদি' বড্ড দেরী হ'য়ে গেল, না?"

খুকী জননীর কোলে গিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা, বাবা।"

সুহাসিনী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "খুকী আজ ওঁকে এমন অপ্রস্তুত করেছে, ভাই। দেখে অবধি কেবল 'বাবা, বাবা' করে ডেকেছে। ওর কি আর জ্ঞান বুদ্ধি কিছু হয়েছে, মনে করলে এই বুঝি ওর বাবা।"

সুশীলা খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে অব্যক্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিল, আহা! হতভাগিনী খুকী ত জানে না, তাহার বাবা আর তাহাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে না, অভাগিনী যে চিরতরে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেমন করিয়া সে খুকীকে বুঝাইবে 'বাবা' বলিয়া ডাকিবার কেহ তাহার নাই।

সুহাসিনী কহিল, "খুকী অনেকক্ষণ কিছু খায়নি, আমি ঝিকে দুধ আনতে বলে আসি।" এই বলিয়া সে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

[১১]

সুশীলা একাকী বসিয়া খুকীকে আদর করিতে লাগিল। খুকী আজ তাহার মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কখনও বা জননীর গাল ধরিয়া, কখনও বা চুল ধরিয়া, কখনও বা কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল এবং কেবলই বলিতেছিল, "বাবা, বাবা।" তাহার ইচ্ছাটা বাবার কাছে তাহার মাকে টানিয়া লইয়া যায়।

সুশীলা খুকীর মনের ভাবটা অনুমান করিয়া লইয়া কহিল, "ছিঃ, ও কথা কি বল্‌তে আছে!"

হঠাৎ খুকী তাহার কোল হইতে নামিয়া ছুটিতে ছুটিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সুশীলা তাহাকে ধরিবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। দ্বারের সম্মুখে কে ও? সে কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে?"

এমন সময় খুকী 'বাবা' বলিয়া বিমানের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিল। সুশীলা কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় সহসা ভূপতিতা হইল।

সুহাসিনী বিমানের পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি এখানে দাড়িয়ে কেন, ভেতরে চল না? ও যে সুশীলা দিদি।"

বিমান দুই হাতে দরজা ধরিয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়াছিল, সুহাসিনীর কথা তাহার কানেও গেল না।

খুকী আবার ডাকিল, "বাবা।"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "সুশীলা দিদি, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ্‌চ ভাই। দূর্‌ পোড়ারমুখি, আবার বাবা বলে।"

বিমান কোন রকমে খুকীর হাত দু'খানি সরাইয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

কি যে কাণ্ড ঘটিল, সুহাসিনী তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। বিমানের পাংশু মুখও সে দেখিতে পাইল না। সে মনে করিল, অপরিচিতা রমণীকে দেখিয়া বিমান লজ্জায় পলাইয়া গেল। খুকী 'বাবা, বাবা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, সুহাসিনী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূলুণ্ঠিতা সুশীলার নিকট আসিয়া বলিয়া উঠিল, "সুশীলা দিদি, এ তোমার ভারি অন্যায় ভাই, ওকে দেখে আবার লজ্জায় মুখ গুজে পড়ে আছ! তাই উনিও পালিয়ে গেলেন!" একটু থামিয়া আবার কহিল, "তুমি ত আর ওকে আগে দেখনি, চিনবে কি করে; হঠাৎ সামনে দেখে লজ্জা পাওয়ারই ত কথা। দাঁড়াও না সুশীলা দিদি, আমি তাঁকে এখনই ধ'রে নিয়ে আসচি।"

কোমল গালিচার উপর পতিত হওয়ায় সুশীলা দেহে কোন আঘাত পায় নাই, কিন্তু তাহার বুকখানা কে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিল, তাহার দেহের শক্তি যেন একেবারে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে কোন রকমে দুই হাত বাড়াইয় সুহাসিনীর পা জড়াইয়া ধরিল।

সুহাসিনী ব্যস্ত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইতে লইতে কহিল, "ওকি, সুশীলা দিদি?" তার পর অভিমান-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "ওঁর সামনে বেরুতে তোমার যদি এতই লজ্জা হয়, সুশীলা দিদি, তা' হ'লে ওঁরই বা আস্‌বার দরকার কি? বেশ আমি ডাকতে যা'ব না।"

সুশীলা একটী দিনের জন্যও যাহা কল্পনায় আনিতে পারে নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কি কঠিন মর্ম্মঘাতী আঘাতের বেদনা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা এক অন্তর্যামীই জানেন। বিমান শুধু পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে নাই, বিবাহ করিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছে। এত বড় নিষ্ঠুর, এত বড় হৃদয়হীনও মানুষ হইতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, তবে কি বিমান এতদিন তাহাকে কুলটা ভিন্ন আর কিছু ভাবে নাই, বিবাহের মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়াছে? নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিল। আজ যদি সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইবে? সংসারের লোক ত বাহিরের ঘটনা দেখিয়াই বিচার করিবে, মনের ভিতরকার সংবাদ ত কেহ লইবে না। সে বিধবা, একজন যুবকের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, অতএব সে কুলটা,—ইহাই ত সকলে সিদ্ধান্ত করিবে, সে যে স্বামীজ্ঞানে বিমানকে এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, এ কথা ত কেহ বিশ্বাস করিবে না! কেন করিবে? বাহিরের লোকেরই বা দোষ কি? উঃ, আর ত সে ভাবিতে পারে না

এখন সে কি করিবে,—কোথায় যাইবে? তাহার খুকীর দশা কি হইবে—তাহার নীলার দশা কি হইবে? তাহার মাথার মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। ওগো সে কি করিবে! কি করিবে? উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, যে তাহার সহিত এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, হঠাৎ এক সময় যে তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাকে সে সহজে মুক্তি দিবে না, এই অন্যায়ের সে কঠিন প্রতিশোধ লইবে। তাহার ত ইহকাল পরকাল দুইই গিয়াছে, তাহার স্নেহের পুত্তলী খুকী ও আদরের ভগিনী নির্ম্মলার শাস্তিভোগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার আর ভয় কিসের? আঘাতের প্রথম মুখে সুশীলা স্থির করিয়াছিল যে, খুকীকে লইয়া এই রাত্রেই এ গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, কিন্তু সে মত তাহার বদলাইয়া গেল। এইবার সে স্থির করিল, স্বেচ্ছায় সে গৃহ ছাড়িয়া যাইবে না, এবং যতদিন না তাড়িত হয়, ততদিন সে বিভীষিকার মত এ গৃহে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে! সে মনের মধ্যে একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করিল। কখন যে তাহার চোখের উপর দিয়া রাত্রি পোহাইয়া গেল, সে তাহা জানিতেও পারিল না। অরুণের প্রথম আলোক স্পর্শে খুকীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সুশীলা তাহাকে কোলে লইয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজিকার প্রভাত যেন তাহার নিকট এক ভীষণ সুন্দর নূতন রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

অল্পক্ষণ পরে সুহাসিনী তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত

হইল। শুষ্ক বিষণ্নমুখে কহিল, "কাল, ভাই উনি সারা রাত ঘুমুতে পারেন নি, কেবল ছট্‌ফট করেছেন। মাথায় গোলাপ জল দিতে গেলাম, হাত থেকে বাটীটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি ত, ভাই, ভয়ে মরে যাই। বাবাকে খবর দিতে চাইলাম, উনি ধম্‌কে উঠে বল্লেন, কেন বিরক্ত কচ্ছ, আমার কিছু হয়নি। ভোর হয় হয় এমন সময় আমার একটু তন্দ্রা এল; তন্দ্রা ভাঙ্গতেই চেয়ে দেখি, তিনি কখন উঠে চ'লে গেছেন। তাঁর নিশ্চয়ই কিছু একটা অসুখ করেছে, কিন্তু কেন যে তিনি তা লুকোতে চাচ্ছেন, তা' বুঝতে পাচ্ছি না। আমি এখন কি করব ভাই, সুশীলা দিদি?"

সুশীলা মনে মনে তীব্র আনন্দ অনুভব করিল, সে কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুহাসিনী তাহার হাত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ করো না, সুশীলা দিদি।"

সুহাসিনীর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া এবং ব্যথিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুশীলার মন ভিজিয়া গলিয়া গেল, সমবেদনায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। কল্য রাত্রের আঘাতের তীব্র বেদনা এবং প্রতিশোধ লইবার উৎকট উত্তেজনায় সুহাসিনীর কথা একবারও তাহার মনে পড়ে নাই, আজ সেই কথাটা তাহার মনে হইল। তাহাকে অভাগিনী ভিখারিণী জানিয়াও ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ সুহাসিনী, ধনী দরিদ্রের ভেদ ভুলিয়া, সহোদরা ভগিনীর ন্যায় আদর যত্ন করিতেছে তাহাকে সখীরূপে বন্ধুরূপে

এ গৃহে স্থান দিয়াছে। সে কি ক্রূর সর্পের ন্যায় তাহাকেই দংশন করিবে? বিমানের উপর প্রতিশোধ লইতে গেলেই ত সুহাসিনীকে আঘাত দেওয়া হইবে। যদি তাহার মরিতেও হয়, এ কাজ সে কিছুতেই করিতে পারিবে না। নূতন চিন্তা তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল। আর এক বার সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া জোর করিয়া সমস্ত চিন্তাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া গভীর স্নেহে সুহাসিনীর হাত ধরিল, কিন্তু কি যে বলিবে, কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সুশীলা কহিল, "সেরে যাবে, ভয় কি ভাই।" এইরূপ একটা সান্ত্বনার বাক্যই সুহাসিনী খুঁজিতেছিল, তাহার বিমুগ্ধ মনের ভিতর সে অনেকটা শান্তি পাইল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর সুহাসিনী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রতিদিনকার মত বিমান শয্যার উপর শুইয়া আছে। বিমানের মুখে কল্য রাত্রিকার সে চাঞ্চল্য, সে বিষণ্ণভাব আর নাই। সুহাসিনী তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্লমুখে তাহার পার্শ্বে বসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "অমন ক'রে বুঝি রোদ্ লাগাতে হয়, কাল সারারাত্রি নিজে কষ্ট পেয়েছ, আমাকেও কষ্ট দিয়েছ। এই সারা সকালটা বাইরে ব'সে আবার অসুখের ওপর কাজ কল্লে, একবার ভেতরে অবধি এলে না। আমি যে কি রকম ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়িয়েছি, তা' আর কি বল্‌ব! শরীরের ওপর এ রকম অযত্ন কর্‌লে ত চলবে না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "এবার থেকে খুব যত্ন করব।" একটু থামিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "কালকের সেই মেয়েটী কোথায়? তাকে যে বড় আননি?"

সুহাসিনী খুসী হইয়া কহিল, "আমি এখনই নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সুশীলা দিদি তাকে কিছুতেই দিলে না, বল্‌লে কাল অত অসুখ করেছে আজ আবার গিয়ে জ্বালাতন করবে, আমি কত ক'রে বল্লাম, তাঁর অসুখ সেরে গেছে, তিনি চাইছেন, খুকীও আসবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল, সুশীলা দিদি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে বল্লে, ও ভারি অসভ্য এখনই গিয়ে যা তা বলবে। ওই ত কাচ মেয়ে, ওর কি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তুমিই বল না? কি কর্‌ব, পরের মেয়ে জোর ক'রে ত আনতে পারি না।"

বিমান কোন রকমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই ভাবে দিন চারেক অতিবাহিত হইয়া গেল, সুশীলা জিদ্‌ ধরিয়া বসিল, সে কিছুতেই খুকীকে বিমানের কাছে যাইতে দিবে না। সুহাসিনীর অনুনয় বিনয় সাধ্য-সাধনা কিছুতেই সুশীলা টলিল না। সুহাসিনীর ভারি রাগ হইল, তাহার ইচ্ছা হইল সুশীলাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

এই কয়েক দিন বিমান অকারণে যখন তখন বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, প্রথম দুই একবার সুশীলা তাহার সাম্‌নে

পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র সুশীলা ঘোমটা টানিয়া খুকীকে কোলে লইয়া, তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর হইতে সুশীলা এম্‌নি সতর্ক হইয়া আছে যে, বিমান অকস্মাৎ বাড়ীর ভিতরে আসিয়াও আর তাহার দেখা পায় না। সুশীলার এই ব্যবহার সুহাসিনীর নিকট ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। এ কি অন্যায় জিদ্, এ কি অন্যায় লজ্জা! একবার মুখ ফুটিয়া সুহাসিনী বলিয়া ফেলিল, "এ রকম করলে কি ক'রে এখানে থাকা হয়, সুশীলা দিদি?"

সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। খানিক পরে চোখ মুছিয়া কহিল, "দয়া ক'রে জায়গা দিয়েছ, তাড়িয়ে দিলেই চ'লে যাব।"

সুহাসিনী অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও ব্যথিত হইয়া কহিল, "আমি না বুঝে কথাটা ব'লে ফেলেছি ভাই, আমায় মাপ কর, সুশীলা দিদি।"

সুশীলা অভিমানজড়িত কণ্ঠে কহিল, "ও কথা ব'লে আমায় মিছেমিছি কেন অপরাধী কচ্ছ?"

সুহাসিনী তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো অমন কথা বলব না ভাই, তোমায় সত্যি বলছি, আমি তোমায় নিজের দিদির মত দেখি। তাই ওকে দেখে তুমি লজ্জা কর ব'লে আমার ভারি দুঃখ হয়।"

সুশীলা যতই বিমানের সম্মুখ হইতে পলাইয়া বেড়াইতেছিল, বিমানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ততই উগ্রভাবে তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল। বিমান তাহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, সে যে

বিমানকে তাহার জীবনের আরাধ্য দেবতা ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারে না। তাহার জীবনের অনেক সাধই ত অপূর্ণ রহিয়াছে এবং অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। তবে কেন সে প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া কাছে বসিয়া, মুখোমুখি হইয়া তাহার জীবনদেবতাকে দেখিবে না, তাহার সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্য হইতে এম্নি ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করিবে; অভাগিনী খুকীর কচি কোমল হৃদয়ে কেনই বা নির্ম্মমভাবে আঘাত দিবে, এই সব কথা বারংবার তাহার মনে পড়িতেছিল। তাই, সুহাসিনীর কথায় সে নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। কঠিন হইবার, নিষ্ঠুর হইবার, বিভিষীকার মত গৃহে বিচরণ করিবার, সুহাসিনীর নিকট অকৃতজ্ঞ না হইবার সমস্ত সঙ্কল্প সুশীলা আজ বিসর্জ্জন দিতে বসিল, সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "তুমি যদি খুসী হও, বোন্, তা' হ'লে আমি আর লজ্জা কর্‌ব না।"

সুহাসিনীর ব্যথিত অপ্রসন্ন মন নির্ম্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে হাসিয়া কহিল, "উনিও কত খুসী হবেন, সুশীল দিদি। তুমি ওঁকে দেখে লজ্জা কর, ওঁর সঙ্গে কথা বল না, উনি সে, জন্য কত দুঃখ কচ্ছিলেন।" সুশীলার অন্তর আনন্দ-বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

সুহাসিনী কহিল, "তা হ'লে ওঁকে এখন ডেকে পাঠাই সুশীলা দিদি?"

সুশীলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, থাক্।"

সুহাসিনী মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুশীলার মনে হইল, সে যেন একটা আশু বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল।

তখন অপরাহ্ণ; সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার জন্য কিরণজাল গুটাইতেছিলেন। সুহাসিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "বেলা পড়ে গেছে, চল ভাই, সুশীলাদিদি, কাপড় কেচে আসি।"

[১২]

সন্ধ্যার পর খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া সুশীলা হাতের উপর মাথা রাখিয়া তাহারই পাশে শুইয়াছিল, তাহার মাথায় কাপড় ছিল না, বৈদ্যুতিক আলোয় সমস্ত ঘরখানি জল্‌জল্‌ করিতেছিল। সুহাসিনী এতক্ষণ তাহাদের কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল, এইমাত্র সে উঠিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় হাসিয়া বলিয়া গিয়াছে 'আমি দেখে আসি উনি কোথায় আছেন। ফিরে এসে ওঁর কাছে তোমায় কিন্তু নিয়ে যাব, সুশীলাদিদি। তুমি নিজের মুখে স্বীকার করেছ, ওঁর সামনে বেরুবে, আর কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না, তা', তোমায় বলে যাচ্ছি।' সেই কথাই শুশীলা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল। এত দিনকার অদর্শনের পর, এত বড় নিষ্ঠরতার পর, প্রথম দর্শনের লজ্জা, সঙ্কোচ ও আঘাত কেমন করিয়া সে কাটাইয়া উঠিবে? পাঁচটা বছর অহরহঃ যাহার কাছে থাকিয়া, যাহার সেবা যত্ন করিয়া, যাহার প্রাণঢালা আদর-লাভ করিয়া, যাহাকে নারীর সর্ব্বস্ব দান করিয়া, তাহার প্রতি-

দান পাইয়াও মনের আশা মিটে নাই, আজ কি না তাহার সম্মুখে একজন অপরিচিত নারীর বেশে সসঙ্কোচে বসিয়া থাকিতে হইবে, প্রাণ খুলিয়া, মন খুলিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না!

এমন সময় সুহাসিনী বিমানের হাত ধরিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি সতর্ক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সুশীলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াই হাসিয়া উঠিল।

সুশীলা চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই প্রথমেই বিমানের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। সুহাসিনী যে এইরূপ মতলব করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল সুশীলা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহার সারা দেহ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "এই না বল্লে, তুমি আর লজ্জা করবে না, সুশীলা দিদি? এ কিন্তু ভাই তোমার ভারি অন্যায়।" এই বলিয়া সে সুশীলাকে ধরিয়া টানা-টানি করিতে লাগিল।

মাথায় কাপড় দিবার কথা সুশীলার এতক্ষণ মনে ছিল না, এইবার তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া নিরুপায় হইয়া সে উঠিয়া বসিল এবং নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে কতকটা সংযত করিয়া পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তাহার ঘোমটার ঘটা দেখিয়া সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "তুমি কি ভাদ্র বৌ না কি সুশীলা দিদি, যে এক হাত ঘোমটা

দিয়েছ? এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।" এই বলিয়া চক্ষের নিমেষে সুশীলার ঘোমটা তুলিয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিমান নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সুহাসিনীর এই বালিকাসুলভ সারল্য দেখিয়া মনে মনে বেদনামিশ্রিত কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল।

সুশীলা আর ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিল না। তাহার মনে হইল সে ত এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাহার লজ্জা ও ভয়ে তাহাকে মুখ লুকাইয়া থাকিতে হইবে।

এইবার সুহাসিনী বিমানকে লইয়া পড়িল। তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "বাঃ রে! চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? কথা বল।"

বিমান মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিল, "কি কথা বল্‌ব, তুমি বলে দাও।"

সুহাসিনী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "বেশ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।" হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে একটু থামিয়া কহিল, "প্রথমেই ত তোমার একটা মস্ত বড় ভুল হ'য়ে গেছে। তুমি ত জান, আমার দিদি, কৈ প্রণাম কর্‌লে না ত? আগে প্রণাম কর, তার পরে, কি বলতে হ'বে, শিখিয়ে দেব।"

সুশীলা সুহাসিনীর বসনপ্রান্ত ধরিয়া টানিয়া চাপা গলায় কহিল, "কি ছেলেমানুষী হচ্ছে?

সুহাসিনী কহিল, "ছেলেমানুষী আবার কি! তুমি আমার

দিদি, ওঁর চেয়ে মান্যে বড়, উনি তোমায় প্রণাম করতে বাধ্য, কেন করবেন না, তুমিই বা তোমার পাওনা ছাড়বে কেন সুশীলা দিদি ?”

সুশীলা খাটের একধারে বসিয়াছিল। কি ভাবিয়া বিমান ধীরে ধীরে খাটের আর একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া নত হইয়া গদীতে মাথা ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, “মাপ চাইছি।” তাহার গলার স্বর কাঁপিতেছিল। সুশীলা, অত্যন্ত জড়সড় হইয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, “লজ্জায় যে তোমার একেবারে কান পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে গিয়েছে, সুশীলা দিদি! কিন্তু এক কথায় মাপ করো না, এত বড় ভুল ক'রে কেন ?”

বিমান যেন তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল, “কেন যে এত বড় ভুল ক'রে ব'সেছি তা' আমি এখনও বুঝতে পারিনি। সেই অবধি আমি তুষের আগুনে জলচি—আর এমন কাজ কখনও করব না।”

সুহাসিনী কহিল, “আমি সুশীলাদিদির হ'য়েই বলছি, আর পায়ে ধরতে হ'বে না। কিন্তু এত বড় ভুল আর কখনও করো না।” তার পর সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল, “এইবার তুমি মাপ করতে পার ভাই,” বলিয়াই হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় কি এক বৈষয়িক কাজের জন্য বিমানের ডাক পড়িল। সে সুশীলার দিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া অনিচ্ছাসহকারে নীচে চলিয়া গেল।

সুহাসিনী কহিল, "এবার ত আমিই তোমার হ'য়ে সব কথার উত্তর দিলাম, সুশীলা দিদি। কিন্তু আর দেব না তা' ব'লে রাখ্ছি।"

সুশীলা হাসিল; সে বড় দুঃখের হাসি, বেদনার হাসি! যাঁহার সহিত পাঁচ বৎসর দিবারাত্র কথা বলিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না, আজ তাঁহারই সম্মুখে তাহাকে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং আর এক জনের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার সহিত কথা বলিতে হইবে। এ যেন তাহার নূতন জীবন পরিগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া ফিরিয়া আসার মত! সব চেয়ে তাহার নিকট হাস্যকর ও বেদনাদায়ক ঠেকিল, সুহাসিনীর এই মধ্যবর্ত্তিতা এবং কথা বলাইবার এই সরল সস্নেহ সহোদরোচিত গভীর ব্যাকুলতা। সুশীলা বুঝিল, প্রথম দর্শনের শঙ্কা-সঙ্কোচ যখন এইভাবে কাটিয়া গেল, তখন বিমানের সম্মুখে বাহির হওয়া এবং তাহার সহিত কথা বলা ক্রমে সহজ হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু এই ভাবে কয়দিন চলিবে, ইহাই তাহার প্রধান ভাবনার বিষয় হইল। যদি একদিন জানাজানি হইয়া যায় তখন তাহার অবস্থা কি হইবে? বিমান নিজমুখে স্বীকার করিয়া গেল, সে অনুতপ্ত কিন্তু আজ যে সে বিমানকে আর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না। যে তাহাদের নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতিতে পারে, তাহার পক্ষে এ অনুতাপ যে ক্ষণস্থায়ী নহে, তাহা কে

বলিতে পারে? এই প্রকারের চিন্তা সুশীলাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

সুশীলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিল তখনও রাত্রি একেবারে শেষ হয় নাই, তবে উষার আগমন সূচনা করিয়া দুই একটা পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুকী তাহার পাশেই ঘুমাইতেছিল। সুশীলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। শীতের হাওয়া তাহার মুখে আসিয়া লাগিল, কিন্তু সে হাওয়া তখনও তেমন কন্‌কনে হয় নাই, বাহিরের ধূসর আকাশের যেটুকু আশ-পাশের বাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, গরাদে ধরিয়া সেই খণ্ড আকাশটুকুর পানে চাহিয়া নিঃশব্দে সুশীলা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে উষার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধূসরতা কাটিয়া গিয়া আকাশ নির্ম্মল পরিষ্কার হইয়া গেল। সুপ্ত নগরীর রাজপথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইল, মাঝে মাঝে মোটর ও অশ্বযান রেল-পথের যাত্রী লইয়া সশব্দে ছুটিয়া গেল। সে বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে কালীঘাটের সেই বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিন এমনি প্রত্যূষে বিমানের পাশে দাঁড়াইয়া, তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে মুহুর্মুহু চাহিয়া স্নানযাত্রী-দের কোলাহল শুনিয়াছে, আজ সেই বিমানের সহিত এক গৃহে বাস করিয়া তাহার এত নিকটে থাকিয়াও, সে আজ কত দূরে! এমন সময় খুকী জাগিয়া উঠিয়া ডাকিল, "মা।"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া লইল। তখন প্রভাতের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সুশীলা খুকীকে কোলে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দা পার হইয়া সুহাসিনীর কক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত রাখিয়া প্রতিদিন ইহার বহু পূর্ব্বেই বিমান কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়, আজও দ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত রাখিয়া তেম্‌নি বাহির হইয়া গিয়াছিল। ভিতরে প্রবেশ করিতেই সুশীলা দেখিল, সুহাসিনী সবেমাত্র ঘুম-চোখে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। চোখ টানিয়া চাহিয়া সুহাসিনী কহিল, "আজ বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে, না সুশীলা দিদি? ভোর-বেলায় ঘুমটা যেন আরো চেপে আসে, উনি যে কখন উঠে যান তা' আমি ঠিকও পাইনে। ওঁকে এত ক'রে বলি, আমায় ডেকে দিয়ে যেও, তা' উনি কিছুতেই শোনেন না। বলেন, ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে অসুখ কর্‌বে যে।"

সুশীলারও দুই একদিন ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া যাইত। কেন বিমান তাহাকে ডাকিয়া দেয় নাই, এই অনুযোগ করিলে, বিমানের নিকট হইতে সে এই একই উত্তর পাইত, সেই কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বিমান বালিশের নীচে চাবি ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহা লইবার জন্য কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সুশীলা তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু সুহাসিনীর সঙ্গে

বিমানের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে হাসিয়া শিথিল বসন সংযত করিতে করিতে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কহিল, "আজও বুঝি আবার চাবি ফেলে গেছ?"

সুশীলা চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া স্রস্ত কবরীর উপর আঁচল টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। খুকী বিমানের দিকে চাহিয়া জননীর কোল হইতে নামিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডাকিল, "বাবা"।

সুহাসিনী তরলভাবে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দূর্ পোড়ারমুখী, বাবা না, বল্ মেশো মশায়।"

খুকী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "মেছো না, বাবা।"

সুশীলা তাহাকে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া গাল টিপিয়া দিল।

সুহাসিনী কহিল, "ওকে মার্‌ছ কেন সুশীলা দিদি! হয় ত ওর সেই পাষণ্ড বাবার চেহারার সঙ্গে ওঁর চেহারার কিছু মিল আছে, ও তাই ওঁকে বাবা ব'লেই ধরে নিয়েছে। ও আর কি বোঝে বল!" এই বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বিমানের দিকে চাহিয়া কহিল, "এই ত খুকী খুকী কচ্ছিলে, এখন কোলে নিচ্ছ না যে?"

বিমান কটাক্ষে সুশীলার দিকে চাহিয়া লইয়া সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "যার মেয়ে সে যদি না দেয়, আমি কি জোর ক'রে কেড়ে নিতে পারি।"

সুহাসিনী কহিল, "বাঃ রে! ও কি রকম কথা হ'ল? মাস্ত

ক'রে কথা বল। 'সে' কি রকম, 'তিনি' বলতে জান না, এও আমার শিখিয়ে দিতে হ'বে না কি?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "ও কেমন হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এ সব দিকে তোমার ত খুব লক্ষ্য আছে, দেখ্‌ছি!" বেশ, আমি ভুল সেরে নিয়ে বলছি, উনি যদি না দেন, আমি কি কেড়ে নেব?"

সুশীলা তাড়াতাড়ি খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া গালিচার উপর দাঁড় করাইয়া দিল। খুকী বাবা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে টলিয়া টলিয়া বিমানের দিকে ছুটিল। বিমান দুই এক পা অগ্রসর হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিল। সুশীলার সারা দেহে পুলকের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বিমান যেন আপন মনে বলিতে লাগিল, "খুকীকে কোল থেকে নেবার অধিকারও আর আমার নেই, আমার মত লোক সত্যিই স্পর্শের অযোগ্য।"

সুহাসিনী তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কেমন কোল থেকে আর নাবিয়ে দেবে, কথা শুনলে ত? তোমার সঙ্গে ত আর ওঁর ভাশুর, ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক নয় যে, কোল থেকে নিলে তোমার জাত যেত?"

একটু ভাবিয়া সুশীলা কহিল, "তা যদি মনে করবার ক্ষমতা থাকত, তা' হ'লে সাম্‌নেই বেরুতাম না।"

বিমান খুসী হইয়া কহিল, "সেটা আপনার দয়া।"

সুশীলা চাপা গলায় উত্তর দিল, "আমি দুঃখী গরীব; দয়া

করবার অধিকার আমার নেই। আমি নিজেই দয়ার পাত্রী যে।"

সুহাসিনী ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "ও সব কথা বল্লে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'বে, সুশীলা দিদি।" একটু থামিয়া বিমানের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাঃ রে! তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি বসে থাকব! যদি নীচে যাবার তাড়াতাড়ি না থাকে, তবে দু' দণ্ড গল্পই কর না?"

বিমান কহিল, "না, তাড়াতাড়ি এমন কিছু নেই, আধ ঘণ্টা পরে গেলেও চলবে।"

সুহাসিনী খাট হইতে নামিয়া কহিল, "তা' হ'লে তোমরা বসে একটু গল্প কর, আমি চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।"

সুশীলা ক্ষিপ্রহস্তে তাহার বসনপ্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমারও যে চোখ মুখে জল দেওয়া হয় নি।"

বিমান সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমরা দু'জনেই চ'লে যা'বে, আমি একলা থাকব না কি?"

সুহাসিনী কহিল, "না, তা' কেন থাকবে।" তার পর সুশীলার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি দু' মিনিট বসো, সুশীলা দিদি, আমি এলাম ব'লে।"

সুশীলা মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাপা গলায় কহিল, "তুমি আমায় একলা ফেলে যেও না।"

সুহাসিনী কহিল, "তোমার লজ্জা দেখে বাঁচিনে। আমাদের

কেন এমন পর ভাব, ভাই? না, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌ব না, তোমার থাকতেই হ'বে।" এই বলিয়া সে এক রকম ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা এক হাতে দেওয়াল ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। খুকী বিমানের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে অতি সন্তর্পণে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া সে সুশীলার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে বৰ্দ্ধিত সে অভাবের কঠিন পীড়নে আত্মহারা হইয়া কত বড বিশ্বাসঘাতকতা, কত বড় নিষ্ঠুরতা করিয়া বসিয়াছে, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমান নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সহসা সুশীলার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল, "সুশি!"

সে বুক-জুড়ান কণ্ঠস্বরে, সেই মধুময় স্পর্শে সুশীলার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল! সে বিহ্বলের মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমানের মুখ দিয়াও আর কোন কথা বাহির হইল না।

এমনই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দূরে পদশব্দ শুনিয়া সুশীলা চমকিয়া উঠিয়া করুণ-চকিত দৃষ্টিতে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া হাতখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষণকাল পরে সুহাসিনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া কহিল, "বাঃ! তোমরা দু'জন চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে আছ?"

১৩

সে দিন বৈকালে স্থশীলা স্থহাসিনীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, এমন সময়, দূরে যোগেশের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "হাসি কোথায় রে।"

স্থহাসিনী কহিল, "এই যে দাদা, আমি। এখন থাক্ স্থশীলা দিদি।"

স্থশীলা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া দূরে সরিয়া বসিল। যোগেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মেঝের একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "এবার অনেক দিন আসতে পারিনি রে।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থহাসিনী অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার চেহারা অমন্ হ'য়ে গেছে যে! অস্থখ হ'য়েছিল বুঝি? কৈ ঠাকুরপো ত কিছু বলেনি? সে ত রোজই এসে বলে, সবাই ভাল আছে।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "যা' সত্যি, তাই ত বলবে, অস্থখ কল্লে ত বলবে অস্থখ করেছে? ক'দিন দেখিস্‌নি কি না, তাই মনে কচ্ছিস্ তোর দাদা বুঝি অস্থখ থেকে উঠে এসেছে। তোরা সব কল্পনা-রাজ্যের লোক কি না! যাক্, মা বলছিলেন, স্থশীলাকে আজ পাঠিয়ে দিতে, সে আর কদ্দিন কুটুম বাড়িতে থাকবে।"

স্থহাসিনী বলিল, "এবাড়ীতে কুটুম বলতে ত এক আমি। তা থাকলেই বা স্থশীলা দিদি আমার কাছে। ঐ ত স্থশীলা দিদি রয়েছে; তাকে জিজ্ঞাসা কর না দাদা, এখানে তার কোন

অসুবিধে বা কষ্ট হচ্ছে কি না। আমরা কাল গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করে আসব।"

যোগেশ কহিল, "তা' যাস্। জানিস হাসি, যামিনী সে দিন থেকে আর আমাদের বাড়ী আসে না। শুধু তাই নয়, সে চার দিকে ব'লে বেড়াচ্ছে, আমি না কি তাকে অপমান করেছি। তবে তার রাগ সব চেয়ে বেশী বিজনের ওপর।"

সুহাসিনী কহিল, "ঠাকুরপো আবার কি কল্লে? তুমিও ত দাদা, তাকে কিছু বলনি, বাবাও ত এমন কিছু বলেননি যাতে তার এত রাগ করবার কারণ হ'তে পারে।"

যোগেশ কহিল, "তা' হলে কি হ'বে; তার বিশ্বাস, বিজন তার নামে মিথ্যে ক'রে আমার কাছে লাগিয়েছে, আর আমি বাবাকে দিয়ে তাকে অপমান করিয়েছি। সে যা খুসী বলুক গে, তাতে কিছু যায় আসে না। তারই আগে থেকে এটা বুঝে চলা উচিত ছিল। বিভা এখন বড় হয়েছে, তা' ছাড়া বাড়ীতে আর পাঁচ জন লোকও এসেছে, তুইও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকিস্; এখন যখন তখন যার তার বাড়ীর ভেতর আসাটা কি ভাল? বাড়ীর ভিতরকার আবরু নষ্ট করার আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই।"

সুহাসিনী কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ দাদা। বাড়ীর ভেতর ত আর সব সময় সাবধান হ'য়ে থাকা যায় না; আমাদের স্বাধীনতা যা' কিছু ওই ঘরের ভেতরে। বাইরের নিঃসম্পর্ক লোক যখন তখন যদি বাড়ীর ভেতর যাতায়াত করে, তা' হ'লে

আমাদের অসুবিধেয় পড়তে হয় বৈ কি? এটা যে না বুঝতে পারে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তা'তে যদি কেউ রাগ করে, সে'টা তারই অন্যায়।"

যোগেশ কহিল, "তা' লোকে বোঝে কৈ, নিজের ভুল যে লোকে দেখতেই পায় না! তা' ত হল, কিন্তু বিভাও তার পর থেকে মুখভার ক'রে আছে। তার কথার ভাবে বুঝলাম, সে মনে করেছে, বিজন যামিনীকে কিছু বলেছে, তাই যামিনী এ বাড়ীতে আর আসে না।"

সুহাসিনী কহিল, "তাই বুঝি ঠাকুরপো এ কয় দিন আর আমাদের বাড়ী যায় নি? বিভারও কি এ রকম রাগ করা উচিত? মা তা'কে বড্ড বেশী আদর দেন কি না!"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "সে যে মার কুড়োনো মেয়ে রে! তা' ছাড়া মা যে কাকে আদর দেন না, তা' ত আমি জানি না। এই ত, আমরাই কি মাকে কম জ্বালাতন করি, কিন্তু একটা দিনও মা ধম্‌কে কথা বলেন না। আমরা যদি কখনও অন্যায় ক'রে ফেলি, মা হাসিমুখে এম্‌নি মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলেন যে, আমরা লজ্জায় পালাতে পথ পাই না।"

এমন সময় বিমানকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া সুহাসিনী মাথায় কাপড় দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সুশীলা এতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে ভ্রাতা-ভগিনীর কথা শুনিতেছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুহাসিনীর অনুসরণ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমান যোগেশের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল, "কতক্ষণ এসেছ হে? কি তর্ক হচ্ছিল এতক্ষণ তোমাদের? তোমার জুড়িটিকে দেখতে পাচ্ছি না যে, সে কোথায়?"

বিমানের এই কথা বলিবার ভঙ্গীতে যোগেশ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। এ কয় মাস সে ত প্রায় প্রতিদিনই এ গৃহে আসিয়াছে, বিমানের সহিতও তাহার দেখা হইয়াছে, কৈ বিমানের এমন হাসিখুসীভরা উজ্জ্বল মুখ সে ত পূর্ব্বে কোন দিন দেখে নাই! এমন সহজভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেও ত সে শোনে নাই। দেখা হইলে বিমান গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কেবল-মাত্র কুশলপ্রশ্ন করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

বিমান হাসিয়া কহিল, "যোগেশবাবু, হঠাৎ এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে? ভাই বোনে মিলে পরামর্শ চলছিল, আমি আসায় বুঝি বাধা পড়ল, বল ত না হয় আমি চলে যাই।"

যোগেশ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনাকে আগে কোন দিন ত এমনভাবে কথা বলতে শুনিনি, তাই কেমন নতুন ঠেকছে।"

বিমান তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "তাই না কি হে? আমি ত নিজে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। কি হে এর মধ্যেই খুব পড়তে আরম্ভ করেছ বুঝি? চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "আমিও ঠিক আপনার মতই কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।"

বিমান কহিল, "সেটা ঠিক বলেছ। যাক্ বিজন কোথায়? তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার।"

যোগেশ কহিল, "সে তার এক বন্ধুকে তুলে দিতে হাওড়া ষ্টেশনে গেছে। এখনই ফিরবে, সে না আসা অবধি আমিও যেতে পাচ্ছিনে।"

বিমান কহিল, "যাওয়ার জন্য এত তাড়াতাড়ি কিসের? বেশ, তা' হ'লে তোমরা গল্প কর, আমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।"

সুহাসিনী অপর কক্ষের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। তাহার দাদার সহিত তাহার স্বামীকে এইরূপ সহজভাবে কথা বলিতে শুনিয়া সে যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ পাইয়াছিল। বিমান চলিয়া গেলে সুহাসিনী ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "হ্যাঁ দাদা, নীলা কেমন আছে, তার কথা ত কিছু বল্‌লে না?"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "সে ভাল আছে। তুই তাকে নিয়ে সে দিন যে কাণ্ড ক'রে এসেছিস্, তারপর থেকে সে আমাকে দেখ্‌লেই লজ্জায় পালিয়ে বেড়ায়। এ সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করা ভারি অন্যায় হয়েছিল তোর।"

সুহাসিনী কহিল, "সত্যিই, দাদা, আমার খুব ইচ্ছে ছিল এবং এখনও—"

যোগেশ বাধা দিয়া কহিল, "সে তোর বৌদিদি হয়, এই তো? কিন্তু তুই ত জানিস, আমি আর বিজন ঠিক করেছি যে, এখন আমরা বিয়ে করব না। তবে, জেনে শুনে এ কাজ কেন কল্লি? এই ত তোর দোষ!"

নির্ম্মলাকে ক'নে সাজাইয়া যোগেশের সম্মুখে উপস্থিত করার পর যে দুই তিন দিন সুহাসিনী পিতৃগৃহে ছিল, সে' দুই তিন দিন, সে যথাসম্ভব যোগেশের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিয়াছে। পাছে যোগেশ তাহাকে তিরস্কার করে এই তাহার ভয়। আজ যোগেশ যখন নিজে সেই কথা উত্থাপন করিল, তখন প্রথমে তাহার সত্যই ভয় হইয়াছিল, কিন্তু সেই আলোচনার মধ্যে যোগেশের সস্নেহ অনুযোগ ছাড়া ক্রুদ্ধ ভৎর্সনার আভাষ মাত্র দেখিতে না পাইয়া সুহাসিনীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, নিরুদ্বেগে পরিহাস করিয়া সে কহিল, "তোমরা দু'জনে 'চিরকুমার সভায়' নাম লিখিয়েছ না কি দাদা?"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "কোথাও নাম-টাম লেখাইনি, তবে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—এরা সকলেই জানে যে, আমরা এখন বিয়ে করব না।"

দুষ্ট হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুহাসিনী কহিল, "তোমাদের তা' হ'লে ইচ্ছে আছে দাদা! লোকে কি বল্‌বে এই ভয়েই বুঝি রাজি হচ্ছ না?"

যোগেশের শুষ্ক মুখে এক ঝলক রক্ত দেখা দিল। সে হাসিয়া কহিল, "তুই যে একেবারে মস্ত বড় গণৎকার হ'য়ে পড়েছিস্,

হাসি? মনের কথাও ঠিক গুণে বলেছিস্। তবে তোর ঠাকুর-পোর বেলা এ কথা ঠিক খাটে। তার ইচ্ছেটা, কেউ যদি জোর করে দু' চার বার বলে, তা' হ'লে সে বিয়ে ক'রে ফেলে। কাকে তার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে তা' জানিস্?"

সুহাসিনী তেমনই দুষ্ট-হাসি হাসিয়া কহিল, "কাকে দাদা, নীলাকে?"

ভ্রুকুটিকুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া যোগেশ কহিল, "দূর্, বিভাকে। তাই ত বিভাকে গান-বাজনা, লেখা-পড়া শেখানর জন্যে তার এত আগ্রহ। সে তাকে নিজের মত ক'রে নিতে চায়।"

সুহাসিনী উৎসাহভরে কহিল, "তা' হ'লে ত খুব ভাল হয়, দাদা। দু'বোনে এক সঙ্গে থাকি।"

যোগেশ কহিল, "আমার ত খুব ইচ্ছে বিজনের সঙ্গে বিভার বিয়ে হয়। আমি মাকে সে কথা ব'লেও ছিলাম, কিন্তু মার দেখলাম ইচ্ছে নেই।"

সুহাসিনী কহিল, "মার মত আমি ক'রে নিতে পারব। তবে, ঠাকুরপোর মত করবার ভার তোমার ওপর।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "আমাকে সে উড়িয়েই দেবে। আমি জানি সে কি বলবে; সে ঠিক আমায় উল্টো চাপ দেবে। বলবে, 'তুমি আগে বিয়ে কর তার পর দেখা যাবে।' তা সে যাই বলুক গে তুই যদি কোন রকমে মার মত করাতে পারিস্, তা' হ'লে বিমান বাবুকে ব'লে আমি ভেতরে ভেতরে বিয়ে

ঠিক ক'রে ফেলি। সেই কথাই আজ তোকে বলতে এসেছিলাম।"

সুহাসিনী কহিল, "মা, ঠিক রাজি হ'বে, কিন্তু ঠাকুরপো যদি শেষকালে গোলমাল বাধিয়ে বসে?"

যোগেশ কহিল, "বিজন মুখে খুব আপত্তি করবে, তা' আমি জানি, কিন্তু শেষ অবধি যে কোন গোলমাল করবে না, তা'ও আমি জোর ক'রে বলতে পারি।"

সুহাসিনী খুসী হইয়া কহিল, "বেশ মজা হ'বে তা' হ'লে দাদা, ঠাকুরপো যেম্‌নি চালাকি করে, এবার তেম্‌নি জব্দ হ'বে। আমি কালই মার কাছে যাব, যেয়ে সব ঠিক ক'রে আসব। দেখো দাদা ঠাকুরপো যেন আগে কিছু জানতে না পারে, তা' হ'লে সব মাটী হ'য়ে যা'বে।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "সে আর আমায় বলতে হ'বে না।' তবে আর দেরী করিসনি, কালই মার কাছে যাস্‌। আসল কথাই তোকে এখনও বলা হয় নি রে! পরশু যামিনীর মা মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথায় কথায় তিনি যামিনীর সঙ্গে বিভার বিয়ের কথা উত্থাপন করেছিলেন। মার আর বাবার দেখলাম তা'তে খুব মত আছে। অবিশ্যি পাত্র-হিসেবে যামিনী ভালই, সে শিক্ষিত, তাদের অবস্থাও ভাল, কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় তার সঙ্গে বিভার বিয়ে হয়। আমি মাকে সে কথা বলেছি, তাই, মা, এখনও কথা দেন নি। কিন্তু যামিনী কার কাছ থেকে শুনেছে যে, আমি এ বিয়েয় আপত্তি করেছি।

সে রেগে আগুন হ'য়ে গেছে। এক জনকে দিয়ে কাল আমায় ব'লে পাঠিয়েছে, এমন মেয়ের বাপ ঢের আছে যাঁরা যামিনীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। কিন্তু রাগ জানালেও তার ভেতরের ইচ্ছে যে, বিভাকে বিয়ে করে। সেই জন্যেই তোকে কাল যার কাছে যেতে বলছিলাম।"

এমন সময় বিমান বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "যোগেশ' একবার এদিকে এস ত।"

যোগেশ উঠিয়া গিয়া বিমানের বিষণ্নমুখের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কি হয়েছে, বিমানবাবু?"

বিমান কহিল, "তোমাদের সরকার মশায় এসেছেন, তার নিকট শুনলুম, বিভাকে না কি বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

যোগেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিবর্ণমুখে বলিল, "বলেন কি!"

বিমান কহিল, "বাবা মা ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, মোটর নিয়ে সরকার মশায় দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি এখনি যাও। বিজন এলেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

যোগেশ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

সুহাসিনী স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "চল আমরাও দাদার সঙ্গে যাই।"

বিমান মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার বিশেষ কাজ আছে, না হ'লে আমি যোগেশের সঙ্গে যেতাম। এর

মধ্যে যদি বিজন না এসে পড়ে, তুমি যেয়ো। তবে বেশী হৈ চৈ না করাই ভাল।”

[১৩]

হাওড়া ষ্টেশনের যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট বিক্রয় হয়, বিজন তাহার বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সেইখান দিয়া ফিরিতেছিল; এমন সময় একটী মেয়েকে দেখিয়া সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। মেয়েটী একখানা শাল গায়ে জড়াইয়া চুপ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। বিজন আর একবার ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, বিভাই ত! কোথা হইতে কেমন করিয়া সে এখানে আসিল, তাহার সঙ্গেও ত কেহ নাই? ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুই এক পা অগ্রসর হইতেই যামিনীর কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল, ‘বিভা’ চল।’ বিজনের মাথা ঘুরিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ছুটিয়া উভয়ের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল।

যামিনীর প্রথমটায় মনে হইল বুঝি বা তাহার মনের ভিতরকার আশঙ্কা বাহিরে বিজনের রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিজন যখন দৃঢ়কণ্ঠে ডাকিল, “যামিনী,” তাহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যামিনীর মুখ মড়ার মত রক্তহীন পাণ্ডুর হইয়া গেল। বিভাও দূরে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া তীব্র দৃষ্টিতে যামিনীর দিকে ফিরিয়া কি বলিতে গিয়া হঠাৎ বিজন থামিয়া গেল। দেখিল, দুই তিন জন

লোক সহাস্য কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাই যামিনীকে কিছু না বলিয়া বিভার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এস আমার সঙ্গে।"

বিভা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বিজনেব অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে একখানি ট্যাক্‌সি দাঁড়াইয়াছিল, বিভাকে লইয়া বিজন তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া চালকের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভবানীপুর।"

প্রায় সমস্ত পথটা দুই জনে নীরবে অতিবাহিত করিল, বিভা বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু গাড়ী যখন নরেশ বাবুর বাড়ীর একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, বিভা হঠাৎ বিজনের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদকাঁদ হইয়া কহিল, "আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাবার নাম ক'রে যামিনী বাবু হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি।"

বিজন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তোমার কোন ভয় নেই।" একটু পরেই বিজনের ইঙ্গিতে গাড়ী নরেশ বাবুর বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ তাহার জননীর সহিত দেখা করিয়া সবেমাত্র বাড়ীর বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বিজন বিভাকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। গভীর বিস্ময়ে যোগেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, বিজন হাসিয়া কহিল, আমরা হাওড়া ষ্টেশন থেকে আস্‌ছি। বিভা ব'লে যাওয়ার সময় পায় নি।"

বিভা বিজনের মুখের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে দ্বার পার হইয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। বিজন মোটরের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যোগেশও এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এইবার বিজনের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমরা ভারি ছেলেমানুষ, বাড়ীশুদ্ধ সবাই কেমন অস্থির হ'য়ে আছে, তা' ত বোঝ না ?"

বিজন হাসিয়া কহিল, "ভুল হ'য়ে গেছে, তার কি হ'বে ? আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন।"

সরোজিনী অস্থিরচিত্তে উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। নীচে কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন এবং বিভাকে দেখিয়া বিমলানন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কোথায় ছিলি মা ?"

বিভা নিজেকে সামলাইতে পারিল না, সরোজিনীর বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজন মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল মা, ব'লে যেতে ভুলে গেছে, ও রকম ভুল আর করবে না মা। ও বুঝতে পারেনি।"

সরোজিনী কোন দিনই কাহারও উপর রাগ করিতে জানেন না, বিজনের দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া কহিলেন, "মার মন বোঝে না, তাই কেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। হ্যাঁ রে

যোগেশ, তুই ত আমায় মনে ক'রে দিলিনি, বিভা হয় ত বিজনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে থাকবে ?"

যোগেশ কহিল, "সে কথা আমার একেবারে মনেই হয়নি মা। আমি জানতুম বিজন কলেজ থেকে বরাবর হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যাবে। হ্যাঁ হে বিজন, তুমি কখনই বা এখানে এলে, আর কখনই বা বিভাকে নিয়ে গেলে, তা' ত আমি বুঝতেই পাচ্ছি না!"

সে কথা চাপা দিবার জন্য বিজন হাসিয়া কহিল, "সে বুঝেই বা আর এখন লাভ কি? আমি ত স্বীকারই কচ্ছি, একটা ভুল হ'য়ে গেছে। তার জন্যে শাস্তি দিতে হয় দাও, আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।"

বিভার কান্না আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সরোজিনী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "কাঁদচিস্ কেন মা,—ওপরে চল, তোর পিসিমা কত ভাবছে। বিজন, আজ না খেয়ে চলে যেও না যেন।"

সরোজিনী চলিয়া গেলে যোগেশ কহিল, "যামিনীর ওপর মিছেমিছি সন্দেহ করেছিলাম ভাই। যখন খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সে-ও বাড়ী নেই, তখন সত্যিই মনে হয়েছিল, বিভাকে না পাওয়ার সঙ্গে তার যোগ আছে। আমাদের জব্দ করবার জন্যে সে-ই বিভাকে কোথায় নিয়ে গেছে।"

বিজন চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। বিভার সেই মলিন বিষণ্ণ মুখের কথা তাহার মনে পড়িল। সত্য

কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিভার গঞ্জনা ও লাঞ্ছনার একশেষ হইবে। সে যে না বুঝিয়া বালিকাসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া যামিনীর মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার সহিত বাটীর বাহির হইয়াছিল, বিভা এ কথা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে এবং বিভার সেই শুষ্ক বিষণ্ণ মুখের ব্যথা-ভরা করুণ-কৃতজ্ঞ-দৃষ্টি তখনও তাহার চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল! সত্য কথা গোপন করিয়া সে যে বিভাকে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া গভীর আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যামিনীর নাম উল্লেখ হইবামাত্র তাহার এ কথা যে সত্য তাহাতে এতটুকু সংশয়মাত্র তাহার নাই। তাহার মন বলিল, সত্য কথা গোপন করিয়া সে কোন অন্যায় করে নাই, কিন্তু এত বড় দুর্ব্ব্যবহার করিয়া একজন ভদ্রকন্যার এত বড় সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াও যামিনী মুক্তি পাইয়া গেল, কোনরূপ শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইল না, এই কথা স্মরণ করিয়া তৃপ্তির মধ্যেও সে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। যামিনীর সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সে সহ্য করিতে পারে না। যেমন করিয়াই হউক, এ প্রসঙ্গকে চাপা দিতেই হইবে। সে জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ব্যথা হ'য়ে গেল, চল উপরে গিয়ে বসা যাক্।"

যোগেশ কহিল, "তুমি গিয়ে ওপরে বসগে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। বিমানবাবু

আর 'হাসি' কত ভাবচে, বিজার খবরটা একবার দেওয়া দরকার।"

বিজন শুষ্কমুখে কহিল, "সেখানেও খবর গেছে না কি?"

যোগেশ কহিল, "আমি ত তোমাদের ওখানেই ছিলাম, সরকার মশায় গিয়ে ডেকে আনলেন।"

বিজন শঙ্কিত হইয়া কহিল, "তবেই হয়েছে! বউদিদি আর আমায় বাড়ীতে টিকৃতে দেবে না।"

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া বিজন চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল, সুহাসিনীর সহিত আর সে দেখা করিল না। পর দিন সকালে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় সুহাসিনীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত হইবার আশঙ্কায় মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল। সুহাসিনী অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল, "কাল রাত্তিরে কখন এলে ঠাকুরপো, আমি একবার জানতেই পারলাম না।"

ভয়ে ভয়ে বিজন কহিল, "তোমরা তখন সব শুয়ে পড়েছ, বউদি, তাই আমি আর তোমাদের ডাকিনি।"

সুহাসিনী কহিল, "তা' বেশ করেছ। আজ দুপুরবেলা আমি সুশীলা দিদিকে নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে যাব, তুমি রাত্রে সেখানে খেয়ে দেয়ে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে, তাই তোমাকে বলতে এসেছি ঠাকুরপো।" এই বলিয়া সুহাসিনী চলিয়া গেল।

বিজন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ

করা দূরের কথা, তাহার বউদিদি সে প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল না ; তবে কি যোগেশ কথাটা অন্য রকম করিয়া তাহার নিকট বলিয়াছে, না তাহার বউদিদি বিভার সম্মুখে তাহার উপর বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ সেগুলি তূণের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে ·বিজন নীচে চলিয়া গেল।

সুহাসিনী উপরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিমান দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "আজ যে বড় এ সময়ে তোমার দেখা পেলাম ?"

বিমান কহিল, "কাজ-কর্ম্ম তো রোজই করি। সকালে তোমার সঙ্গে এক রকম দেখাই হয় না। আজ কাজ-কর্ম্ম করতে একবারেই ভাল লাগ্‌ল না, তাই এলাম দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে গল্প করতে। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কাছে এসে বসো।"

সুহাসিনী উজ্জ্বল মুখে স্বামীর পাশে গিয়া বসিল এবং আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মাথাটী তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। [illegible] দুই বাহু দিয়া পত্নীর সুকোমল দেহ বেষ্টন করিয়া লইয়া কহিল, "আজ ঘটকালী করতে যাচ্ছ ত ?"

সুহাসিনী চোখ দু'টী স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া কহিল, "সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে যাব ঠিক করেছি। তুমি বাবাকে ব'লে এ দিকে সব ঠিক ক'রে রেখো। বাবা বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না ত ?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "সে আমি ঠিক ক'রে নেব। তোমার দিদি—" বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "তোমার দিদি পালিয়ে যাচ্ছে যে!"

দ্বারের পাশ দিয়া সুশীলার বস্ত্রাংশ তখনও দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া হাসিয়া স্বামীর কাঁধ হইতে মাথাটী তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সুহাসিনী কহিল, "পালাচ্ছ যে বড়, সুশীলা দিদি? এখনও তোমার লজ্জা ভাঙ্গলো না? এস না ভেতরে?"

সুশীলা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপা গলায় কহিল, "শাপ দেবে না ত ভাই? সত্যি, এ সময়ে আসাটা আমার ভাল হয়নি।"

সুহাসিনী আরক্তমুখে কহিল, "যাও তুমি ভারি দুষ্টু, সুশীলা দিদি।"

সুশীলাও হাসিয়া কহিল, "তা' হ'লে আমি এখন যাই।"

সুহাসিনী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,"ইস্, যাবে বৈ কি! উনি গল্প করবার জন্যে ওপরে এলেন, আর তুমি চ'লে যাবে!"

সুশীলা একবার বিমানের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া কহিল, "সেই জন্যেই ত চলে যেতে চাইছি। আমি থাকলে তোমাদের লোকসান বৈ ত কিছু লাভ হ'বে না?"

বিমান এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; এইবার হাসিয়া কহিল, "লাভ না হোক্, লোকসান হ'বে না!"

সুহাসিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া আর একখানি কৌচের উপর বসাইয়া দিয়া নিজে পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "শুন্‌লে ত, সুশীলা দিদি?"

সুশীলা দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "ও ত মনরাখা কথা, আমি কি আর কিছু বুঝি না।"

বিমান কহিল, "দেখ্‌ছ হাসি, আমি এত ক'রে মাপ চাইছি, তবু আমার ওপর রাগ গেল না।"

সুশীলা কহিল, "রাগ করবার সামর্থ্য যদি আমার থাক্‌ত, তা' হ'লে ত ভালই হ'ত।"

বিমান সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ হাসি, কাল রাত্তিরে শোবার সময় আমি বালিশের নীচে কয়েকখানা নোট রেখেছিলাম, সে কথা তোমায় বলতেই ভুলে গেছি। দেখে এস দেখি, সে গুলো আছে, না দাসীরা অনুগ্রহ করেছে?"

সুহাসিনী কহিল, "ঝি'রা সে ঘরে ঢুক্‌তে পেলে ত! এত করে মানা করি, সুশীলা দিদি কিছুতেই শোনে না, সে নিজেই দু'বেলা বিছানা ঝাড়ে, পাতে। আমার এম্‌নি লজ্জা করে! তুমিই বল না, সুশীলা দিদির এটা অন্যায় কি না?"

সুশীলা কেন যে একাজের ভার লইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিমানের বিলম্ব হইল না। কেমন করিয়া সে বলিবে, সুশীলার এ কাজ অন্যায় হইতেছে! আর একবার সুশীলাকে একলা পাইবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্য কি কাজের ছুতায় সুহাসিনীকে কক্ষান্তরে পাঠাইবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় সুযোগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। বিমানের দূরসম্পর্কীয়া এক পিসির উপর গৃহস্থালীর ভার ছিল, কি কারণে তিনি সুহাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুহাসিনী বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুশীলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। সুহাসিনী কহিল, "তুমিও যে বড় উঠে পড়লে, সুশীলা দিদি? উনি বাঘ না ভালুক যে, তোমার এত ভয়?" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া সুহাসিনী কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

বিমান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুশীলার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া অকস্মাৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইল। সুশীলার সারা দেহ অবশ হইয়া গেল। বাধা দিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার রহিল না, সে বিমানের বুকে মুখ গুজিয়া দুই শ্লথ বাহু দিয়া বিমানকে বেষ্টন করিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সুশীলা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া বিমানকে ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্যাকুলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিমান সেই খানেই বসিয়া রহিল।

সুশীলা যে কত কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল, তা' এক অন্তর্য্যামীই জানেন। বিমানের এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ যদি সুহাসিনী তাহাদের এই অবস্থায় দেখে, বিমানের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর তাহার কানে যায়, তাহাতে নিঃসংশয় একটা বিপর্য্যয়

কাণ্ড ঘটিয়া বসিবে। বিমানকে দেখিবার, বিমানের সহিত কথা বলিবার সুখ ও সৌভাগ্য হইতে সে চিরতরে বঞ্চিত হইবে; এমন কি, হয় ত তাহাকে আবার খুকী ও নির্ম্মলার হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে; এই কথা স্মরণ করিয়া সে ব্যথিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আর আমায় পথে দাঁড় করিও না।"

অব্যবস্থিতচিত্ত বিমান অন্তরে বিষম বেদনা পাইল। সে বুঝিল জীবনে যে ভুল সে করিয়া বসিয়াছে, সে ভুল সংশোধন করিবার উপায় যত দিন না সে স্থির করিতে পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সাবধান হইয়াই চলিতে হইবে। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বস্থানে যাইয়া বসিয়া সুশীলার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "তুমিও বসো। আর একবার আমায় বিশ্বাস কর।"

সুশীলা কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া ধীরে ধীরে কৌচে আসিয়া বসিল। ব্যথাভরা দৃষ্টিতে বিমানের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "আমায় রক্ষে কর।"

বিমান উচ্ছ্বসিত আবেগে কি বলিতে গিয়া দূরে পদশব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল, এবং অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিতদৃষ্টিতে সুশীলার মুখের দিকে চাহিল। সুশীলা, আর একবার ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে সুহাসিনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উভয়ে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে।

[১৪]

সে দিন গভীর রাত্রে যামিনী গৃহে ফিরিল। সমস্ত রাত্রে তাহার দুই চোখের পাতা এক হইল না, সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। রাত্রে যখন সে গৃহে প্রবেশ করে, তখন জননীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পথপানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। জননীর সহিত তাহার যে দুই চারিটী কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে সে নিজের অবস্থাসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিল না; তাই, সে প্রতিদিনকার মত শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহিরের ঘরে বসিল না, শয়নকক্ষে চোরের মত লুকাইয়া রহিল। অনেক বেলা পর্য্যন্ত তাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে না দেখিয়া তাহার জননী কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যামিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণ জননীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক, বিভার সহিত পলায়নের কথা তাহার জননীর কর্ণগোচর হয় নাই, কিন্তু কেন যে হয় নাই, তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য বোধ করিল। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, কলঙ্কের ভয়ে তাহারা নিশ্চয়ই এ কথা গোপন করিয়াছে, কিন্তু একটা ভয় তাহার মনে রহিয়া গেল, যোগেশ আর বিজন তাহাকে সহজে ছাড়িবে না। সারা দিন সে অসুস্থতার ভাণ করিয়া বাটীর বাহির হইল না।

সকাল সকাল আহার সারিয়া সুহাসিনী সুশীলাকে সঙ্গে করিয়া জননীর সহিত দেখা করিতে আসিল। বিভা লজ্জায়

কাহারও সহিত কথা বলিল না, ঘরের এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। অপরাহ্ণে সুহাসিনী জননীকে কহিল, "মা বিভার বিয়ের কি কচ্ছ, আর দেরী করা উচিত না।"

সরোজিনী কহিলেন, "বিয়ের কথাবার্ত্তা ত এক রকম হ'য়েই আছে। যামিনীর মা নিজে এসে প্রস্তাব ক'রে গেছেন, এখন আমি পাকাপাকি কথা দিলেই বিয়ে হয়।"

সুহাসিনী কহিল, "যামিনীর সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে দেওয়া হবে না, মা। আমি বিভার জন্যে পাত্র ঠিক ক'রে রেখেছি।"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তা' যে হয় না মা।"

সুহাসিনী ছেলেমানুষের মত তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "না, মা, তা' হ'বে না। ঠাকুরপোর সঙ্গে বিভার বিয়ে দিতেই হ'বে ; আমি কোন কথা শুনব না।"

অনেক দিন হইতেই সরোজিনী মনে মনে যামিনীকেই বিভার পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাহার কারণও ছিল। যামিনীর গর্ভধারিণী যামিনীর পিতার বিবাহিত স্ত্রী নহেন, তবে, এ কথা সরোজিনী ও নরেশ ব্যতীত অপর কেহ জানিত না। এ সব কথা ত সুহাসিনী বা যোগেশের নিকট প্রকাশ করিয়া বলা চলে না। তাই, সরোজিনী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুহাসিনী কহিল, "আমরা দু' বোনে এক সঙ্গে থাকব এতে তোমার আপত্তি কি মা ?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "অত দূরে আমি বিভার বিয়ে দেব না। আমি এক দণ্ড তাকে চোখের আড়াল করতে

পারিনি যে! তাই ত যামিনীর সঙ্গে বিয়ে দেব ঠিক করেছি, বাড়ী বসে সব সময় বিভাকে দেখতে পাব।"

সুহাসিনী কহিল, "বিভা না হয় সারা দিন তোমার কাছেই থাকবে, মা। আমি নিজেই তাকে রোজ পাঠিয়ে দেব।"

এমন সময় অমলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার দিকে চাহিয়া সুহাসিনী কহিল, "পিসিমা, তুমি মাকে ব'লে দাও না, যাতে ঠাকুরপোর সঙ্গে মা বিভার বিয়ে দেয়? আমি এত ক'রে বল্‌ছি, মা কিছুতেই শুন্‌চে না।"

অমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "কুটুমের ছেলে, কিছু ত বলতে পারিনে, কালকের কাজটা কি তার ভাল হয়েছে?"

সরোজিনী এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য কহিলেন, ছেলেমানুষ, একটা ভুল ক'রে ফেলেচে। আর বিজন ত ঘরেরই ছেলে, সে ত পর নয় ঠাকুরঝি।"

অমলা কহিল, "তা' ত ঠিক কথা, বউদি। আমি তাকে ত বেশী দোষ দিই না, দোষ যত বিভার। অত বড় মেয়ে, একটু লজ্জা করল না, না ব'লে ক'য়ে একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে বেড়াতে গেল! তুমি ত একটা কথাও তাকে বল্লে না বউদি?"

সরোজিনী হাসি মুখে বলিলেন, "তুমিও কোন্ তাকে বক্‌লে, ঠাকুরঝি!"

অমলা কহিল, "কাল থেকে আমার সামনে এলে ত বক্‌ব।

শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যাক্, যা হবার তা' হয়েছে। আর দেরী করা নয়, প্রথম শুভদিনে যেখানেই হোক্, বিভার বিয়ে ঠিক্ ক'রে ফেল। নে হাসি, খাবি· আয়, কখন খেয়ে এসেছিস।"

রাত্রে আহারের পর শ্বশুর-গৃহে ফিরিবার সময় সুহাসিনী জননীকে কহিল, "বাবাকে ব'লে কিন্তু সব ঠিক ক'রে রোখো মা; দাদাকে দিয়ে কাল খবর পাঠিয়ে দিও।"

সরোজিনী কহিলেন, "তা' দেব। হাঁ রে, সুশীলাকে আজ আবার নিয়ে যাচ্ছিস্ কেন? এই ত এদ্দিন থেকে এল। আবার না হয় পরে যাবে।"

সুহাসিনী কহিল, "তা' বেশ ত, সুশীলা দিদি যদি থাকতে চায় ত থাক্ না মা।"

বাহিরে গিয়া দেখিল, সুশীলা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, "মা, তোমায় ভাই যেতে দিতে চাইচেন না।"

সুশীলার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। কোন্ অধিকারে কেমন করিয়া সে বলিবে, 'মা, আমায় সেখানে যাইতে দাও। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সুহাসিনী গমনোদ্যতা হইলে, সুশীলা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার নিকটে গিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আজ না গেলে যে তাঁর কাছে মিথ্যেবাদী হ'তে হ'বে ভাই।"

সুহাসিনীর সে কথা মনেই ছিল না। তাহার স্বামী যে

অনেক করিয়া সুশীলা দিদির কাছ হইতে ফিরিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছেন। জননীর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "সুশীলা দিদিকে নিয়ে চল্লাম্, মা।"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "এর মধ্যে আবার মত বদ্‌লে গেল যে?" তারপর সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও যখন ধরেছে, তখন তোমায় নিয়ে যাবেই মা। দু'দিন ঘুরে এস; নীলার জন্যে ভেব না, মা।"

নীলাও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সুহাসিনী তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমিও ভাই চল না, নীলা, দু'দিন বেড়িয়ে আসবে?"

সরোজিনী কহিলেন, "তা' হ'লে বুঝি এখানে আমি একলাই থাকব?"

নির্ম্মলা সরোজিনীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তা' হ'লে আমি যাব না, মা?"

তাহার যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে বুঝিয়া সরোজিনী কহিলেন, "বেশ ত, যেতে ইচ্ছে হ'য়ে থাকে ত যাও না মা। সে ত আর তোমার পরের বাড়ী নয়।"

সুশীলা ব্যস্ত হইয়া নীলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "না না, তুই থাক্।"

নির্ম্মলা মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাহার দিদির দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমায় নিয়ে চল, আমি দু'দিন পরে আবার ফিরে আস্‌ব।"

সুশীলা ভারি বিপদে পড়িল। এ অবস্থায় সে নির্ম্মলাকে সেখানে কিছুতেই লইয়া যাইতে পারে না, অথচ সুহাসিনী তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, নির্ম্মলাও যাইবার জন্য উৎসুক, সরোজিনীও তাহাতে মত দিয়াছেন। এখন সে কি করিয়া, কেমন করিয়া নির্ম্মলার সেখানে যাওয়া বন্ধ করিবে? নির্ম্মলাকেও কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলা আপাততঃ সম্ভব নহে। এমন সময় বিজন সেখানে উপস্থিত হইয়া হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ বৌদি, যাবার জন্যে বেরিয়ে আবার আধ ঘণ্টা ধ'রে গল্পই কর্‌ছ? তা' দাঁড়িয়ে কষ্টভোগ করার চেয়ে ব'সেই কেন কথা-গুলো শেষ ক'রে নাও না!"

আমাদের দেশে এ অভ্যাসটা বোধ করি খুবই ব্যাপক, বিশেষতঃ যখন মেয়েরা বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরগৃহে গমন করে,—দ্বারে গাড়ী দাঁড় করাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াই যেন তাহাদের গল্পের ধূম পড়িয়া যায়—সে কথা যেন আর শেষ হইতে চাহে না এবং এই সামান্য দুই পা পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীতে উঠিতে তাহাদের যে সময় লাগে, ঘড়ী ধরিয়া দেখিলে, বোধ করি, তাহা আধ ঘণ্টার কম হইবে না। যদি অসহিষ্ণু সঙ্গী বা গাড়োয়ানের ক্রমাগত তাগিদ্ সহিতে না হইত, তাহা হইলে ঐ সময়ের পরিমাণ যে দ্বিগুণ হইত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে সুহাসিনীর গাড়োয়ানের তাগিদ্ খাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না, কেননা, মোটর তাহার শ্বশুরের; তাহার উপর তাহার ঠাকুরপোটীও তেমন অসহিষ্ণু নহে। সেই ঠাকুরপোটী

যখন তাগিদ্ করিল, তখন সুহাসিনী সত্যই লজ্জিত হইয়া সুশীলার দিকে চাহিয়া কহিল, "সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেছে। চল ভাই সুশীলা দিদি, নীলা এস ভাই।" এই বলিয়া সুহাসিনী অগ্রসর হইল।

সুশীলা নির্মলার আরো নিকটে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, অবাধ্য হস্‌নি। বিশেষ কারণ না থাক্‌লে তোকে আমি সেখানে যেতে মানা করতাম না।" এ কথাটা তাহাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল।

মোটরে উঠিয়া সুহাসিনী কহিল, "নীলা কৈ?"

সুশীলা কহিল, "সে আর এক দিন যাবে। এম্‌নি অনেক দেরী হয়ে গেল, আর দেরী করো না।"

রাত্রে সরোজিনী স্বামীকে কহিলেন, "দেখ, যোগেশ আর হাসি দুজনেরই ইচ্ছে, বিজনের সঙ্গে বিভার বিয়ে হয়, কিন্তু জেনে শুনে এ কাজ কি ক'রে করি?"

নরেশ কহিলেন, "বিজনের সঙ্গে বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না। আর দেরী করা উচিত না, যামিনীর সঙ্গে বিয়েটা পাকা-পাকি করে ফেলা যাক্।"

সরোজিনী কহিলেন, "আমারও তাই ইচ্ছে। যামিনীর সঙ্গে বিয়ে হ'লে, বিভার পরিচয় না দিলে আমাদের কোন অন্যায় হ'বে না। আর বাইরে যাতে কথাটা না জানাজানি হয়, সেই ভাল। যামিনীর মত পাত্র যে শীগ্‌গির পাওয়া যাবে, তা' আমি আগেও ভাবিনি।"

নরেশ কহিলেন, "ভগবান্ জুটিয়ে দেন।" একটু থামিয়া হাসিয়া আবার কহিলেন, "যামিনীর মা ভাবচেন যে, তিনি খুব জিতে গেলেন। তিনি ত আর জানেন না যে, আমরা ভেতরের খবর রাখি। যাক্ ভালই হয়েছে।"

[১৫]

দিন তিনেক পরে সকাল বেলায় সুহাসিনী সুশীলাকে কহিল, "বিভার বিয়ের কি ঠিক হ'ল, মা দাদাকে দিয়ে খবর দেবে বলেছিল, দাদা এ তিন দিন এলই না, চল আজ আমরা দুপুর বেলায় মার কাছে যাই।"

সুশীলা কহিল, "তা' বেশ ত। কিন্তু আমার মনে হয় বিভার বিয়ে নিয়ে তোমার আর জেদ্ করা উচিত নয়। বিশেষ কারণ না থাকলে, মা কখনও বিজন বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি ক'রতেন না।"

সুহাসিনী কহিল, "আপত্তির কারণ ত মা সে দিন আমায় জানিয়েচে। ক'জন মেয়ের ঠিক বাড়ীর দোরেই বিয়ে হয়? কৈ আমার বিয়ের সময় ত কোন আপত্তি কল্লে না, বিভার বিয়ের বেলায়ই কি যত আপত্তি? এদিকে উনি ত বাবার মত ক'রে রেখেচেন, এখন যদি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিভার বিয়ে না হয়, তা' হ'লে বড় অন্যায় হ'বে; সেই কথা আজ আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌তে যা'ব।"

সুশীলা আর কিছু বলিল না। এ ক'য় দিন সুহাসিনীর

অসাক্ষাতে বিমানের সহিত তাঁহার অনেকবার দেখা শুনা হইয়াছে। কখনও বা বিমান একটা মিথ্যা কাজে স্থহাসিনীকে কক্ষান্তরে পাঠাইয়াছে, কখনও বা হঠাৎ দেখা হইয়া গিয়াছে, কখনও বা স্থশীলা স্থযোগ বুঝিয়া বিমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ক্ষণিক নির্জ্জন সাক্ষাতে কাহারও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই, বরং তাহা বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

আজ স্থহাসিনীর সহিত কথাবার্ত্তা হইবার কিছুক্ষণ পরে স্থশীলা নিজের ঘরে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় বিমান সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই স্থশীলার মন খুসীতে ভরিয়া উঠিল। বিমান কহিল, "আজ হাসির সঙ্গে তোমার যাওয়া হ'বে না, তাই বলতে এলাম, বুঝলে ?"

স্থশীলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তা' বুঝলাম, অর্থাৎ মিথ্যার বোঝা আর খানিকটা ভারি করতে হ'বে।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "এ মিথ্যেতে কোন দোষ নেই, আমি এখন চল্লাম।"

আহারের পর পিতৃগৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্থশীলাকে ডাকিতে গিয়া স্থহাসিনী দেখিল, স্থশীলা তাহার শয্যার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। স্থহাসিনী তাহার নিকটে বসিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে স্থশীলা দিদি, অমন কচ্চ যে ?"

এই সরলা স্নেহপরায়ণা ভগিনীপ্রতিমা কিশোরীর সহিত

প্রতারণা করিতে সুশীলার বুকে ব্যথা বাজিল, কিন্তু তাহার প্রিয়তমের সহিত সারাদিনব্যাপী নির্জ্জন সঙ্গসুখের চিত্র তাহাকে সমস্ত ভুলাইয়া দিল, তবুও সে সুহাসিনীর দিকে চাহিতে পারিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অতি কষ্টে কহিল, "ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হয়েছে। সমস্ত যেন একেবারে জ্বলে যাচ্ছে।"

সুহাসিনী কপালে হাত দিয়া কহিল, "না, জ্বর হয়নি, যাক্ আজ যাওয়াটা তা' হ'লে বন্ধ ক'রে দি।"

সুশীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না না, তা' হয় না, তুমি যাবে ব'লে যখন বেরিয়েচ, তখন যাও ভাই। আমার জন্যে ভেব না, আমার মাঝে মাঝে অমন্ মাথা ধরে। খানিকটা ঘুমুলেই সেরে যাবে।"

সুহাসিনী কহিল, "তোমাকে একলা ফেলে কি ক'রে যাব ভাই? না হয় কালই যাব।"

সুশীলা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার মতলব বুঝি ফাসিয়া যায়! ক্ষণকাল ভাবিয়া সে কহিল, "এর মধ্যে যদি মা যামিনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলে দেন?"

সুহাসিনী কহিল, "তা' হ'লে আমি যাই ভাই, তুমি কিছু মনে করবে না ত? আমি ওঁকে তোমার অসুখের কথা বলে যাচ্ছি, ভাই। যদি মাথাধরা না কমে, লজ্জা করো না, ওঁকে খবর দিও।"

সুশীলার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। একবার তাহার মনে হইল, সুহাসিনীর সঙ্গে চলিয়া যায়, কিন্তু লোভ তাহার

অন্তরায় হইল, সে নিঃশব্দে বালিশে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

সুহাসিনী খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল, তাহার পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে মোটরের শব্দ সুশীলা শুনিতে পাইল, সে স্পন্দিতবক্ষে কম্পিত-দেহে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল। কখন যে বিমান চোরের ন্যায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, তাহা সুশীলা জানিতেও পারিল না। সহসা চিরপরিচিত মধুরস্পর্শে সুশীলার দেহের মধ্যে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকিয়া এক হাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। এই ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সুশীলা কহিল, "এ সৌভাগ্য যে আবার হবে আমি তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ভগবান কেন আবার আমায় তোমার কাছে এনে দিলেন?"

ব্যথিতকণ্ঠে বিমান কহিল, "ভগবান যে আমার ওপর এতটা সদয় হবেন, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি এম্‌নি কাপুরুষ, অনুশোচনায় দিবারাত্র দগ্ধ হয়েছি, কিন্তু তোমরা বেঁচে আছ কি মরেছ সে খোঁজটা নেওয়ার সাহস আমার হয়নি। এত নিষ্ঠুর যে মানুষ কি করে হ'তে পারে তা' আমি নিজেই বুঝতে পারছি নে।" একটু থামিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, সুশীলা,

তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ভগবানের নাম ক'রে শপথ ক'রে বল্‌চি, যে ভুল করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। তুমি আর একবার আমায় বিশ্বাস কর।"

সুশীলা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিমানকে সে জিজ্ঞাসা করিবে দুই দিনের জন্য রাজরাণী করিয়া কোন্ অপরাধে তাহাকে আবার পথের ভিখারিণী করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিমানের অনুতপ্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে সুশীলার মনটা একেবারে গলিয়া গেল, কোন কথাই তাহার বলা হইল না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বিমান বলিয়া উঠিল, "বল, সুশীলা, আর একবার বিশ্বাস করবে?"

জড়িতকণ্ঠে সুশীলা কহিল, "তোমাকে বিশ্বাস না কর্‌বার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যে আমি হারিয়ে বসেছি!"

বিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছি—পিতার অগাধসম্পত্তি, তাঁর স্নেহ, হাসির ভালবাসা,—সমস্ত ত্যাগ ক'রে, তোমায় নিয়ে দূরদেশে চ'লে যাব, ভিক্ষে ক'রে পারি, যে ক'রে পারি, তোমাদের খাওয়াব।"

বিমানের কথায় সুশীলা অত্যন্ত ভয় পাইল, তাহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি সজাগ হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। বিমানকে এ কাজ সে কিছুতেই করিতে দিতে পারে না! ক্রূর সর্পের ন্যায় সে তাহার আশ্রয়দাত্রীকে দংশন করিবে? যে সুহাসিনী ভগিনী-

জ্ঞানে, সরল বিশ্বাসে, তাহার স্বামীর সহিত তাহাকে মিশিতে দিয়াছে, সেই সুহাসিনীর স্বামীকেই সে কাড়িয়া লইবে? যাহাকে স্বামীজ্ঞানে সে পূজা করিয়া আসিয়াছে, নিজের সুখের জন্য তাহাকে দেশত্যাগী ছন্নছাড়া করিবে, সে কি এত নীচ, এত স্বার্থপর?

বিমান অস্থিরচিত্তে কহিল, "আমার মত হৃদয়হীনকে বিশ্বাস করা শক্ত, তা' আমি জানি। তোমায় মিনতি ক'রে বলচি, আর একবার বিশ্বাস কর।"

ব্যথিতকণ্ঠে সুশীলা কহিল, "কেন, তুমি আমায় অমন্ ক'রে বল্‌চ? আমি তোমার একটা কথা অবিশ্বাস করিনি, তবে তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।"

আগ্রহভরে বিমান কহিল, "কি সুশি? তুমি যা' বলবে তাই করব।"

সুশীলা কহিল, "এ আমার শ্বশুরের গৃহ, এ আমার স্বামীর গৃহ, এ গৃহ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এ গৃহে স্থান পাই, ভাল, না পাই—" সে থামিয়া গেল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বিমান কহিল, "এ গৃহে আমার কোন অধিকার নেই। কেমন ক'রে তোমায় আমি এখানে রাখব?"

সহসা একটা কথা সুশীলার মনে উদয় হইতেই, সে শিহরিয়া উঠিল। তবে কি সে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে

না? সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, তাহাদের যে বিবাহ হয় নাই! এ কথাটার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য সে মনকে প্রস্তুত করিয়া লইল। সে শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল! বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখানে থাক্‌বার অধিকার কি আমার নেই? আমি কি তোমার স্ত্রী না?"

বিমান পিতার নিকট তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে নাই, সেই কথা বিমানের মনে পড়িল। আজ যে সুশীলা তাহাকে এ প্রশ্ন করিয়া বসিবে, তাহা সে একবারও ভাবে নাই; সুশীলা প্রশ্ন করুক বা না করুক, এ কথাটা তাহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা সে করে নাই। অথচ এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। সুশীলাকে যদি সে বিবাহ করিত, তাহা হইলে কি এমনভাবে ফেলিয়া আসিতে পারিত? কিন্তু সে ত বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই সুশীলাকে কালী-ঘাটের বাড়ীতে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিল। তাহার অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাবিরহিত শিথিল স্বভাবই তাহাকে এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। তাই বলিয়া সে ত সুশীলাকে পরিণীতা স্ত্রী ভিন্ন অন্যভাবে দেখে নাই! সে নিজের অন্তরকে নিজেই প্রশ্ন করিল, কথাটা কি সত্য? যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে সে কেমন করিয়া পিতার নিকট এ কথা অস্বীকার করিল? সে নিঃসংশয়ে বুঝিল তাহার কাপুরুষ অন্তর তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

বিমানের এই মৌনতায় সুশীলা বিষম আঘাত পাইল,

তাহার সমস্ত অন্তর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। অতি কষ্টে সে আঘাত সামলাইয়া লইয়া সুশীলা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তবে তুমি কেন আমার এ দশা করলে?"

বিমান সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল।

গভীর আশঙ্কায় সুশীলার হৃৎপিণ্ডটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল, তাহার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "তবে কেন তুমি আবার আমায় আদর ক'রে সুশি বলে ডাকলে, কেন আমার মনে আশার বাতি জ্বালিয়ে দিলে।"

বিমান কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার স্ত্রী যে।" তাহার অপমানাহত ক্ষুব্ধ নারীত্ব গর্জ্জন করিয়া উঠিল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিমানের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "উত্তর দাও।"

সে দৃষ্টির সম্মুখে বিমানের মাথা আপনা আপনি হেঁট হইয়া গেল।

সুশীলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "কৈ, উত্তর দিলে না?

বিমান জড়িত কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার স্ত্রী।"

সুশীলা কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কহিল, "বেশ, এ কথাটা তা' হ'লে তুমি সবাইর সম্মুখে প্রকাশ ক'রে বল। তার পর আমার যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে।"

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিলে একটা যে বিপর্য্যয় কাণ্ড

ঘটিবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমান অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এ কথাটা না বলিলেও যে সুশীলার প্রতি অন্যায় করা হয়। সে যখন সুশীলার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন আর তাহার ভয় কিসের? সকলে জানুক সুশীলা তাহার স্ত্রী, শান্তভাবে সে কহিল, "বেশ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। কিন্তু তার ফলে এ গৃহে থাকবার অধিকার হ'তে তুমি বঞ্চিত হ'বে, তুমি যা চেয়েছ তা' পাবে না। বাবাকে তুমি জান না, এ কথা শোনামাত্র তিনি বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবেন।"

সুশীলা উত্তেজনার মুখে এত কথা ভাবিয়া দেখে নাই, এইবার শান্ত হইয়া অবস্থাটা ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি বাবার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ব, তবে কি তাঁর দয়া হ'বে না? তিনি কি আমাদের ক্ষমা করবেন না?"

বিমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যে বিধবা বিয়ে করে, তাকে যে তিনি ক্ষমা কর্‌তে পারেন না!"

সুশীলার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সভয়ে সে কহিল, "তুমি যে বলেছিলে, বিধবার বিয়ে হয়, তাতে কোন দোষ হয় না।"

বিমান কহিল, "আমি মিথ্যা বলিনি, আমার নিজের বিশ্বাস এবং চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রসঙ্গত। আমি তোমায় সেই কথাই বলেছিলাম, তবে আমাদের সমাজের অনেকে বিধবার বিয়েটা

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। আমার বাবা তাঁদেরই একজন, তাই তোমাকে নিয়ে আমি দূরদেশে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছি।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুশীলা কহিল, "তোমায় আমি স্বামী ব'লে পূজো ক'রে এসেছি, তুমিও আমায় স্ত্রী বলেই পায়ে স্থান দিয়েছ, কিন্তু শাস্ত্রমতে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে ত আমায় বিয়ে করনি? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমায় ব'লে দাও, সমাজে আমার স্থান কোথায়? এ কথা জানাজানি হ'লে লোকে আমায় কি মনে করবে?"

এ প্রশ্ন করিবার অধিকার যে সুশীলার আছে এবং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করা যে অন্যায় হইয়াছে, এ কথা বিমান বুঝিল। অবিবেচনার ফলে যে কাজটা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর ত আর কোন হাত নাই! কিন্তু একজন নিরপরাধা রমণী, তাহারই শৈথিল্য ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সমাজের চোখে কুলটার পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকিবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। সে অকপটে নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, "সে ভুল ত সংশোধন ক'রে নিতে আমি প্রস্তুত আছি সুশী—আমি পুরুত ডেকে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তোমায় বিয়ে করব।"

গভীর আনন্দে সুশীলার অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিমানের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া ভক্তিভরে তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "ততদিন আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ গোপন রেখেও আমি এই গৃহেই থাকতে চাই। তুমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিও।"

সুহাসিনী কিছুতেই তাহার জননীর নিকট হইতে সম্মতি আদায় করিতে না পারিয়া অভিমান করিয়া, না খাইয়া, পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া আসিলে, সরোজিনী অন্তরে ব্যথা পাইলেন, কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে, তাহার নিজের দিক দিয়া এতটুকু অন্যায় হয় নাই এবং কন্যার অভিমানই বা কয় দিন থাকিবে।

সুহাসিনীকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পিতৃগৃহ হইতে ফিরিতে দেখিয়া বিমান হাসিয়া কহিল, "কি গো, আজ যে বড় অসময়ে? মুখখানি যে ভারি ভারি, ঘটকালী বুঝি সুবিধে হয়নি?"

সুহাসিনী রাগ করিয়া কহিল, "আমি বুঝি ঘটকালী করতে গেছ্‌লাম? ঘটকালী আমার ব্যবসা না কি?"

সুশীলা এতক্ষণ বিমানের শয়নকক্ষেই ছিল, সুহাসিনীর প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেখানে পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিল, "সবাই ভাল আছে, হাসি?"

সুহাসিনী কহিল, "হ্যাঁ ভাল আছে। তুমি কেমন আছ, সুশীলা দিদি, তোমার মাথাধরা সেরেচে?"

সুশীলা কটাক্ষে বিমানের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, "সেরেচে, আর কোন কষ্ট নেই ভাই, যাক্‌, ঠাকুরপোর বিয়ের কি ক'রে এলে?"

সুহাসিনী বিষণ্ণমুখে কহিল, "মা বল্লেন, যামিনীর সঙ্গে

বিয়ে এক রকম ঠিক হ'য়ে গেছে, আর এখন কথা ফেরানো যায় না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তবে না কি তুমি ঘটকালী করতে যাওনি ?"

সুহাসিনী কহিল, "ওর নাম বুঝি ঘটকালী ? সে যাই হোক্ গে, পোষ মাস ত শেষ হ'য়ে এল, মাঘের প্রথমেই কিন্তু বিভার চেয়ে ভাল মেয়ে দেখে ঠাকুরপোর বিয়ে দিতে হ'বে ; এ ভার তোমার ওপর রইল।"

এমন সময় ঝি বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, "খুকি আর থাকচে না, দিদিমণি !"

সুশীলা ঝির কোল হইতে খুকীকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সুহাসিনীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেই খুকী বিমানের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা ! বাবা !"

তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। সুশীলা বিমানের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া খুকীকে তাহার কোলে তুলিয়া দিল। বিমান দুই হাতে খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "দুষ্টু মেয়ে !"

[১৬]

সুশীলার একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিমানকে দেখিলে সে আর এখন ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকে না, সুহাসিনীর সম্মুখেই বিমানের সহিত সহজভাবে হাসিয়া কথাবার্ত্তা বলে,

ঠাট্টা তামাসা করে, বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও গল্পের মাঝখানে সে বিমানকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া হাসিয়া ফেলে, কিন্তু সে-ভুল সারিয়া লইবার কোন চেষ্টা করে না। খুকী বিমানকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিলে, সে তাহাকে আদর করিয়া মুখচুম্বন করে এবং হাসিয়া বিমানের কোলে তুলিয়া দেয়। তাহার বাসের জন্য সুহাসিনী যে কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সে কক্ষে আর তাহাকে এখন বড় দেখা যায় না, সুহাসিনীর শয়নকক্ষেই সে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। এখন আর বিমানকে সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হয় না, সুশীলাই কখনও বা সুযোগ পাইয়া কখনও বা হাসিকে মিথ্যা কাজে পাঠাইয়া, বিমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এম্‌নি করিয়া সুশীলার দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "তুমি ভাই, সুশীলা দিদি, মানুষকে খুব বশ করতে পার। তুমি আসবার আগে, উনি সব সময় গম্ভীর হ'য়েই থাকতেন, কি যেন ভাবতেন, কিন্তু তুমি আসার পর থেকে, উনি একেবারে নতুন মানুষ হ'য়ে গেছেন—হাসচেন, গল্প করচেন।"

সুশীলা হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

আর এক দিন সুশীলা কি এক বাজে কাজে সুহাসিনীকে নীচে পাঠাইয়া বিমানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র বিমান তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল, এমন সময় বিমানকে

বি.
কি একটা কথা বলিবার জন্য সুহাসিনী সিঁড়ির কাছ হইতে ফিরিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলার মাথায় কাপড় ছিল না। সে দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া এমনই তন্ময় হইয়া বিমানের মুখের দিকে চাহিয়াছিল যে, সুহাসিনীর পদশব্দও তাহার কানে গেল না, কিন্তু বিমান সুহাসিনীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌চ হাসি, তোমার দিদিকে কেমন জব্দ করেছি! উনি এসেই পালাচ্ছিলেন। কেমন হয়েছে, দু' হাত বাঁধা, মাথায় কাপড় দেওয়ারও জো নেই!" এই কথা বলিতে বলিতে সে হাত ছাড়িয়া দিল।

সুশীলা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তাহার গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী স্বামীর এই তরল ব্যবহারে সুহাসিনী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরস্ত্রীর হাত ধরিয়া তাহাকে নির্লজ্জের ন্যায় অবগুণ্ঠনবিহীন মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করাটা সুহাসিনীর নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলার উপরও তাহার রাগ হইল। সে কেন তাহার স্বামীকে হাত ধরিবার সুযোগ দিল এবং তাহার দিক দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবারও ত কোন চেষ্টা দেখা গেল না। সুহাসিনী বিমানকে যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা আর তাহার বলা হইল না, বিক্ষুব্ধ অন্তরে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমানের দিকে চাহিয়া সুশীলা কহিল, "আমিও চল্লুম, এবার

থেকে, কিন্তু আমাদের আরো সাবধান হ'য়ে চলতে হ'বে।" এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সুহাসিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি যে ভাই বড় রাগ ক'রে চলে এলে? আমি তোমার স্বামীকে ব'লে এসেছি, তোমাকেও বলচি, এবার থেকে আমি আর ওঁর সামনে বেরুব না। আমি ত বেরুতেই চাইনি, তুমিই ত, ভাই, জোর ক'রে ওঁর সামনে নিয়ে গিয়েছ। আমাকে মার কাছে পাঠিয়ে দাও, তা' হ'লে সব গোল চুকে যা'বে।"

নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া সুহাসিনী কহিল, "রাগ ত তুমিই বেশী করেছ সুশীলা দিদি। আমি স্বীকার করচি, ও ভাবে চলে আসাটা আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তোমারও ও ভাবে কথাটা ওঁকে বলা উচিত হয়নি।"

সুশীলা কহিল, "সত্যিই অন্যায় হয়েছে। আমি নিজের অবস্থার কথাটা ভুলে গেছ্‌লাম। যে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়িয়েছে, কত লোকের ধাক্কা খেয়েচে, তাতে অপমান বোধ করেনি, আর—"

সুহাসিনী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা বল যদি সুশীলা দিদি, তা' হ'লে সত্যিই তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। ওঁকে একলা ফেলে চলে আসা ঠিক হয়নি, চল সুশীলা দিদি আমরা গিয়ে গল্প করি গে।" এই বলিয়া সুশীলার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বিমানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

ইহার পর হইতে সুশীলা সতর্ক হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিত। সুহাসিনীর সম্মুখেই সুশীলা এবং বিমান পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিত, এমন কি উচ্ছ্বসিত আবেগে বিমানের মুখ দিয়া দুই একবার 'সুশী' কথাটাও বাহির হইয়া যাইত। এতটা ঘনিষ্ঠতা সুহাসিনী পছন্দ করিত না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোন কথা বলিতেও পারিত না। তবে এক দিন প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, 'তুমি যে বড় আমার দিদিকে নাম ধরে ডাক?' 'আপনি' না ব'লে তুমি বল?' বিমান হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, 'তোমার দিদি ত আর আমার চেয়ে বয়সে বড় না যে, তাকে আপনি বল্‌তে হ'বে বা দিদি ব'লে ডাকতে হ'বে! তা' যদি হয়, তা' হ'লে আর আমার কথা বলাই চলবে না।' সুশীলাও হাসিয়া বলিয়াছিল, উনি যদি আমায় 'তুমি' বলেন, আমিও 'তুমি' বলব। 'উনি আমায় খাতির না করলে, আমিই বা খাতির করব কেন?'

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। সুহাসিনী অভিমান করিয়া আর জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই। যোগেশও মাত্র দিন দুই আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। বিভার বিবাহসম্বন্ধে সে যোগেশকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই; যোগেশও তাহাকে কিছু বলে নাই।

পরদিন বেলা নয়টার সময় যোগেশ বিজয়াদের বাড়ী

যোগেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "হ্যাঁ, বিজনের সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে রে। সে কৈ?"

হাসি নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, "ঠাকুরপো বুঝি তার পড়বার ঘরে নেই? আচ্ছা, আমি দেখচি," এই বলিয়া সে বিজনের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিজন বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। সে কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে এত বেলা অবধি শুয়ে আছ?"

বিজন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া শুষ্ক মুখে কহিল, "হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো তাই শুয়েছিলাম।"

সুহাসিনী কহিল, "দাদা যে তোমায় খুজ্‌চে।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ আসিয়া কক্ষ-মধ্যে উপস্থিত হইয়া বিজনের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি সে দিন মিথ্যে কথা বলেছিলে?"

বিজন কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যোগেশ কহিল, "বিভাকে সে দিন কে হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল?"

যোগেশ যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে, বিজন তাহা ভাবে নাই, তাই এ প্রশ্নের হঠাৎ সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যোগেশ কহিল, "বিভা না বল্‌লে ত যামিনীর সঙ্গে তার বিয়ে পাকাপাকিই হ'য়ে যেত! বাবার কানে এ কথা' গেছে। তিনি ত রেগে একবারে আগুন হ'য়ে উঠেছেন। দেখ বিজন,

সে দিন যখন তোমার নিজের মুখে শুন্‌লাম যে, তুমি হঠাৎ এসে কাউকে কিছু না ব'লে বিভাকে হাওড়া ষ্টেশনে বেড়া'তে নিয়ে গেছ, তখন সত্যি তোমার ওপর আমার ভারি রাগ হ'য়েছিল—শুধু রাগ কেন তোমার ওপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলাম। এখন যখন সত্যি কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, তখন সবটা তোমায় খুলে বল্‌চি। আমার বরাবর ইচ্ছে ছিল, বিভার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, কিন্তু ঐ ব্যাপারের পর আমি মাকে সে কথা জেদ্‌ ক'রে বলাটা অন্যায় মনে করেছিলাম, শুধু তাই নয়, সেই কাপুরুষ চরিত্রহীনটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই উচিত, এ কথা আমিই মাকে বলেছিলাম। হাসি সে কথা জানে এবং সেই জন্যে সে আমার ওপর খুব রাগও করেছে। তুমি এটা বেশ জান যে, এই ব্যাপারের পর আমাদের বাড়ীর কেউ তোমায় ভাল চোখে দেখ্‌তে পারে না, জেনে শুনেও তুমি বিভার সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্যে পরের এত বড় অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েচ, সে কথা মনে হচ্ছে আর আমার বুকখানা গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠচে।" এই বলিয়া যোগেশ অগ্রসর হইয়া বিজনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি কত ছোট, আর তুমি কত মহৎ! তোমার কাছে মাপ চাইতে ছুটে এসেছি ভাই।"

বিজন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ভাই মহত্ত্ব ত তোমাদেরই। তোমরা সব জেনে শুনেও আমাকে সমানভাবে আদর-যত্ন করেচ।"

যোগেশ কহিল, "আজ কোন কথা তোমার কাছে গোপন

করব না। তুমি হাসির দেওর বলেই আমি তোমাকে মৌখিক আদর-যত্ন করতে বাধ্য হয়েছি, সে কাজটা যে কত বড় অন্যায় হয়েছে তা' এখন বেশ বুঝতে পারচি।"

বিজন কহিল, "কোন অন্যায় তোমার হয়নি, এইটেই স্বাভাবিক।"

যোগেশ কহিল, "আমি জানি, মা তোমার ওপর এতটুকু অসন্তুষ্ট হন্‌নি এবং পাছে তুমি লজ্জায় এ বাড়ীতে না আস, সেই জন্যে তিনি রোজ কলেজে যাওয়ার সময় ব'লে দিয়েচেন, তোমাকে বাড়ীতে নিয়ে আসতে।"

বিজন উজ্জ্বলমুখে কহিল, "মাকে জানি বলেই ত সে দিন অত সহজে কথাটা বলতে পেরেছিলাম।"

সুহাসিনী এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার কহিল, "এর পরেও মা কি যামিনীর সঙ্গে বিভার বিয়ে দিতে যাবেন?"

যোগেশ কহিল, "তুই কি পাগল হয়েছিস, হাসি! আজ পর্য্যন্ত মাকে আমি কোন দিন রাগতে দেখিনি। ও কথা শোনবার পর প্রথম তাঁকেও রাগতে দেখ্‌লাম। বাবা মানা না করলে আজকে সেই বদমাসটাকে ধরে চাব্‌কে দিতাম। তার সঙ্গে আবার বিয়ে দেবে!"

সুহাসিনী বিজনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি তৈরী হয়ে থাক, এবার তোমার পালা," এই বলিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিনই সকাল সকাল আহার সারিয়া, সুশীলাকে লইয়া, সুহাসিনী জননীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দুপুরটা এ গল্প সে গল্প করিয়া কাটিয়া গেল। অপরাহ্ণে সরোজিনী নির্জ্জনে কন্যাকে কহিলেন, "এইবার বিভার বিয়ে নিয়ে আমি সত্যই গোলে পড়েছি। বিভাকে ত আর যার-তার হাতে দিতে পারব্‌ না।"

সুহাসিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আমাকে যে ঘরে বিয়ে দিয়েছ, সেই ঘরে বিভার বিয়ে দিতে কেন যে আপত্তি কর্‌ছ মা, তা' ত আমি কিছুতেই বুঝতে পারচি না। আমি শ্বশুরের মত করিয়েছি, তা' ছাড়া, ঠাকুরপোরও বিভাকে বিয়ে করার খুব ইচ্ছে।"

সরোজিনী কহিলেন, "বিজনের মত স্বামী পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়, তা কি আমি বুঝি না! তবু কেন যে আমি—" হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "বিভা যে আমার পেটের মেয়ে নয়, এ কথা বিজন অবিশ্যি জানে। কিন্তু সে কার মেয়ে, কোথায় বাড়ী-ঘর, সে কথা ত সে জানে না, সব জেনে শুনে বিজন যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তা' হ'লে বুঝ্‌ব, বিভা সত্যিই ভাগ্যবতী।"

সুহাসিনী কহিল, "বেশ ত মা, তুমি আমায় ব'লে দাও, কি বলতে হ'বে। আমি ঠাকুরপোকে বলব।"

সরোজিনী কহিলেন, "উনি নিজেই বিজনকে আজ সব

কথা বলবেন। আমি যোগেশকে বলে দিয়েছি, কলেজের ফেরত বিজনকে সে যেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।"

এমন সময় নীচে যোগেশ ও বিজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "নাম করতে করতেই ঠাকুরপো এসে পড়েচে। বিভার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে না হ'য়ে যায় না মা।"

[১৭]

সন্ধ্যার পর নরেশ বাবু যোগেশ ও বিজনকে তাহার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের কাছে বসাইয়া কহিলেন, "বিজন, তোমাদের সঙ্গে আজ আমি একটা সামাজিক বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। দেখি, তোমাদের কি মত।"

ইতিপূর্ব্বে নরেশ বাবুর সম্মুখে বিজন ও যোগেশ বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা, অসবর্ণ-বিবাহ, নারীদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রভৃতি বিষয় লইয়া তর্ক করিয়াছে, নরেশ বাবুও সে তর্কে যোগ দিয়াছেন। কাজেই বিজন ও যোগেশ নরেশবাবুর আজিকার এই আলোচনা করিবার ইচ্ছাপ্রকাশে কেহই আশ্চর্য্যবোধ করিল না। উভয়েই তর্ক করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

নরেশ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা বিজন, পতিতা নারীর গর্ভজাত মেয়ের স্থান আমাদের সমাজে হওয়া উচিত কি না?"

বিজন উৎসাহভরে কহিল, "নিশ্চয়ই স্থান হওয়া উচিত। সে ত কোন দোষই করেনি। এমন কি পতিতা নারী যদি

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সমাজে ফিরে আসতে চায়, তাকেও প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।"

নরেশ বাবু খুসী হইয়া কহিলেন, "তুমি যে এ কথা বলবে তা' আমি জানি। আজ হঠাৎ কেন যে তোমাকে এ প্রশ্নটা করলাম তার একটা কারণ ঘটেছে। আমি একটী মেয়ের কথা জানি, যার অভাগিনী জননী তার জন্মের দু'মাস পরে মারা যায়। মরবার সময় তার এক আত্মীয়ার হাতে মেয়েটীকে সঁপে দিয়ে যায়, এখন সে মেয়েটীর বিয়ের বয়েস হয়েছে, তার আত্মীয়াটী ভারি গোলে পড়ে গেছেন। মেয়েটী দেখতে শুনতে সুশ্রী, লেখা-পড়া, কাজকর্ম্ম সবই খুব ভাল জানে। তার প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'রে আত্মীয়াটি অবিশ্যি অনায়াসে তার বিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তা' চান না। তিনি বলেন, সব জেনে শুনে যে যুবক তাকে বিয়ে করতে রাজি হ'বে, তার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবেন।"

যোগেশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এইবার কহিল, "জেনে শুনে ও রকম মেয়েকে কে বিয়ে করতে রাজি হ'বে বাবা ?"

নরেশ বাবু কহিলেন, "তাই ব'লে আসল পরিচয়টা গোপন ক'রে বিয়ে দেওয়া ত উচিত নয় !"

যোগেশ কহিল, "তা' ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ও রকম মেয়েকে সমাজে স্থান দেওয়ারই বিরোধী।"

নরেশ বাবু কহিলেন, "তোমরা লেখা পড়া শিখ্‌চ, তোমাদের

ত এরূপ মতিগতি হওয়া উচিত নয়। একজনের ভুলে আর এক জন অনর্থক শাস্তি পাবে ?"

যোগেশ কহিল, "আমি ত তাদের সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিতে বলচি না ? কোন একটা আশ্রমে তাদের রেখে দেওয়া উচিত।"

বিজন কহিল, "তা' হলেই ত তাদের সমাজ থেকে দূরে রাখা হ'ল। আমি আগেও বলেছি, আবার এখনও বলচি, এদের সমাজে স্থান দেওয়া উচিত।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "তুমি ত এ কথা বলবেই। যে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ সমাজে চালাবার পক্ষপাতী, সে ত এ কথা বলবেই। আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, তুমি নিজে ও রকম মেয়ে বিয়ে করতে পার ?"

বিজনও জোর দিয়া কহিল, "খুব পারি।"

যোগেশ কহিল, "তর্কের মুখে কথাটা বলাও খুব সহজ। কেন না, তুমি জান ও রকম মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা কেউ তুলবেই না। যদিও বা এমন হয়, তবে তুমি অন্য রকমের আপত্তি তুলে কথাটাকে উড়িয়ে দেবে। হয় বলবে, আমি এখন বিয়ে করব না, না হয় বলবে, আমার ত খুব ইচ্ছে, বাবার আপত্তি, কি করব! অথচ মুখ ফুটে সোজা কথাটা বলতে পারবে না। অবিশ্যি তোমার একলার কথা বলচি না, তোমাদের দলের সবাইরই কথা বলচি।"

বিজন কহিল, "কথাটা যে তুমি অন্যায় বলচ, এ কথা আমি

কিছুতেই বলতে পারি না। অনেকে কাজের বেলায় পেছিয়ে যায়, এটাও সত্যি। তবে আমার নিজের কথা এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, যদি কখনও বিয়ে করি,—"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "ঐ যদির খোঁচাই ত সব চেয়ে শক্ত ব্যাপার! আচ্ছা, দেখা যাবে।"

নরেশ বাবু, যোগেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যোগেশ, বিজনের সঙ্গে আমার অন্য একটু কথা আছে। তুমি তোমার মাকে গিয়ে বলগে, হাসির খাওয়ার ব্যবস্থা যেন শীগ্‌গির ক'রে দেয়, রাত হ'য়ে যাচ্ছে, তাকে ত ফিরতে হ'বে।"

হঠাৎ বিজনের সহিত তাহার পিতার এমন কি গোপন কথা বলিবার আবশ্যক হইল যে, তাহার সম্মুখে সে কথা বলা চলে না,—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে যোগেশ কক্ষত্যাগ করিয়া গেল।

নরেশ বাবু বিজনের বিস্ময়াভিভূত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ বিজন, তুমি আমার হাসির দেওর, যোগেশের বন্ধু, আমাদের বিশেষ আপনার জন। লজ্জা ক'রে বা এতটুকু কুণ্ঠিত হ'য়ে আমার কথার উত্তর দিও না। তোমার মনের সত্যি কথাটা আমি জানতে চাই।" একটু থামিয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, যোগেশ ও হাসির ইচ্ছে—ইচ্ছেই বা বলি কেন—তারা তোমাকেই বিভার পাত্র ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে। লজ্জা ক'রো না, বাবা, জামাতা বাবাজী বেয়াইয়েরও মত করিয়েছে। কেবল তোমার মত

নেওয়াটাই কেউ দরকার ব'লে মনে করেনি। অবিশ্যি পিতা-মাতা অভিভাবক বর্ত্তমান থাকতে পাত্রপাত্রীর মত নেওয়ার পদ্ধতিটা আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই, তবে সেটা যে মন্দ এমন কথা আমি বল্‌চি না। কিন্তু বিভার বিয়েতে সে পদ্ধতিটা উল্‌টিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। কেন যে হয়েছে, সে কথা তোমায় আমি বল্‌চি। বাড়ীর সকলের ধারণা, বিভাকে তুমি ভালবাস।" বিজনের কর্ণমূল পর্য্যন্ত গভীর লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। নরেশ বাবু যে এমন স্পষ্ট করিয়া এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবেন, বিজন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহা ছাড়া বিভার প্রতি তাহার অন্তরের গোপন-আকর্ষণ যে, এইভাবে ধরা পড়িয়া যাইবে, তাহাও সে ভাবে নাই।

নরেশ বাবু তাহার মুখের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কথাটা সত্যি কি না তা' আমি তোমার নিজের মুখ থেকেই শুনতে চাই; তারপর আমার বক্তব্যটা তোমায় বলব।"

বিজন কোন উত্তর দিতে পারিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। কথাটা যে সত্য, তাহা বুঝিতে নরেশ বাবুর বিলম্ব হইল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "যদি শোন, বিভা একজন অভাগিনী পতিতার কন্যা, তা' হ'লেও তুমি তা'কে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ?"

এই কল্পনার অতীত, আকস্মিক প্রশ্নে বিজন প্রথমটায় স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া

লইয়া, নিজের অন্তরটা একবার যাচাই করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। বিভাকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার কথা, বিভার কলঙ্ক ঢাকিবার উদ্দেশ্যে পরের অপরাধ হাসিমুখে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইবার কথা, বিভার সহিত যামিনীর বিবাহের কথা পাকাপাকি হওয়ার সম্ভাবনায় সে অন্তরে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিল সেই কথা, সর্ব্বশেষে তাহাকে মিথ্যাপবাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিভা সত্য কথা প্রকাশ করিয়া যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে, এই কথা সে একত্র করিয়া ভাবিয়া দেখিল। বিভাকে সে সত্যই ভালবাসে এবং বিভাও যে তাহাকে ভালবাসে তাহার প্রমাণও ত সে পাইয়াছে। এইমাত্র সে নরেশ বাবুকে বড়গলায় বলিয়াছে, শুধু পতিতার কন্যা কেন, পতিতাও সমাজে স্থান পাইবার যোগ্যা। ইহা তাহার অন্তরের কথা কি না, বোধ করি, অন্তর্য্যামী তাহারই পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এমন সময় নরেশ বাবু কহিলেন, "বিভা সত্যই একজন অভাগিনীর কন্যা! এখন বেশ করে ভেবে চিন্তে দু'দিন পরে না হয় তুমি উত্তর দিও। আমি এমন কাজ তোমায় করতে বলি না, যার জন্যে পরে তোমায় এতটুকু অনুতাপ করতে হয়। আর একটা কথা তোমায় আমি বলতে চাই যে, বিভাকে গ্রহণ করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, যদি এতটুকু সঙ্কোচ তোমার মনে বাধে, আমায় স্পষ্ট ক'রে জানিয়ো, তাতে আমরা এতটুকু অসন্তুষ্ট হ'ব না।"

বিজন ইতিমধ্যে সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়াছিল, কহিল, "আমার কোন আপত্তি নেই।"

নরেশ সস্নেহে তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হওয়ার কোন আবশ্যক নেই বাবা। সব দিক ভেবে চিন্তে দু'-দিন পরে উত্তর দিও।"

বিজন মনকে দৃঢ় করিয়া কহিল, "আমি দ্বিধাশূন্য, সঙ্কোচহীন হ'য়েই এ কথা বলেছি।"

নরেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তাতে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু তোমার বাবা এ কথা শুনলে বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজি হবেন না, এ কথাটা তুমি ভেবে দেখেছ কি ?"

সত্যই বিজনের একথাটা একবারও মনে হয় নাই। নরেশ বাবু সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে সে বুঝিল, তাহার সমাজ-রক্ষণশীল পিতা কখনই এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করিবেন না। তাহার দাদা বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া তিনি যে, তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, সেই দাদা যখন এক নিরপরাধা বালবিধবার সর্ব্বনাশ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পিতার নিকট ব্যক্ত করিল যে, সে বিধবাকে বিবাহ করে নাই, অমনি তাহার পিতা বলিয়া বসিলেন, 'বিবাহ যখন কর নাই, তখন সব গোল চুকিয়া গিয়াছে।' যে দিন স্বকর্ণে পিতার মুখে সে এ কথা শুনিল, সে দিন তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সে কথাও তাহার মনে পড়িল। যাহার মনের গতি এইরূপ

তাঁহার মত লওয়ার কোন আবশ্যকতা সে বোধ করিল না। সে কহিল, "বাবাকে এ কথা জানাবার কোন আবশ্যকতা আছে ব'লে আমি মনে করি না।"

নরেশ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন, বিজন কথাটা কিছু অন্যায় বলেনি। বিজনের ন্যায় উদারতা হয় ত তাহার পিতার না থাকিতে পারে। বিজনও ত শিশু নহে, ভাল মন্দ বুঝিবার মত বয়স তাহার হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "তুমি যদি কথাটা অপ্রকাশ রাখ্‌তে না চাও, তা' হ'লে ত সব গোলই চুকে গেল। দেখ বাবা, হাসি ও বিভাকে আমরা কোন দিন ভিন্ন-চোখে দেখিনি! তোমায় যে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব, তা' আমি জানি না।"

এমন সময় সরোজিনী আসিয়া কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি গো, তোমাদের কথা কি আজ আর ফুরোবে না? এ-দিকে বিজনের খাবার যে জুড়িয়ে গেল!"

নরেশ হাসিয়া কহিলেন, "আমাদের কথাও শেষ হয়েছে, তুমিও এসেছ।"

[১৮]

আহারের পর সুশীলা সুহাসিনীর সহিত ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল, কিন্তু সুহাসিনী তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সুশীলা তাহা লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুহাসিনীকে সে কোন কথা বলিল না। সুহাসিনীও

'চল্লাম ভাই সুশীলা দিদি' বলিয়া মোটরে উঠিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল। সুশীলা অন্তরের তীব্র বেদনা লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজিনী ও অমলা সুহাসিনীকে মোটরে তুলিয়া দিয়া উপরে আসিলে সে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। সুহাসিনীর উপর হিংসা ও রাগে তাহার সারা দেহ জ্বলিতে লাগিল। বহুক্ষণ শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া জ্বালাটা যখন তাহার উপশম হইল, তখন শান্ত হইয়া ভাবিতেই বুঝিল সুহাসিনীর দিক দিয়া ত কোন অন্যায় হয় নাই, সুহাসিনী কেনই বা তাহাকে বারবার যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে, কিন্তু তাহার অশান্ত মন যে সে কথা বোঝে না, এ গৃহে যে সে কিছুতেই থাকিতে চাহে না! ভাবিতে ভাবিতে এক সময় তাহার মনে হইল যে, সেখানে না যাওয়াটা ভালই হইয়াছে। বিমান কি করে, তাহা সে দেখিতে পাইবে।

সুহাসিনীকে একা ফিরিতে দেখিয়া বিমান অন্তরের বেদনা চাপিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমার সুশীলা দিদিকে যে বড় সঙ্গে আনলে না?"

সুহাসিনী কহিল, "বার বার তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে সবাই কি বলবে; আর সুশীলা দিদিই বা কি মনে করবে।"

বিমান সে সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না।

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেই বিমানের মনে হইল, সুশীলার অভাবে সমস্ত গৃহখানি যেন নিরানন্দময় হইয়া আছে। কেমন করিয়া সে এ গৃহে দিন

কাটাইবে? কিন্তু সুশীলাকে এখানে আনিবার উপায় কি,—তাহাই সে উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সুহাসিনী জাগিয়া উঠিয়া চোখ মেলিতেই দেখিল, তাহার স্বামী সম্মুখের বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাগ্রকণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে গা তোমার?"

বিমান হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শুষ্কমুখে কহিল, "আজ যেন কিছু ভাল লাগ্‌চে না।"

পাঁচ ছয় দিনের এম্‌নি সময়কার একটী চিত্র সুহাসিনীর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রত্যহ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই সে দেখিত, বারান্দার ঐ স্থানটীতে বসিয়া তাহার স্বামী সুশীলা দিদির সহিত গল্প করিতেছেন। তাহার মনে হইল, সুশীলা দিদির অনুপস্থিতিই তাহার স্বামীর এই ভাল না লাগিবার কারণ। ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা ও অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "আমায় আর তোমার ভাল লাগে না বুঝি?"

বিমান চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "খুব ভাল লাগে হাসি, খুব ভাল লাগে।"

অভিমানভরা কণ্ঠে সুহাসিনী কহিল, "তবে কেন তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাওনি? কেন তুমি একলা এখানে চুপটি ক'রে

দাঁড়িয়ে আছ? আমায় ডাকলেই ত আমি উঠতাম। দু'জনে বারান্দায় ব'সে এতক্ষণ কত গল্প করতাম।"

কোন রকমে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া পত্নীর দেহ দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বিমান কহিল, "এবার থেকে তাই ডাকব হাসি।"

সুহাসিনী তাহার প্রফুল্লদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "কাল থেকে ডাকতে ভুলে গেলে কিন্তু আমি ভারি রাগ করব।" একটু থামিয়া আবার কহিল, "কৈ তোমার মুখে ত হাসি দেখতে পাচ্চিনে?"

বিমান মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "খুকীটার জন্যে আমার ভারি মন কেমন করছে, সে আমার কোলে আসতে এত ভাল বাসত!"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "তা' যা' বলেচ, মেয়েটা তোমায় দেখতে পেলে কারু কোলে থাকতে চাইত না, এমন কি সুশীলা দিদির কোলেও না। হতভাগা মেয়েটা 'বাবা, বাবা' ক'রে তোমার কাছে ছুটে আসত। সত্যি, ওর বাবাটা কি নিষ্ঠুর! এমন মেয়ে ফেলে কি ক'রে আছে? আমার মনে হয়, সে বেঁচে নেই।"

বিমান বক্ষের মধ্যে তীব্র বেদনা অনুভব করিল, তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সুহাসিনী কহিল, "সুশীলা দিদির কিন্তু বিশ্বাস তার স্বামী বেঁচে আছে। আহা! ভগবান্ যেন তাই করেন।"

বিমান কহিল, "সে শুধু বেঁচে নেই, সে আবার এক বড়-লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে! বড়-লোক বাপের বাড়ী ব'সে রাজভোগ খাচ্ছে!"

সুহাসিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বল কি! সে লোকটা এত বড় পাষণ্ড! একটা গরীবের মেয়েকে শুধু শুধু এম্‌নি ক'রে কষ্ট দেবার জন্যে বিয়ে কল্লে কেন? হ্যাঁ গা, তুমি কোত্থেকে খবর পেলে?"

বিমান শান্তভাবে কহিল, "তোমার সুশীলা দিদিই আমায় বলেচে।"

সুহাসিনী কহিল, "এ খবরটা ত তুমি আগে আমায় দাওনি? সুশীলা দিদিও ত আমায় কিছু বলেনি? হাঁ গা, সুশীলা দিদি কার কাছ থেকে খবর পেলে?"

বিমান এ প্রসঙ্গ থামিতে দিল না, কহিল, "সে যে কার কাছ থেকে খবর পেয়েচে তা আমায় কিছু বলে নি। যাক্‌, এখন সুশীলার কি করা উচিত, তাই বল দেখি? একটা কথা তোমায় এখনও বলা হয়নি। সে লোকটা এখন বুঝতে পেরেছে যে, কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে। সুশীলাকে সে সত্যি খুব ভালবাস্‌ত এবং এখনও খুব ভালবাসে।"

সুহাসিনী কহিল, "তা' হ'লে সুশীলা দিদিকে ত বাড়ী নিয়ে গেলেই পারে। সুশীলা দিদিরও যাওয়া উচিত। অবশ্য তার স্বামী তার ওপর খুবই অন্যায় করেছে, কিন্তু হিঁদুর মেয়ে, তার ত আর অন্য কোন উপায় নেই? না হয়, সতীন নিয়েই ঘর করবে।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "সে না হয় সতীন নিয়ে ঘর করতে রাজিই হ'ল, কিন্তু তার সতীন বড় লোকের মেয়ে, সে তা' সহ্য করবে কেন?"

সুহাসিনী কহিল, "সহ্য করা ছাড়া তারই বা এখন উপায় কি? সে বড় লোকের মেয়ে, না হয় রাগ ক'রে বাপের বাড়ীই চ'লে যা'বে। কিন্তু তা'তে ত তারই লোকসান, স্বামীকে হারাবে।"

বিমান কহিল, "কিন্তু রাগের মাথায় তা' ক'জনে বোঝে! আচ্ছা, ধর, তোমারও যদি কোন দিন সতীন হয়, তা' হ'লে তুমি কি কর?"

সুহাসিনী দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "তোমার বুঝি এর মধ্যে আবার একটা বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে? বেশ ত, বিয়ে করই না। বল তো আমি না হয় ঘটকালী করি?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "শেষকালে সূর্য্যমুখীর মত পালিয়ে গিয়ে আমায় পথে বসাবে, এইটেই তোমার ইচ্ছে।"

সুহাসিনী কহিল, "না গো না, আমার সত্যি তাই ইচ্ছে নয়। তুমি বিয়ে করেই দেখ না, আমি তাকে আদর ক'রে, বরণ ক'রে, ঘরে তুলি কি না। বল ত আজ থেকেই বরণডালা সাজাতে বসে যাই।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "না, এখনি তার দরকার হ'বে না। কিন্তু সূর্য্যমুখী এর চেয়েও বেশী করেছিলেন। তিনিই উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে, কুন্দর সঙ্গে তাঁহার স্বামীর বিয়ে

দিয়েছিলেন, তার পর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকেও পালিয়েছিলেন।"

সুহাসিনী কহিল, "পালিয়ে যাওয়াটা কি সূর্য্যমুখীর ভাল হয়েছিল? নিজে কষ্ট পেলে, স্বামীকে কষ্ট দিলে, আর এক-জনকে খুন করলে। আহা! কুন্দর জন্যে আমার সত্যি ভারি কষ্ট হয়।"

বিমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এ রকম খুনোখুনী ব্যাপার ত সংসারে অহরহই ঘট্‌ছে।"

সুহাসিনী কহিল, "তা' ঘট্‌চে স্বীকার করি, কিন্তু এই সব বই পড়ে মেয়েদের ত সাবধান হওয়া উচিত! ঝোঁকের মাথায় সূর্য্যমুখীর মত কাজ করা কোন মেয়েরই উচিত নয়। জীবনে কোন দিন আর সে সুখ পা'বে না।"

বিমান উজ্জ্বলমুখে যেন আপন মনে বলিতে লাগিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, শেষ অবধি তোমার মনের জোর যেন এই রকমই থাকে।" এই বলিয়া দুই হাতে পত্নীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিল এবং প্রসঙ্গটা এইখানেই চাপা দিয়া ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল।

আহারের পর সুহাসিনী বিমানকে কহিল, "আজ বিকেলে মার কাছে একবার যা'ব।"

বিমান কহিল, "এই কাল গেলে আজ আবার কিসের দরকার পড়্‌ল?"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে ভুলে গেলে? মা

যে বলেছেন আজই ঠাকুরপোর বিয়ের সম্বন্ধে যা' হো'ক্ পাকা-পাকি কথা বলবেন !"

বিমান কহিল, "ওঃ! তা' ঘটক-বিদেয়টা কোন্ পক্ষ থেকে পা'বে ?"

সুহাসিনী জোর দিয়া কহিল, "দু'পক্ষেই দেবে। তোমাদেরও ত পাওনা-থোওনা কিছু কম হবে না। ওদিকে পয়সা-খরচ করলেই কি ঠাকুরপোর মত জামাই মা শীগ্‌গির পাবে ? রূপে গুণে পয়সায় অমন্ ছেলে আজ-কালকার দিনে ক'টা মেলে বল দেখি ?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তোমার ঠাকুরপোটীকে তুমি যে চোখে দেখ, অপরে যে সেই চোখে দেখ্‌বে এমন ত কোন কথা নেই ? যাক্, তোমাকে একটা কথা বলে রাখ্‌চি। তোমার সুশীলা দিদির সম্বন্ধে সকালে যা' বল্‌লাম, সে কথাটা তোমাদের বাড়ীর কারু কাছে এখন প্রকাশ করো না। তুমি যে এ কথাটা জান তোমার সুশীলা দিদির কাছেও তা' বলো না। আর দেখ, যদি পার, তবে খুকীকে আজ নিয়ে এস।"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "তা' আনব। কিন্তু সুশীলা দিদি ত দু'দিন পরেই তার স্বামীর কাছে চ'লে যা'বে, তখন খুকীকে কোথা পা'বে ?"

বিমান কহিল, "সুশীলা দিদির স্বামী ত তোমার পর নয়, আপনার লোক। তুমি সেখানে গিয়ে খুকীকে নিয়ে আসবে !"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "অমন লোকের আমি মুখ দেখ্‌ব বুঝি!

বিমানও হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তখন দেখা যাবে। সুশীলাকে যদি সত্যিই তুমি ভালবাস, তা' হ'লে তার স্বামী যতই অন্যায় করুক না কেন, তুমি তা'কে ক্ষমা করবেই।"

[১৯]

যথাসময়ে সুহাসিনী পিতৃগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল এবং জননীর নিকট শুনিল, বিজনের সহিত বিভার বিবাহ দেওয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। আর তার ঠাকুরপোটী চিরকুমার থাকিবার সঙ্কল্পকে বিসর্জ্জন দিয়া বিভাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে। সুহাসিনী হাসিয়া জননীকে কহিল, "তাই ঠাকুরপো আজ কাজের ছুতো করেছে! আমায় বলা হয়েছে, আজ আর তোমায় ওখান থেকে নিয়ে আসতে পারব না, বৌদি। আচ্ছা বিয়েটা একবার হ'য়ে যাক্, তারপর ঠাকুর-পোর সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া হবে।" এমন সময় যোগেশকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া সুহাসিনী কহিল, "তোমার বন্ধুটীর ত এইবার চিরকুমার-সভা থেকে নাম কাটা গেল, দাদা! এইবার তোমার—"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "বিজনের যে এই অবস্থা হ'বে তা' আমি আগেই জানি। কিন্তু সবাই ত আর তোর ঠাকুরপো নয়?"

সরোজিনী হাসিয়া কহিলেন, "তোদের ভাই-বোনের এই ঝগড়া বুঝি আর মিটবে না? এই যে যদুর মা! এস,— পাত্রের সন্ধান টন্ধান আন্‌লে?"

যদুর মা চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তা' না নিয়েই কি আর তোমার কাছে এসেচি মা? বড্ড হাঁপিয়ে গেছি, একটু জিরিয়ে নিই—নিয়ে সব বলচি। তোমার দু' মেয়েরই দু' পাত্র ঠিক করে এসেচি। হ্যাঁ দাদাবাবু, তুমি চ'লে যাচ্ছ যে! নির্ম্মলা দিদির জন্যে যে পাত্র ঠিক ক'রে এসেছি, সেও তোমার মত তিনটে পাশ দিয়ে চারটের পড়া পড়ছে। নাম বল্লে তুমি হয় ত তাকে চিনবে। একটু দাঁড়াও দাদাবাবু, কাগজখানা আমি আঁচল থেকে খুলি।"

"আমার কাজ আছে, আমি এখন থাকতে পারব না", এই বলিয়া যোগেশ অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সরোজিনী ঘটকঠাকুরাণীর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। সুহাসিনী সুশীলার সন্ধানে কক্ষত্যাগ করিয়া গেল, সুশীলার নিকটে গিয়া কহিল, "আজ আমার সঙ্গে ভাই যেতে হ'বে, সুশীলা দিদি।"

সুশীলা গম্ভীর হইয়া কহিল, "এখন ত আমার যাওয়া হ'বে না। এই ক'টা দিন বাদেই ত বিভার বিয়ে; তা' ছাড়া মা বলছিলেন এর মধ্যে নীলারও বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলবেন, যাতে একদিনে দু'জনেরই বিয়ে হয়।"

সুহাসিনী কহিল, "সে মা সব ঠিক করবেন। তুমি না

গেলে কিছুতেই চলবে না। উনি যে খুকী খুকী ক'রে একেবারে অস্থির হয়েছেন!"

সুশীলা এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। অন্তরের আনন্দ চাপিয়া সে কহিল, "তা' হ'লে খুকীকেই তুমি নিয়ে যাও ভাই।"

সুহাসিনী হাসিয়া কহিল, "বাঃরে! ঐটুকু মেয়ে বুঝি আবার মাকে ছেড়ে একলা থাকতে পারে! আমি মাকে ব'লেই তোমাকে নিয়ে যাব, সুশীলা দিদি। তা' ছাড়া সুশীলা দিদি, তুমি গেলে উনি খুব খুসী হবেন। তুমি এম্‌নি গল্পের নেশা জমিয়ে দিয়ে এসেছ ভাই যে, আজ সারা সকালটা গল্প করতে না পেয়ে তিনি মুখ ভার ক'রেই বসেছিলেন।"

সুশীলা আর অন্তরের আনন্দ চাপিতে পারিল না, তাহার মুখে চোখে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে হাসিমুখে কহিল, "খবরটা খুব নতুন বটে! তুমি কাছে থাকতে তাঁর আবার গল্পের লোকের অভাব। ওটা তুমি বাড়িয়ে বলেচ ভাই।"

সুহাসিনী কহিল, "একটুও বাড়িয়ে বলিনি সুশীলা দিদি। তুমি গেলে তোমার সামনেই আমি তা' ভজিয়ে দেব।"

সুশীলা কৃত্রিম অভিমানের সুরে কহিল, "আমি যাব না ভাই। আমি গেলে উনি যে সময়টুকু আমার সঙ্গে গল্প করবেন, সে সময়টুকু তোমার ত বাজে নষ্ট হ'বে! তুমিও খুসী হ'বে না, তিনিও খুসী হ'বেন না।"

সুহাসিনী জোর দিয়া কহিল, "ইস্‌ তা' বৈ কি! শুধু শুধু

লোকের নামে দোষ দিলেই বুঝি হ'ল। তোমাকে আজ আমি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যা'ব, সুশীলা দিদি।"

সুশীলা হাসিয়া কহিল, "সেটা কিন্তু তোমার পক্ষে বড় সুখের হ'বে না, ভাই হাসি। তুমি নিজেই এক দিন কি বলেছিলে, সে কথা বুঝি তোমার মনে নেই? আমি যে সহজেই লোক বশ করতে পারি?"

সুহাসিনী দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "তা' খুব মনে আছে। সে কথা কি মিথ্যে! সে বিদ্যে তোমার খুব আছে সুশীলা দিদি। আচ্ছা দু'দিন পরেই তা' দেখা যাবে। কেমন সতীন"—বলিয়াই জিব কাটিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তাহার স্বামী যে এখানে আসিবার সময় সুশীলা দিদির নিকট সে কথার উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, আর সে কথায় কথায় কি না তাহারই উল্লেখ করিয়া ফেলিতেছিল!

কিন্তু সতীনের উল্লেখেই সুশীলা চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামী কি তা' হ'লে তাহাদের গোপন-সম্বন্ধটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চঞ্চলচিত্তে সে রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সরোজিনীকে বলিয়া রাত্রে সুহাসিনী সুশীলাকে লইয়া গেল।

দিন সাতেক কাটিয়া গেল। দুই বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন অল্প অল্প চলিতে লাগিল। সেই দিন হইতে বিজনও যোগেশদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। যোগেশও হাসিকে দেখিতে আসে না। এদিকে নির্ম্মলার বিবাহও প্রায় পাকিয়া

উঠিবার মত হইল। যদুর মা সে দিন যে পাত্রটীর সন্ধান আনিয়াছিল, নরেশ বাবু সেই পাত্রটীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিলেন এবং পাত্রপক্ষও পাত্রীর রূপ ও তাহার অপেক্ষা মূল্যবান্ অলঙ্কার ও নগদ টাকার পরিমাণে মুগ্ধ হইয়া কন্যার পিতৃমাতৃকুলের সন্ধান লওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বিবাহের মত দিয়া গেলেন।

যোগেশ সব শুনিল এবং ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আহারে তাহার একবারেই রুচি রহিল না, খাইতে বসিয়া আহার্য্যগুলি নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল, রাত্রে তাহার দুই চোখের পাতা এক হইল না, কখনও বা শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কখনও বা শয্যা ছাড়িয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু যে দিন নির্ম্মলার আশীর্ব্বাদের দিন স্থির হইয়া গেল, সে দিন আর যোগেশ নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, জননীর নিকট তাহার অন্তরের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সরোজিনী খুসী হইয়া কহিলেন, "আমি ওঁকে গিয়ে এখনি বলচি।" এই বলিয়া তিনি নরেশ বাবুর বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। দারুণ উত্তেজনার পরে যোগেশের দেহ যেন কেমন অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। অবসন্ন দেহ কোন রকমে টানিয়া লইয়া এ ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরের দিকে সে অগ্রসর হইল। বৈদ্যুতিক আলো তেমনি ভাবে

সমস্ত ঘরখানিকে উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু যোগেশ দ্বারের একেবারে নিকটে পৌঁছিতেই আলোটা সহসা দপ্ করিয়া নিভিয়া গিয়া বিস্মিত যোগেশের চোখের সম্মুখে একখানি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ফেলিয়া দিল। যোগেশ দুই হাতে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। কে এমন ভাবে হঠাৎ আলোটী নিভাইয়া দিল, তাহা দেখিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করিতে সে ব্যর্থ চেষ্টা করিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার যখন একটু পরিষ্কার হইয়া আসিল, একটী অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি যেন যোগেশ দেখিতে পাইল। সভয়ে সে প্রশ্ন করিল, "কে?" কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। কেবল চাপা-নিঃশ্বাসের শব্দ অতি ক্ষীণভাবে তাহার কানে আসিয়া বাজিল। সে হাত বাড়াইয়া আলোটী জ্বালিয়া ফেলিতেই চমকিয়া উঠিয়া নিষ্পলকনেত্রে দেখিল, নির্ম্মলা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা দ্রব্য আঁচল চাপা দিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেশ সেই দিকে চাহিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কম্পিত দুই হাত দিয়া নির্ম্মলার সুকোমল বাহুলতা ধরিয়া তাহার অবনত দেহখানিকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইতেই নির্ম্মলার অঞ্চলপ্রান্ত স্থানচ্যুত হইয়া সেই গোপন-দ্রব্যটীকে প্রকাশ করিয়া দিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ আনন্দবিহ্বল-দৃষ্টিতে যোগেশ চাহিয়া দেখিল সেখানি তাহার নিজেরই ফটো। ক্ষণকাল পরে উচ্ছ্বসিত আবেগে যোগেশ ডাকিল, "নীলা!"

ধরা পড়িয়া নির্ম্মলা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সমস্ত শক্তি কে যেন তাহার হরণ করিয়া লইয়াছিল। অতি কষ্টে কণ্ঠের শক্তিটুকু কোন রকমে ফিরাইয়া আনিয়া নির্ম্মলা কহিল, "আমি বিধবা।"

সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যে ভাবে পিছাইয়া যায়, যোগেশ নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া দিয়া সেইভাবে কয়েক পা পিছাইয়া গেল! তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময় সরোজিনী নরেশবাবুকে কথাটা বলিয়া যোগেশের কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়াই সভয়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যোগেশ, কি হয়েছে বাবা ? অমন করচ কেন ? আমি যে, তোমার বাবার মত নিয়েই এসেছি !"

যোগেশ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, নির্ম্মলা বিধবা।" আর কিছু সে বলিতে পারিল না, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মনে হইল, নিজের সম্বন্ধে যে কথাটা তিনি পুত্রের নিকট হইতে এত দিন গোপন রাখিয়াছিলেন, সে কথাটা আর গোপন রাখা চলে না এবং গোপন করিতে যাওয়াটাই অন্যায়। প্রকাশ করিবার এই ত সব চেয়ে বড় সুযোগ।

অতি শান্তভাবে স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমি বল্‌চি নীলাকে বিয়ে করলে তোমার কোন অন্যায় হ'বে না বাবা।"

হতবুদ্ধির মত যোগেশ কহিল, "এ কি তুমি বল্‌চ মা? বিধবাকে আমি যে কিছুতেই বিয়ে করতে পারি না।"

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজিনী কহিলেন, "যদি কেউ পারে, সে তুই। কেননা তুই যাঁর ছেলে তিনি যে এক বিধবাকেই পত্নী ব'লে গ্রহণ করেচেন।"

অতি বড় বিস্ময়ে যোগেশের দৃষ্টি স্থির হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে জননীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া কহিল, "এ কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন, মা?"

সরোজিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া সরোজিনী কহিলেন, "কাল সকালেই হাসিকে খবর দিতে হ'বে। নীলা তার বৌদি হ'বে শুন্‌লে সে কত খুসী হ'বে।"

যোগেশ কহিল, "আমি নিজে গিয়েই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব মা।"

[২০]

সকালবেলা বিজন গভীর মনোযোগসহকারে কি একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময় যোগেশ কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

বই হইতে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই বিজন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তোমার চেহারা যে একবারে বদ্‌লে গেছে দেখচি ?"

হাস্যোজ্জ্বলমুখে যোগেশ কহিল, "আমি যে নতুন মানুষ হ'য়ে এসেছি !"

বিজন অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি রকম ?"

যোগেশ কহিল, "বিধবার বিয়ে-সম্বন্ধে আমার মতটা একবারে বদ্‌লে ফেলেছি। বিধবার বিয়ে হওয়া যে অন্যায় এবং তা'তে যে আমাদের সমাজটা একবারে রসাতলে যা'বে, এমন কথা আমি বলতে পারি না, বলবার অধিকারও আমার আর নেই।"

এই ত যোগেশ কালও কলেজের ছুটির পর বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে তুমুল তর্ক করিয়াছে, অথচ এক রাত্রির মধ্যে যে কি করিয়া তাহার মত বদলাইয়া গেল, তাহা বিজন বুঝিতে পারিল না।

তাহার ক্রমবর্দ্ধিত বিস্ময়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া যোগেশ কহিল, "আর একটি সু-খবর তোমায় দিচ্ছি বিজন। আমারও যে বিয়ে! হারটা তোমার একলারই হ'ল না, আমারও হয়েছে।"

বিজন কথাটা প্রথম বিশ্বাস করিল না, তাহার মনে হইল যোগেশ নিশ্চয়ই ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু দুই চারি কথার পর সে যখন বুঝিল যোগেশের কথা মিথ্যা নহে, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

সুহাসিনী সুশীলাকে লইয়া পিতৃগৃহে পৌঁছিয়া প্রথমেই নির্ম্মলার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কে ক'নে সাজিয়েছিল মনে আছে ত?"

নির্ম্মলা তাহার কোলের মধ্যে আরও জড়সড় হইয়া গেল। এত সৌভাগ্য যে তাহার হইবে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল।

সুহাসিনী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "চল্লাম ভাই বৌদি, এখনও মার সঙ্গে দেখা হয়নি।"

রাত্রে শ্বশুরগৃহে ফিরিবার সময় সুহাসিনী জননীকে বলিয়া গেল, "মা, ঐ কথা কিন্তু ঠিক রইল। নীলার বিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী থেকেই হবে। সুশীলা দিদি আমার সঙ্গে যাচ্ছে, মা। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হ'বে ত? নীলাকে চার পাঁচ দিন আগে নিয়ে যা'ব।"

বিবাহের আয়োজন খুব ধূম-ধামের সহিত চলিতে লাগিল। দিনও ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। মাত্র আর সাত দিন বাকী। দূরদেশস্থ আত্মীয়-স্বজনে সরোজিনীর গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় অমলা সরোজিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া শুষ্কমুখে কহিল, "বৌদি, আর একটু হ'লে ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল! যে যা' বলে তাই অমনি তুমি বিশ্বাস ক'রে ফেল। আমার প্রথম থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল বৌদি! ভাগ্যিস্ আমার ননদ এসে পড়েচে, না হ'লে কিছুই জান্‌তে পারতাম না, বিয়েও হ'য়ে যেত।" গলার স্বরটা অনেকটা নীচু করিয়া সে

আবার কহিল, "ওরা যে কালীঘাটে ঘরভাড়া ক'রে ছিল বৌদি।"

সরোজিনী অত্যন্ত অস্থির চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরঝি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে। তুমি আমায় স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বল, কি হয়েছে।"

অমলা কহিল, "আর স্পষ্ট ক'রে কি বলব বৌদি? ঐ দু'টো মেয়ে ছেলেবেলায় বিধবা হ'য়ে বাপের কাছেই ছিল। তারপর একদিন রাত্রে কার সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, শেষে সেই লোকটা ওদের ফেলে পালিয়েচে, তারপর থেকে ওরা কালীঘাটে ঘরভাড়া ক'রে ছিল। আমার ননদের শ্বশুরবাড়ী আর ঐ মেয়ে দু'টোর বাপের বাড়ী একেবারে পাশাপাশি। আমার ননদ নীলাকে দেখেই ঠিক ধ'রে ফেলেছে। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে বৌদি। আর দেরী করা নয়, এখনই চুপি চুপি বিদেয় ক'রে দাও। ভালোয় ভালোয় বিভার বিয়েটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।"

সরোজিনীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেয়ে দু'টীর সমস্ত কথাই যে, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন! এও কি সম্ভব!

বিবাহসম্বন্ধে কি পরামর্শ করিবার জন্য সুহাসিনী পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। জননীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্কমুখে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে মা?" জননীর এমন বিষণ্ণ কাতর মুখ ইতিপূর্ব্বে এক দিনও যে, তাহার চোখে পড়ে নাই!

সরোজিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তেম্‌নি মলিন-মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুহাসিনী অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া অমলার আর একটু নিকটে গিয়া কহিল, "মার মুখ এমন শুকিয়ে গেছে, তুমিও মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে আছ! কি হয়েছে, আমায় বল পিসি মা।"

অমলা সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সুহাসিনী কহিল, "মা, তোমাদের আমি এদ্দিন বলিনি বড় মেয়েটার হাব-ভাব দেখে আমার কেমন সন্দেহই হয়েছিল যে, ওর স্বভাব-চরিত্র ভাল না, এখন বুঝলাম যে, আমি মিথ্যে সন্দেহ করিনি। কি হ'বে মা?"

সরোজিনী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

অমলা চাপা গলায় কহিল, "কি আর হ'বে, বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলেই গোল চুকে যাবে। এই নিয়ে তুই যেন কোন গোলমাল করিসনে হাসি। এখনি গিয়ে বড় মেয়েটাকে এখানে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিগে।"

সুহাসিনী কহিল, "তা' আর বলতে, পিসি মা! আমি এখনি ও পাপ বিদেয় ক'রে দিচ্ছি, শ্বশুরের কানে এ কথা উঠলে আমি কি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব মা? আমি তা' হ'লে চল্লাম মা।"

সরোজিনী বাধা দিলেন না, একটী কথাও বলিলেন না। এত বড় কথা শুনিয়াও তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ঐ দু'টী অভাগিনী নারীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

ফিরে-পাওয়া

সুহাসিনী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, সুশীলা তাহার স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে! লজ্জায়, ঘৃণায় ও রাগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বনাশী ইহারই মধ্যে তাহার পত্নীগতপ্রাণ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে!

দ্বার খোলার শব্দ শুনিয়া সুশীলা তাড়াতাড়ি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলে বিমান হাসিয়া তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল, কহিল, "ও যে হাসি।"

সুহাসিনী আর সহ্য করিতে পারিল না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি এমনি অধঃপাতে গেছ! বের ক'রে দাও ওকে এখনি বাড়ী থেকে।"

বিমান হাসিয়া শান্তভাবে কহিল, "সুশীলাকে বের ক'রে দেবার মালিকও তুমি, রাখবার মালিকও তুমি। আমিই সুশীলার সেই নিষ্ঠুর পাষণ্ড স্বামী।"

সুহাসিনী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বিমান ছুটিয়া গিয়া পতনোন্মুখী সুহাসিনীকে ধরিয়া ফেলিল। খানিকপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিতেই সুহাসিনী দেখিল, স্বামীর কোলে মাথ রাখিয়া সে শুইয়া আছে, সুশীলা পাশে বসিয়া ব্যজন করিতেছে আর্দ্র কণ্ঠে সুহাসিনী ডাকিল, "দিদি।"